প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭

প্রকাশক
রামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
চন্দ্রশেখর চৌধুরী
লক্ষ্মী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

ভূমিকা

লেবাননের বেকশরিতে ১৮৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জিব্রান কহলীল জিব্রান। যখন তাঁর বয়স চার বছর তখন তিনি তাঁর মা এবং দাদার সঙ্গে আমেরিকার বোস্টনে চলে আসেন। ছেলেবেলা থেকেই নিরন্তর দুঃখের জীবন তাঁর শুরু হয়ে যায়। দশ বছর বয়সেই একে একে দাদা মা এবং ছোট বোন সুলতানা যক্ষ্মা রোগে মারা যান এবং বিদেশে জিব্রান এক অসম্ভব শূন্যতা এবং নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। ভাই বোনের মধ্যে একমাত্র বড় বোন মেরিয়ানই তখন বেঁচে আছেন এবং রাত্রিদিন সেলাইএর কাজ করে সংসার প্রতিপালন করার চেষ্টা করছেন। জিব্রান তখনও কৈশোরের গণ্ডী পার হন নি।

দারিদ্র্য এবং দুঃখকষ্ট থাকলেও দিন কাটে। শিশু কিশোর হয়, কিশোর যুবক। জিব্রান ছবি আঁকার কাজ করতে শুরু করেন, সঙ্গে এদিক ওদিকের কিছু লেখাপড়ার কাজকর্ম। এবং যেমন হয়ে থাকে সাধারণতঃ নতুন শিল্পীর রোজগার হয় নামমাত্র। ভয়ংকর দারিদ্র্য ভাই বোনের দুঃখের সংসারকে ক্রমাগত আহত করতে থাকে। তবু সেই অসম্ভব নিদারুণ পরিস্থিতিতেও লেখা ছাড়তে পারেন না জিব্রান। অর্ধাহারে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে রাত্রি জেগে পাগলের মতন লিখে চলেন অবিশ্রাম, ছবি আঁকেন।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে "The Procession" শেষ হয়। অতঃপর তিনি ভাগ্যান্বেষণে মহত্তর শিল্পকীর্তির পীঠস্থান প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিসে থাকেন বছর দুই। কিন্তু কাজকর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিফল হওয়ার ফলে আবার তাঁকে বোস্টনে ফিরে যেতে হয় ১৯২২ সালে। এই সময় থেকেই অবশ্য তাঁর বই ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১৯ সালে "The Mad Man" ১৯২০ সালে "The fore runner" ১৯২৩ সালে "The Prophet" এবং ১৯২৬ সালে "Son of Man" প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট সমাদার লাভ করতে থাকে।

অতঃপর মাত্র ৪৮ বছর বয়সে জিব্রান পরলোক গমন করেন ১৯৩১ সালে। আমেরিকা থেকে তার মরদেহ লেবাননে নিয়ে যাওয়া হয়। সমাধিস্থ করা হয় যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে। লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ লোক কবির মরদেহকে শেষবারের মতন শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করেছিল।

১৯০৪ সালে ২০টি ছবি নিয়ে জিব্রান একটি ছবির প্রদর্শনী করেছিলেন। জিব্রানের এক ফটোগ্রাফার বন্ধুর স্টুডিওতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। সেই সময়ে জিব্রান যৎসামান্য রোজগার মাত্র করতে শুরু করেছিলেন, বইয়ের মলাট এঁকে, আর্টিস্টদের মডেল হয়ে এবং ইত্যাবিধ নানান ধরনের ছোটখাটো কাজকর্ম করে। যাই হোক এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরকম ভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই প্রদর্শনী জিব্রানের জীবনে একটি নতুন দিক উন্মোচিত করেছিল। এই প্রদর্শনীতে মেরী হাসকেল নামে একজন মহিলা নেহাতই কৌতূহল কিংবা অনুরোধ উপরোধে উপস্থিত হয়েছিলেন। জিব্রান তার সঙ্গে পরিচিত হন এবং জিব্রানের জীবনের ধারাটাই বদলে যেতে শুরু করে। খুব কম সময়ের মধ্যেই জিব্রান মেরি হাসকেলের সঙ্গে নিবিড়তর সম্পর্কের মধ্যে চলে আসতে থাকেন। পরস্পর পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। মেরী জিব্রানকে উপদেশ দেন ইংরেজী শিখতে আরো ভালো করে এবং সম্ভব হলে ইংরেজীতে লিখতে। কথাটি জিব্রানের মনে ধরে এবং তিনি ইংরেজীতে লেখা শুরু করেন। মেরী তাঁকে অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই যথেষ্ট সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং আবার প্যারিসে গিয়ে শিল্পকলা সম্পর্কে পড়াশুনা করতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, জিব্রানের জীবনে মেরীই একমাত্র যিনি প্রকৃতই অন্তরঙ্গতায় প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিখ্যাত আমেরিকান কবি বারবারা ইয়ং যিনি জিব্রানের সঙ্গে পরবর্তীকালে কাজ করেছিলেন কিছুদিন তিনি লিখেছেন যে, জিব্রান নিজেই আমাকে বলেছেন যে তিনি মেরীকে না দেখিয়ে একটি লাইনও ছাপতে দেন নি সাধারণতঃ।

১৯১২ সাল থেকে ১৯২২ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের সময় জিব্রানের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বেড়ে চলতে থাকে। বিশেষতঃ আরব ভাষাভাষীদের কাছে জিব্রান—"তাদের নিজেদের কবি"—বলে আপন হয়ে ওঠেন।

জিব্রানের যাবতীয় লেখায় এমন কি তার আঁকা ছবিতেও এই জগতের মধ্যে বেশী মাত্রায় বসবাস করা সত্বেও কোন এক অসীম এবং অনন্ত জগতের জন্য আকুল কামনার সুরটি নিরন্তর ধ্বনিত। চূড়ান্ত আধুনিক এবং তীব্র বাস্তবতার অভিজ্ঞতায় নিখুঁত চিত্রায়ণের মধ্যে থেকেও কবির সেই উত্তরণ যেন অনায়াসে পাঠকের মধ্যেও ছড়িত হয়ে যায়। কবির আত্মমগ্নতা কঠিন দেওয়ালের মধ্যে অবস্থান করলেও তার দীর্ঘ ভালবাসা দূর দূরান্ত পেরিয়ে পাঠকের অশ্রুসিক্ত চোখকে চুম্বন করে—তারপরে পাঠকদের সঙ্গে করে নিয়ে যায় এক কল্পলোকে যে

স্থানের অবস্থান কল্পনায় এমন কি কঠিনতম বাস্তবানুগ পাঠকও শিহরিত হতে বাধ্য হয়, এবং চমকিত হওয়ার অনুভব যেখানে স্বাভাবিক।

প্রথাসিদ্ধ আধুনিকতার দোহাই তুলে শিল্পে সাহিত্যে কলিত নিঃসঙ্গতা বোধের যে বিপুল আয়োজন (বলা বাহুল্য নিঃসঙ্গতাবোধ সত্যিকারের শিল্পীর পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। সেটি সন্দেহ নেই শিল্পীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই প্রতিফলিত হতে বাধ্য, কেবলমাত্র তার চমকপ্রদ শিল্প কীর্তিতে নয়, নয় বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক হিসেব করা, মানসিকতার যে অবস্থানকে দীর্ঘকাল আগেই কাপুরুষতা বলে চিহ্নিত করা গিয়েছিল, এবং সেই নিঃসঙ্গতা, সত্যিকারের নিঃসঙ্গতা বোধ সম্ভবতঃ অতিমাত্রায় বিরল ঘটনা। কারণ সচেতনতা এবং প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনেই সেখানে নিমম, ঠিক যে স্থানটিতে লেখকের শিল্পীর মানবিক সংগ্রামের ভয়ঙ্কর আরম্ভ°—) —অন্তরঙ্গতার সুরটি ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে দেয়, তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত স্বাভাবিক জিব্রানের নিঃসঙ্গ কথোপকথন। এই নির্জন কবির একান্ত কথোপকথন বিংশ শতাব্দীর প্রান্তিক শহরের মানুষজন আমাদের চঞ্চল করে দেয় যেমন দেয় বন্ধ্যা নারীকে—ধূলিমুঠি কাপড়ের গল্প। সমস্ত প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যেও কবির প্রাণপণ উত্তরণের প্রয়াস। সেই প্রয়াসকে যতই ইউটোপিয়ান কিংবা মেঠো বলে অস্বীকার করার চেষ্টাই করা হোক না কেন বুকের গভীরে অদৃশ্য কিলকের স্থাপন সেখানে সংঘটিত হয়েই যেতে থাকে। সম্ভবতঃ সেখানেই কবির কৃতিত্ব, তার সংগ্রামের সার্থক চিহ্ন, হয়ত বা পুরস্কারের নয়। জিব্রানের জগত সেই অন্তরঙ্গতার জগত যে জগতের সৃষ্টি কল্পনায় কবির শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণুও নিয়োজিত, মানস অবস্থানও। এবং তাই তার ব্যক্তিত্ব মিথ্যার পৃথিবীকে একবার হলেও চমকিয়ে দেয়।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রেরণায় জিব্রানের সেই অন্তরঙ্গতার উৎস সন্ধানেই এই অনুবাদের প্রয়াস।



অপার্থিব

ক্রোধ আর হিংসার ঝাপটে মাটি বেরিয়ে আসে
মাটির ভিতর থেকে মাটি,
মনোরম ছন্দে পৃথিবীর উপর দিয়ে নৃত্যান্বিত
ভঙ্গিমায় হেঁটে যায় পৃথিবী
পৃথিবীর উপাদান ছেনে পৃথিবী সৃজন করে অট্টালিকা
তৈরী করে স্তম্ভ,
উর্ধমুখ উপাসনাগৃহ,
এবং পৃথিবী বুনন করে পৃথিবীকে নিয়ে লোকগাথা.
এমনকি অনুশাসন, আইন শৃঙ্খলার নিয়ম কানুনগুলি—

এইসব করার পরে পৃথিবী ক্লান্ত হয়েছিল, এইসব
অবিশ্রান্ত কর্মচঞ্চলতায়,
পৃথিবীর ফাঁপানো বিস্তারে
স্বপ্ন আর অলৌকিক মায়াদৃশ্য দেখে ক্রুদ্ধ হয়েছিল

তখন ত পৃথিবীর দৃষ্টিপথ, অনির্বচনীয় বিশ্রামের ঘুম,
নিশ্চিন্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী আলস্যের আয়োজনে
প্রতারিত হতে থাকে,
এবং সেই সময়ে,
তখন পৃথিবী ডেকে বলে পৃথিবীকে—
"আমি সেই মাতৃগর্ভ, আমিই ত সমাধিস্থল,
যতদিন না ঐ আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি
ধ্বংস হয়ে যাবে
সূর্য পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে,
ততদিন
আমিই সেই গভীরে মাতৃগর্ভেই থেকে যাব,
কিংবা সমাধির অঙ্গনমঞ্চে—

হে রাত্রি

হে রাত্রি প্রেমিকের প্রেমিকার রাত্রি, কবি আর গায়কের রাত্রি হে,
তুমি ত অশরীরীর রাত্রিকাল অলৌকিক এবং আত্মার মোহময়ী রাত্রি,
হে আশার এবং স্মৃতির দীর্ঘস্থায়ী রাত্রি
তুমি সন্ধ্যার মেঘকে খর্বাবৃত ক'রে বিশাল হয়ে অধিকার কর প্রত্যূষকে
ত্রাসের তরবারী হাতে তুমি অস্ত্রধারী, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মুকুটে সজ্জিত
স্তব্ধতা, নিস্তব্ধতার আবরণে তুমি আবৃত

তোমার সহস্ররকমের দৃষ্টি দিয়ে তুমি গভীরতা স্পর্শ কর
জীবনের, তোমার সহস্ররকমের শ্রুতি নিয়ে তুমি
শুনতে পাও মৃত্যুর আর্তনাদ
অনস্তিত্বের গোঙানি,
স্বর্গের আলোক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তোমার অন্ধকারের ভিতর থেকে
তার কারণ কি, দিন যা আলো আমাদের
পরিবৃত ক'রে রাখে পৃথিবীর দুর্বোধ্য ব্যবহারে

যন্ত্রণাবিদ্ধ শাশ্বতকালের সম্মুখে তুমি চোখ খুলে দাও
আমাদের আশার দিকে,
কারণ দিন আমাদের প্রতারণা ক'রে অন্ধ ক'রে রাখে
সীমার মধ্যে—পরিমাপের মধ্যে,
তুমি সেই অনাহত নীরবতার আবরণ উন্মোচন কর ধীরে অতি সন্তর্পণে
স্বর্গের উন্মূলিত শক্তির উন্মোচন,
কারণ দিনের কোলাহল আত্মাকে উত্তেজিত করে কেবলই,
যার অস্তিত্ব শুধু প্রয়োজন এবং বিস্ময়ের মধ্যে স্থিত,
রাত্রি তুমি সেই বিচার উপহার দাও দুর্বলকে, স্বর্গীয় ঘুম দিও,
যাতে সে সবসময়ে সবলের শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে পারে নিজেকে।

তুমি সেই ক্ষমাশীল রাজন, কোমল আঙুলের আশ্রয় বুলিয়ে দাও
সহস্র হতভাগ্যের জলে যাওয়া চোখের উপরে
তখন হৃদয়ে আসুক শান্ত অবস্থান —

তোমার নীল আচ্ছাদনের ভাঁজে ভাঁজে প্রেমিকের আত্মা
সমর্পণ খুঁজে পায় সান্ত্বনা
তোমার শিশিরে ধোওয়া পা ছ'খানিতে যন্ত্রণাবিদ্ধরা
অশ্রুমোচন ক'রে ভারহীন হয়েছিল।

তোমার কররেখায় যেখানে উপত্যকার নীল সৌরভ রয়েছে
সেখানে আগন্তুকরা স্নেহাতিশয্য অনুভব করে—কত সহজ সেই পাওয়া,

তুমিই প্রেমিকের একাকিত্বের সঙ্গী, তুমিই সান্ত্বনা দিয়ে থাকো
বঞ্চিতকে, তোমারই আশ্রয় তাঁর একমাত্র যে নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন যে,
তোমার ছায়ায় কবির ভালবাসা স্থিত, যেখানে দেবদূতেরা জেগে ওঠেন,
তোমারই মুকুটের আশ্রয়ে চিন্তাশীলের চিন্তা বিস্তারিত হয়ে ওঠে,
কবিকে প্রেরণা যুগিয়ে দাও তুমি, দেবদূতকে তার বোধি, আর
দার্শনিককে সত্যিকারের পথ দেখাও তুমি, দর্শনের সঠিক পথরেখা।

যখন আমার অস্তিত্ব ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মানবিক বোধে
যখন আমার দুচোখ দিনের মুখচ্ছবি দেখতে ক্লান্ত হয়,
যখন অতীত ইতিহাসের অশরীরীরা কোথায় ঘুমিয়ে রয়েছে খুঁজতে থাকি,
খুঁজতে থাকি সেই অস্পষ্ট উপস্থিতি
হাজার পায়ে যে এইসব পথ হেঁটে গিয়েছিল
মাটির উপর দিয়ে হেঁটে — দীর্ঘকাল আগে।

তারপর অস্থির পৃথিবীকে যে তুমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলে,
তোমার সামনে থমকে দাঁড়াই,
সেখানে সেই ছায়ার চোখের উপরে চোখ রাখি, শুনি,
অদৃশ্য পাখা ওড়াবার শব্দ, অনুভব করতে থাকি নৈঃশব্দের,
অদৃশ্য জামাকাপড়ের মসৃণ স্পর্শ,
এবং ক্রূর কঠিন কৃষ্ণ অন্ধকারের ভয়ংকর ভয়ের প্রহার নিতে থাকি—

হে রাত্রি, সেইখানে আমি সুন্দরকে দেখি, দেখি মহিমান্বিতকে
স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে উদ্ভাসিত, শিশিরের ওড়নায় ঢাকা মুখ,

মেঘের চাদরে আবৃত মুখ, সূর্যের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠছে,
বিদ্রূপ করছে দিনমণিকে, দিনকে, ভৃত্য এবং ক্রীতদাসদের
পরিহাস ক'রে চলেছে, যারা প্রতিমার সম্মুখে নতজানু
জাগর পূজায় অভিভূত—

সেইসব রাজপুরুষগণ যারা ভেলভেট্ এবং রেশমী শয্যায় সুখনিদ্রায় বিভোর,
তাদের প্রতি তোমার ক্রোধ দেখতে পাচ্ছি,
তুমি যখন শিশুদের নিশ্চিন্ত ঘুমের শয্যায় অক্লান্ত পাহারা দিয়ে চলেছ
তখন তস্কররাও তোমার শাণিত দৃষ্টির সম্মুখে সংকুচিত হচ্ছে দেখতে পাই,
দেহোপজীবিনীদের মিথ্যে হাসির জন্ত তোমার ক্রন্দন আমি শুনতে পাচ্ছি,
তোমার আহ্লাদ সত্যিকারের প্রেমিকের অশ্রুবিসর্জনের সময়,
তোমার ডানহাত সত্যের দিকে নির্দেশিত দেখতে পাই, দেখতে পাচ্ছি
মন্দকে পদদলিত করছ তুমি। কালো অন্ধকার এইসব কিছুর প্রতিই
তোমার মুখর বিদ্রোহ।

সেইসব স্থানে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, হে রাত্রি এবং
যদিও ভয়ংকরী তবু তুমি আমাকে মাতৃমমতার মতন
আমার নিকটে দাঁড়িয়ে রয়েছ,
যখন স্বপ্নাতুর আকাশকুসুম রচনাকারী আমি তোমার সন্তান তখনও।

সেইসব অবিশ্বাসের আবরণ উন্মোচিত হল, তোমার এবং আমার মধ্যে,
তুমি ধীরে ধীরে তোমার রহস্যময় গোপন সম্ভারগুলির
দ্বার উন্মোচিত ক'রে চলেছ,
আমি আমার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা কানে কানে বলে চলেছি,
তোমার স্বাভাবিক ভয়ের মূর্তি মধুর হয়ে উঠছে আমার কাছে। নিকটতর
হয়ে আসছো আমার হৃদয়ে।
ফুলের অস্ফুট কানাকানির চাইতেও অনেক নিকটে,

আমার ভয় আজ অন্তর্হিত হল। এখন আমি পাখিদের চাইতেও শান্ত।
তুমি তোমার দৃঢ় দুটি হাত দিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত কোলে তুলে নিয়েছ,
আমার চোখদুটিকে দেখতে শেখাচ্ছো, আমার হৃদয়কে ভালবাসতে শেখাচ্ছো,

তাদের অন্তরা যাদের ঘৃণা করে। আমার কণ্ঠস্বরকে কথা বলতে
শেখাচ্ছো। এবং অন্তরা যাঁদের ভালবাসে তাদের ঘৃণা করতে
শেখাচ্ছো তুমি, আমার শ্রুতিকে শুনতে শেখাচ্ছো মধুময় সংগীতের ধ্বনি
আমার চিন্তার বর্ণার জলে তুমি তোমার আঙুল আলতো ক'রে

বুলিয়ে দাও, আর আমার ধ্যান নিবিড়তর হয়ে বহমান হয়ে চলে
খরস্রোতা নদীর মতন,
তোমার তপ্ত ওষ্ঠ যুগল দিয়ে আমার আত্মার ওষ্ঠাধরে চুম্বন করেছ তুমি,
সেই চুম্বনের মোহময় স্পর্শে মুহূর্তে আমার আত্মা দাবানলের
মতন জ্বলে ওঠে। আমি তোমারই সমভিব্যাহারে রয়েছি, হে রাত্রি
তোমারই অনুসরণ ক'রে চলেছি যতদিন না তোমারই সঙ্গে
একাত্ম হয়ে উঠছি। আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম যতদিন না
আমার সত্তা তোমারই প্রতিমার মতন চরিত্র হয়ে ওঠে।

আমার অন্ধকারের অস্তিত্বে ভালবাসার নক্ষত্রপুঞ্জ গাঁথা হয়ে
জ্বলজ্বল করছে।
এবং আমার হৃদয়ে একটি চন্দ্রিমা স্বপ্নের মিছিলে দীপ জ্বালিয়ে
দিয়েছিল, আলোকিত করেছিল সেই স্বপ্নগুলি,
আমার ঘুমহীন অস্তিত্বে নিবিড় হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে নৈঃশব্দ,
প্রেমিকের গোপনতম প্রিয় কথাগুলি, সেইখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে
পূজারীর প্রার্থনা, আবৃত্তির স্বরধ্বনি।
আর আমার মুখে ইন্দ্রজালের মুখোশ,
মৃত্যুর যন্ত্রণায় যা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে,
তরুণের উল্লাসিত সংগীতে সেই মুখমুখোশের রূপ সংশোধিত,
সেই রকমভাবে ভাবতে গেলে আমরা দুজনেই ত একই রকমের,
হে রাত্রি, তুমি স্বীকার কর, তাই নাকি,

আমার আশেপাশের মানুষজনেরা কি বলবে আমি অহংকার করছি,
যদি বলি আমি তোমারই সদৃশ,
মানুষজনেরা কি নিজের সঙ্গে নিজের তুলনায় অহংকার করে না অহরহ,
আমি তোমারই মতন, হে রাত্রি।

কারণ তোমাকে এবং এই আমাকেও সকলে একই অভিযোগে
অভিযুক্ত ক'রে থাকে, যা প্রকৃতই আমরা নই,
তবুও আমি তোমারই মতন যদিও,
সোনালী মেঘ দিয়ে জ্যোৎস্না আমার মাথায়
মুকুট পরিয়ে দেয় না,
আমি তোমারই মতন যদিও উষা তার গোলাপী
রশ্মি দিয়ে আমার আচ্ছাদন সীবন ক'রে দেয় না,
আমি তবুও তোমারই মতন যদিও, দুধ সরোবর দিয়ে
আমি বৃত্তান্বিত নই।
আমি সেই সীমাহীন অন্ধকার, শান্ত, যার দুর্বোধ্যতার
কোন সীমা নেই,
শেষ নেই গভীরতার,

যখন আত্মাগুলি আনন্দের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,
দুঃখের অন্ধকারে আমার আত্মা উদ্ভাসিত
হয়ে উঠবে,
আমি তোমারই মতন হে রাত্রি,
আর যখন আমার প্রত্যুষ আসবে, তখন
আমার সময়ের দীপ নির্বাপিত হবে শেষবারের মতন

পৃথিবী

সুধাময়ী পৃথিবী, আলোকের প্রতি নিখুঁত
আত্মগত্যে মহান, সূর্যের প্রতি সমর্পণে কত না মহৎ—
ছায়ার আবরণে ঢাকা মধুময় রহস্যময়ী
সম্পূর্ণ আড়াল করার মতন মুখোশে ঢাকো মুখ, না বুঝতে
পেরে আরো আকর্ষণীয় হয়ে আছো মায়াবরণে

প্রত্যুষের সংগীত ব্যথা তোলায় কিন্তু কঠিন নয় কি সন্ধ্যাকালের উচ্ছ্বাস
মাপা তোমার ব্যবহার, পরিপাটি—হে ঐশ্বর্যময়ী

তোমার সমতল ক্ষেত্রগুলির উপর দিয়ে আমি হেঁটে গিয়েছি,
পর্বতের শিখরে শিখরে উঠে গিয়েছি, তোমার উপত্যকায়
আমি নেমেছি কতবার।
কতবার তোমার গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি,
তুমি জানো,
তোমার সমতল ক্ষেত্রগুলিতে বিচরণ করার সময়ে লক্ষ্য করেছি
সেখানে রয়েছে স্বপ্ন, পর্বতের শিখরে দেখতে পেয়েছি,
তোমার অহংকার, উপত্যকায় আমি সাক্ষী ছিলাম শান্তির,
পাথরে তোমার দৃঢ়তা, এবং গুহার ভিতরে অগণিত গোপন সম্ভার।

তুমি দুর্বল একদিকে, অন্যদিকে অসীম শক্তিও রয়েছে তোমার অবয়বে,
একদিকে বিনয়ে অবনত মনে হয়েছিল অন্যদিকে কর্কশতম ব্যবহার,
কমনীয় একদিকে অন্যদিকে কঠিন, স্পষ্ট এবং গোপনও,
তোমার সমুদ্ররাশির উপর দিয়ে চলে গিয়েছি, তোমার নদীগুলিতে
খুঁজেছি অনেক, তোমার ঝর্ণার উৎসে আমি ফিরে গিয়েছি বারবার।

তুমি জোয়ার ভাটার স্রোতের মধ্য দিয়ে শাশ্বতকালের কথা
বলে চলেছ আমি শুনেছি,
যুগ প্রতিধ্বনি করে তোমার পাহাড়ে পর্বতে সংগীতময়তায়,
গিরিখাত এবং উৎরাইএর মধ্য দিয়ে শুনতে পেয়েছি,
ভীষণ চীৎকার ক'রে ডাকছে জীবনকে,
শাশ্বতকালের ওষ্ঠদ্বয়ে তুমি মুখাবয়ব, সময়ের আঙুল
এবং পিছনে টানা সুতোর বাঁধন, জীবনের রহস্যময়তা এবং সমাধান।

তোমার বসন্ত আমার ভিতরভিত পর্যন্ত জাগিয়ে তুলেছিল,
সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল হরিৎ শস্যক্ষেত্রে, সেখানে তোমার সুগন্ধ নিঃশ্বাস
ধোঁয়ার মতন উঠে যায় উপরের দিকে আকাশে নীলিমায়,
গ্রীষ্মে পরিশ্রমের ফসল আমি দেখেছিলাম, শরৎকালে
আঙুর ক্ষেতে তোমার রক্ত বইছে লাল মদের মতন, তোমার শীত ঋতু
আমাকে শয্যার উষ্ণতায় নিয়ে গিয়েছিল যেখানে হিম এবং তুষার
তোমার পবিত্রতা রক্ষা ক'রে চলেছে, আমি দেখেছিলাম বসন্তে
কি উদ্দাম তোমার সুগন্ধ বাতাস, গ্রীষ্মের উদারতায়
তুমি অন্তরঙ্গ, শরতে পূর্ণ প্রাচুর্য সম্ভারে—

নাকি তুমিই সেই একবিন্দু রক্ত অম্বরদের সম্রাটের, নাকি তার
কপালের একবিন্দু ঘাম—সূর্য যে কলকে সুপক্ক ক'রে তোলে
তুমি কি তাই, এব জ্ঞানবৃক্ষ থেকেই কি তুমি উদ্ভূত,
যার শিকড় শাশ্বতকালের মধ্যে বহমান,
যার ভালবাসা বিস্তারিত অসীমের মধ্যে অনন্তের মধ্যে—
ঈশ্বরের নির্ধারিত স্থানের কররেখায় স্থাপিত তুমি কি
ঈশ্বরের সময়ের দর্পণখণ্ড,
কে তুমি হে পৃথিবী, কি তোমার উপাদান,

তুমি কি আসলে আমারই অস্তিত্ব।

তুমি আমার দৃশ্যমানতা, আমার বিচার, আমার জ্ঞান
এবং স্বপ্নের মণিমালা,
আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আমার দুঃখ আমার আনন্দের অংশভাগ,
আমার জাগ্রত সময়গুলি, আমার অসাবধান, আমার সৌন্দর্য,
যা আমার চোখে বিচরণ করে, হৃদয়ের প্রতীক্ষায়,
অনির্বাণ জীবন স্পন্দন আমার আত্মায়,

তুমিই আমি আসলে হে পৃথিবী,
আমি যদি না থাকি, তোমারও অস্তিত্ব মিলিয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায়

পূর্ণতা

তুমি প্রশ্ন করেছিলে ভাই আমার,
মানুষ কখন পূর্ণতায় পৌছবে. আমি উত্তর দিচ্ছি শোন—
মানুষ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় তখনই যখন সে
অনুভব করে সে এক অসীম অবস্থানের মধ্যে বিরাজমান।
এক তীরহীন সমুদ্রের মধ্যে, শাশ্বতকাল দাহ্যমান অগ্নির
অনির্বাণ আলো,
ধীর শান্ত বাতাস অথবা ক্রুদ্ধ ঝড়, বিদ্যুৎ ঝলকে ঝলকে তীক্ষ্ণ
আকাশ, কিংবা বৃষ্টিমুখর স্বর্গ। ঝর্ণার কলগুঞ্জন,

স্থির নদী তরঙ্গ। বসন্তে বিকশিত তরুরাজি, অথবা শরতের নগ্ন চারাগাছ,
উদ্ধত পর্বতশিখর, কিংবা নতোন্মুখ উপত্যকা, উর্বর
কর্ষিত সমতলভূমি কিংবা মরুক্ষেত্র।

যখন কোন মানুষ অনুভব করে এইসব, তখনই কিন্তু সে
পূর্ণতার পথে অধিক এগিয়ে গিয়েছে,
আর লক্ষ্যে পৌছবার জন্য তার উপলব্ধি করা প্রয়োজন
যে, সে একজন শিশু মার ওপরে নির্ভরশীল
কিংবা সে একজন পিতা সংসারের জন্য দায়ী, অথবা একজন যুবক
প্রেমের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে, প্রাচীন কেউ হয়ত
যুদ্ধ ক'রে চলেছে তার অতীতের সঙ্গে
মন্দিরের পূজারী একজন কিংবা কারাগারে নিক্ষিপ্ত অপরাধী, পণ্ডিত
কেউবা তার জ্ঞানের আয়োজনের মধ্যে, অজ্ঞান আত্মা কেউ হোঁচট খাচ্ছে
রাত্রির অন্ধকার কিংবা দিনের দুর্বোধ্যতায়,
একজন দেহোপজীবিনী তার প্রয়োজন এবং দুর্বলতার কণার
মাঝখানে দোলায়মান,
একজন দরিদ্র কেউ অসীম বিরক্তি এবং সমর্পণের মধ্যে বাঁধা পড়েছে
একজন কবি শিশির ধোয়া জ্যোৎস্না এবং প্রত্যুষের
সূর্যরশ্মির মধ্যে তার বিচরণ,

এইসব যে বুঝতে পারে, দেখতে পারে
উপলব্ধি করতে পারে হৃদয়ে,
তার পক্ষেই কেবল সম্ভব
পূর্ণতায় পৌছনো
এবং তারো পরে
ঈশ্বরের ছায়ার মত ছায়া হয়ে যায়

গতকাল, আজ এবং আগামী প্রত্যুষ

আমি আমার বন্ধুকে ডেকে বলেছিলাম
"দেখ, সে আজ ওই পুরুষের হাতে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে
গতকাল সে আমারই হাতে মাথা রেখেছিল—"

সে উত্তর দিল,
"আগামীকাল সে ত আমার হাতেই মাথা রাখবে"—

আমি বললাম,
"দেখ সে আজ ওই পুরুষের পাশে বসে রয়েছে
গতকাল সে আমার পাশেই বসেছিল—"

সে উত্তর দিল,
"আগামীকাল সে ত আমার পাশেই এসে বসবে"

এবং আমি বললাম,
"দেখেছ সে ওই পুরুষের পেয়ালা থেকে
চুমুক দিচ্ছে পানীয়—
কিন্তু সে গতকাল আমার পেয়ালায়
চুমুক দিয়েছিল—"

সে উত্তরে বলল,
"আগামীকাল সে ত আমার পেয়ালায়
চুমুক দেবে—"

আমি বললাম,
"দেখ দেখ কেমন প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে সে
ওই পুরুষটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে,
ঠিক এইরকম কামনামদির ভালবাসা নিয়ে
সে গতকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল—"

সে উত্তর দিল,
"আগামীকাল এই একইরকম ভাবেই সে
আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে—"

আমি বলেছিলাম—
"শুনতে পাচ্ছো সে কেমন সুন্দর ভালবাসার
গান গাইছে, ওই পুরুষটির কানে কানে।

গতকাল এই গানগুলিই ত আমাকে নিবিড়
ঘনিষ্ঠতায় শুনিয়েছিল—"

সে বলল,
"আগামীকাল একই গান সে গাইবে আমার
কানে কানে একান্তে—"

আমি বললাম,
"দেখেছ সে কেমন ক'রে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে
রেখেছে ওই পুরুষটিকে।
গতকাল এমনি ক'রেই সে আমাকে তার
ঘন আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছিল—"

সে বলল,
"আগামীকাল এই এইরকম ক'রে সে
আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকবে—"

আমি বলেছিলাম,
"কি অদ্ভুত আচরণ এই রমণীর"
এবং সে উত্তর দিল,
"এই রমণীর অন্য নামই ত জীবন"

ভালবাসা ভালবাসা

ওরা বলেছিল শৃগাল এবং গন্ধমূষিক
একই ঘাটে এসে জলপান করে
সেই ঘাটে, যে ঘাটে সিংহও আসে জল পান করতে

ওরা আরও বলেছিল যে বাজপাখি
আর শকুনেরাই কেবল একসাথে একই শবদেহ ঠোকরায়
এবং পরস্পর একসাথে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে
মৃত মানুষ জনদের স্তূপের মধ্যে

হে ভালবাসা,
তোমার ওই ঐশ্বর্যপূর্ণ অঞ্জলিবদ্ধ হাতই কেবল আমার
মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে,
অনবরত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দহনও,
আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে নিয়ে যায়,
অহংকার এবং ক্রমাগত আত্মসম্মানবোধের ভিতরে

আমার দুর্বল সত্তার অনুভবে রুটি এবং মদের সদ্ব্যবহার
লালসার ইন্ধন জাগিয়ে দেবে,
কঠিন এবং শক্তিশালীরাই কেবল যেন এইসব অধিকার
ক'রে নিতে না পারে,
তারপর বরং আমি যদি অনাহারে থাকি তাও ভালো—

যে পাত্র তুমি পূর্ণ করনি, যে তৃষ্ণার জল
তোমার আশীর্বাদপূত নয়,
সেই সবের প্রতি কামনালুব্ধ হাত বাড়ানোর আগেই
যেন আমার হৃদয় মরুভূমি হয়ে ওঠে,
তার আগেই আমাকে ধ্বংস ক'রে দিও, মৃত্যুর
গভীরে চলে যেতে দিও।

বালু আর ফেনা পুঞ্জরাশি

১

দীর্ঘকাল
আমি এই দুই তীরভূমি ধরে হেঁটে চলেছিলাম
একদিকে বালুময় অন্যদিকে ফেনাপুঞ্জরাশি,
জোয়ার ভাটায়
আমার পায়ের ছাপ মুছে যায়।
বাতাসে উড়িয়ে নেয় শুভ্র ফেনাপুঞ্জ
সমুদ্র কিংবা তীর থেকে যায়
চিরন্তন একই অবস্থানে
দীর্ঘকাল—

২

আমি যখন জেগে উঠেছিলাম,
ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—
"তুমি এবং যে জগতে তুমি বেঁচে রয়ে
এইসব অসীম সমুদ্রের অসীম তীরের
একটি বালুকণামাত্র"—

আর আমি স্বপ্নের ভিতরে তাদের
টেনে নিয়ে বলেছিলাম—
"আমিই সেই অসীম সমুদ্র।
সমস্ত বিশ্বই আমার বেলাভূমিতে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র"—

৩

আমার হাতের অঞ্জলি পূর্ণ করেছিলাম
ভোরবেলার শিশিরে—

একটা সময় ছিল তখন,

তারপর একটা সময় এল
যখন হাতের মুঠো খুলে দেখেছিলাম একটি
কুৎসিত কীট—
তারপর আমি আবার বন্ধ করলাম হাতের মুঠি,
আবার বন্ধ করলাম, করতল—

শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে থাকল
বিষাদগ্রস্ত একজন মানুষ—

ঠিক উল্টো ক'রে দাঁড়ানো—

আবার হাতের মুঠি বন্ধ করলাম,
কিছুক্ষণ পরে সন্তর্পণে খুলে দেখি—
শিশির রয়েছে।
আর শুনতে পেলাম সুন্দর গান গাইছে
কারা সব—

৪

কোন একবারই জীবনে, আঃ
মাত্র একবার—স্তম্ভিত হয়েছিলাম
যখন হঠাৎ একজন
আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল
"তুমি কে গো"—

৫

এইত গতকালই আমি ভেবেছিলাম
নিজেকে একটি খণ্ড বস্তুপিণ্ড মাত্র,
জীবনের পটভূমিকায়, সুরহীন ছন্দহীন—

এখন আমি জেনেছি আমিই পটভূমি,
সমগ্র বিশ্বের সমস্ত জীবন
মধুর ছন্দে লীলায়িত আমার ভিতরে।

৬

আমরা দীর্ঘসময়,
সহস্র সহস্র বছর ধরে
এই সমুদ্রের
বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছি,
গল্প করেছি,
অরণ্যের বাতাস তখন
আমাদের মুখে কথা ফুটিয়েছিল—

এখন কি ভাবে আর সেই
অতীত দিনগুলির আমেজ
ফিরিয়ে আনতে পারি আর,
বলে বোঝাতে পারি,
কেবল অতীতের, গতকালের
শব্দগুলি দিয়ে,
উচ্চারিত কেবল গতকালের—

৭

স্ফীংক্স কথা বলেছিল একবার,
স্ফীংক্স বলেছিল,
"বালুর একটি কণামাত্র মরুভূমি,
এবং মরুভূমি অর্থ বালুকণা মাত্র,
এসো,
আমরা আবার স্তব্ধ হয়ে যাই—"
আমি স্ফীংক্সএর কথাগুলি,
শুনেছিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি—

৮

বিস্মিত অভিজ্ঞতায় আমি
একদিন সহসা একজন নারীর দেখা পেয়েছিলাম,
অন্যরূপা একটি মুখ,
সেই মুখচ্ছবিতে তার, সেই নারীর অজাত
সন্তানদের স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম,

আমি জেনেছি অন্য কোন নারী একজন
আমার মুখে
ভিন্ন এক ছবি দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছিল—
চলচ্চিত্র যেন,
আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহদের
মুখাবয়ব।
যারা সেই নারীর জন্মের
দীর্ঘকাল আগেই মৃত্যুর অন্ধকারে
চলে গিয়েছিল—

৯

এখন কি আমার নিজেকে আমি
সম্পূর্ণ ক'রে তুলব—
কিন্তু কি ক'রে পারি, যদি না,
আমি—
২

বুদ্ধিদীপ্ত চেতনাময় প্রাণী সংবলিত
কোন গ্রহ না হতে পারি।
এবং তাই কি সকলের, সকল মানুষেরই
কাম্য নয়।

১০

মুক্তো
একটি নির্মিত মন্দির,
বালুকণা ঘিরে যে বেদনা
তাই দিয়ে
সুন্দর নির্মাণ,

কিন্তু কী দিয়ে আমরা
নির্মিত।

কোন অণু পরমাণু, কণা
কোন সুখ দুঃখ বেদনাকে
ঘিরে—

১১

যখন ঈশ্বর এই আশ্চর্য হ্রদয়ের
মধ্যে
একটি পাথর আমাকে ছুঁড়ে
দিয়েছিলেন,
তখন
আমি জলের আস্তরণে রকমারি
ঢেউ তুলেছিলাম—

তারপর যখন
জলের গভীরে নেমে যাই
তখন আবার
ক্রমাগত স্থির হয়ে যেতে থাকি।

১২
আমাকে নৈঃশব্দ্য দাও
আমি রাত্রিকে উন্মোচিত ক'রে দিলাম

রাত্রিকে
স্খলিত ক'রে দিতে চাই—

১৩
এই দেহ এবং নৈসর্গিক অস্তিত্ব
আমার
যখন পরম্পরাকে ভালবেসে
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল,
তখনই
আমার পুনর্জন্ম হয়েছিল,
আমি
দ্বিজ হয়েছিলাম—

১৪
একদা আমি একজনকে জেনেছিলাম
যার প্রাণশক্তি ছিল প্রাচুর্যে ভরা
কিন্তু বাক্‌শক্তি ছিল না তার,
কোন এক যুদ্ধে সে তার জিভ্‌টি
হারিয়ে ফেলেছিল।

এখন আমি জেনেছি
পৃথিবীর
কোন্ কোন্ যুদ্ধে তাকে লিপ্ত
হতে হয়েছিল—

সেই অসীম নিস্তব্ধতা নেমে
আসার আগেই আমি নিশ্চিত
জেনে যে সে আজ মৃত

এই পৃথিবী আমাদের দুজনের
পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নয়—

১৫
বিস্মৃতি
কেবলই
শান্তি স্বাধীনতা পর্যন্ত

১৬
স্মৃতিবাহী
চেতনার সঙ্গে যেন দেখা হয়,

তার সঙ্গে
দেখা হয়,
যেন দেখা হয়
তার সঙ্গে দেখা হয়—

১৭
মহাশূন্যে যেসব আত্মারা
অবস্থান করছেন, দেবদূতসকল
তারা কি সকলেই
মানুষের যন্ত্রণাকে ঈর্ষা করেন,
যন্ত্রণার বৈচিত্র্যময়তাকে।

১৮
শাশ্বত অবস্থানের দিকে
ক্রমাগত বয়ে চলেছে অতীত
ধ্রুব অবস্থানে,

মানবিকতাবোধের একটি
আলোর
তরঙ্গায়িত নদী হয়ে—

১৯

তুষসাগরের ছায়াপত্রের জানালা
দিয়ে যার দৃষ্টি প্রসারিত,
পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে মহাবিশ্বে
যে শূন্যতা রয়েছে, তার কাছে
সেই শূন্যতা শূন্য ব'লে
মনে হবে না কখনই—

২০

রাত্রির পথ অতিবাহিত না ক'রে
কেউ
প্রত্যূষের নরম আলোতে
পৌঁছে যেতে পারে না।

আর
এটাই ত নিয়ম।

২১

সে কতদিন হল আমি
মিশরের ধুলোয় নীরবে শুয়েছিলাম,
আমার অলক্ষ্যেই
পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

তারপর সূর্য আমাকে জন্মদান করেছিল

আমি
উঠে দাঁড়াই,

চোখ তুলে তাকালাম
চারিদিকে,
হেঁটে গিয়েছিলাম নীল নদের তীরভূমিতে,
সারাদিন ধরে গান গেয়েছিলাম,
সারারাত ধরে

স্বপ্নের নির্মল অভিযানে,
মজে গিয়েছিলাম।

এখন শত পদাঘাত লাঞ্ছিত
করছে আমাকে,
যেন আমি আবার মিশরের
বালুকণার মধ্যে মিশে হারিয়ে যাই—

কিন্তু আশ্চর্য কুহেলিকা অবলোকনের
অবকাশ রয়েছে সূর্যের ব্যবহারে,
যে সূর্য আমার ছড়ানো ছিটানো অণু পরমাণু
গুছিয়ে নিয়ে একত্র করেছিল,
তারও আজ সাধ্য নেই আমাকে ভেঙে ফেলতে।

তাই এখনও সদর্পে আমি
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে
নীল নদের বেলাভূমিতে হেঁটে যাই,
সারাদিন ধরে গান গাই
সারারাত ধরে
স্বপ্নের নির্মল অভিযানে···

২২

পুণ্য তীর্থভূমির পথে
আমার সঙ্গে দেখা অন্য একজন
যাত্রীর,
সেই যাত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা
করেছিলাম
"পুণ্য তীর্থভূমিতে যাওয়ার এই কি সেই
পথ যে আমাকে নিয়ে যাবে—"
সে উত্তর করেছিল,
"আমাকে অনুসরণ কর, তাহলেই
তুমি একরাত্রির শেষে

পৌঁছে যাবে তোমার গন্তব্যস্থল
পুণ্য তীর্থভূমিতে—"

আমি তাকে অনুসরণ করেছিলাম,

তারপর
তারপর অনেক দিন চলে গেল,
অনেক রাত্রি—
আমরা পুণ্যভূমিতে পৌঁছলাম না,

আর আশ্চর্য
এখন সেই সহযাত্রীই
আমার উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে
ক্রমশঃ
কারণ সেই ত আমাকে
ভুলপথে চালিত ক'রে এসেছিল—

২৩

প্রথম যে চিন্তার ঢেউ উঠেছিল
ঈশ্বরের,
তার তরঙ্গে ফুটে উঠেছিল
"দেবদূত",
আর ঈশ্বর প্রথম যা
উচ্চারণ করেছিলেন,
তা 'মানুষ' সম্পর্কিত।

২৪

অসংখ্য সূর্যের ওঠানামার
হিসেব দিয়ে
আমরা সময়কে তুলাদণ্ডে
মেপে দেখতে চেয়েছিলাম—
আর ওঁরা

সময় নিরূপণ ক'রে থাকে
ছোট ছোট পকেট ক্যালেণ্ডার
দিয়ে,

আমাকে বলতে পারো,
কিভাবে এখন
আমরা একই সময়
একই জায়গায়
পরস্পর
মিলিত হতে পারি—

২৫
হে ঈশ্বর
সিংহের শিকার হতে
কোন ক্ষতি নেই আমাদের
কিন্তু তার আগে,
খরগোশকে আমাদের
শিকার ক'রে দিও।

২৬
ধ্রুব সত্যের অবস্থান
আমার জানা নেই।
কিন্তু
এই না জানার সম্মুখে
আমি
সর্বদাই বিনীত, কৌতূহলী।
আর
আশ্চর্য সেখানেই রয়েছে,
আমার
সম্মান এবং পুরস্কারও,

২৭

আমার গৃহটি আমাকে
ডেকে বলে,
"পরিত্যাগ কোর না আমাকে
কারণ এখানেই তোমার
অতীত রয়েছে"—
আর আমার পথ আমাকে
ডেকে বলে,
"এসো
আমাকে অনুসরণ কর
কারণ
আমিই ত তোমার ভবিষ্যৎ"

আমি যদি থেকে যাই
আমার গৃহে
অতীতের মধ্যে থেকে যায়
আমার অবস্থান
যদি পথে যাই,
যাওয়াই থাকবে অবিশ্রাম
ক্রমাগত ভবিষ্যতে,

কেবলমাত্র
ভালবাসা কিংবা মৃত্যুই
শুধু
এইসব স্থান অবস্থান
পরিবর্তিত করতে পারে—

২৮

জীবনের বিচার বিবেচনা
কিভাবে
অস্বীকার করতে পারি।

পালকে ভর দিয়ে নিবিড়
ঘুমের ভিতরে
অহরহ যেসব স্বপ্ন দেখছে
মানুষজন,
সেইসব স্বপ্নের চাইতে
যে সব স্বপ্ন পৃথিবীর
মাটিতে উদ্ভূত,
পৃথিবীর চঞ্চল ঘুমের
সেই স্বপ্নগুলি
সুন্দরতর, যখন

তখন
জীবনের অবতারণা
আর পুঙ্খানুপুঙ্খ
বিচার
কি করেই বা
অস্বীকার করতে পারি,
আমরা—

২৯
আশ্চর্য, কিছু কিছু আনন্দের কামনা
আসলে
যন্ত্রণারই অংশভাক মাত্র।

৩০
মানুষজনের বৈশিষ্ট্য,
এবং পরিচয়
নিহিত রয়েছে—
কি কি সফলতা সে
অর্জন করেছিল, তার মধ্যে
নয়,

কোন্ কোন্ সাফল্য
সে অর্জন করতে চেয়েছিল
তারই মধ্যে
রয়েছে বিশিষ্ট পরিচয়,
মানুষের।

৩১
আমাদের মধ্যে কেউ
কালির মতন কেউ কাগজের,

যদি আমাদের মধ্যে কারো
কালো রং না থাকত,
তাহলে কেউ কেউ আমরা
মূক হয়ে যেতাম নাকি।

কেউ আবার সাদা না হতাম
যদি
তাহলে অন্ধ হতাম না
কি আমরা কেউ কেউ—

৩২
আমি আমার আত্মাকে
ঘৃণা করেছিলাম সাত সাতটি বার,

প্রথমবার
যখন দেখেছি তাকে সে বিনত হয়ে
রয়েছে উন্নতির শিখরে ওঠার অভিপ্রায়ে

দ্বিতীয়বার
যখন সে একজন পঙ্গু লোকের সামনে
খোঁড়াচ্ছিল,

যখন ওকে কঠিন কিংবা সহজ কাজের
মধ্যে যে কোন একটা বেছে নিতে

বলেছিলাম,
ও সহজ কাজ বেছে নিয়েছিল
সেই তৃতীয়বার,

চতুর্থবার
যখন সে একটা ভুল করেছিল,
কিন্তু তা দেখে অন্তরা
ঠকেছিল, ভুলত সবাই করে,
সে বলেছিল যখন,

পঞ্চমবার
সে যখন
দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল
এবং
ক্ষমতার সঙ্গে
নিজের ধৈর্যকে আরোপিত
করছিল,

ষষ্ঠবার
যখন সে কোন
কুৎসিত মুখকে ঘৃণা করেছিল,
না জেনে যে সেটা তার নিজেরই
মুখোশমাত্র,

সপ্তমবার
যখন সে তিনি
প্রশংসার গান গেয়ে উঠে
দাবি জানিয়েছিল যে
সেই ত পুণ্যকাজ—

৩৩
মানুষের কল্পনা
এবং সাফল্যের মধ্যে

অনেক যোজন তফাত,
যে পার্থক্য,
বারংবার তার
পেয়ে ওঠাকে বাধা দিচ্ছে

৩৪

তুমি অন্ধ,
আর আমি শ্রুতিহীন, বাক্‌শক্তিহীন
তাই
বরং এসো
আমরা পরস্পর হাত ধরাধরি
করে দুজনে দুজনকে বুঝতে
চেষ্টা করি—

৩৫

স্বর্গ নিকটেই, ওই ত ওখানে
দরজার পরেই, কিংবা
পাশের ঘরটিতে,
কিন্তু আমি যে ঘরের চাবি
হারিয়ে
ফেলেছিলাম
কিংবা কে জানে
আমি নিজেই
অন্যপথে চালিত করেছি কিনা
সেই সব—

৩৬

তুমি আমাকে তোমার
শ্রবণ দাও
আমি তোমাকে ভাষা দেব।

৩৭

আমাদের মন
সমুদ্রবেলায় শায়িত
ফেনাপুঞ্জের মতন

আর হৃদয়
বহমান নদীর মতন

৩৮

রস আস্বাদন করতে পারার
মধ্যেই
রয়েছে যাবতীয় সমতার
সত্তার—

৩৯

সত্যকে সকলেরই জেনে
রাখা দরকার,
কখনও সখনও
যাতে প্রয়োজন হতে
পারে,
বলা যেতে পারে
কচিৎ কদাচিৎ—

৪০

মানুষের জীবনে যা সত্য
সেইসব নীরবে থেকে যায়,
আর যা অর্জিত
সেইসব বাচালতা করে।

৪১

আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছি
তখনই

যখন মানুষজনেরা আমার
সপ্রতিভ প্রগল্ভতার
প্রশংসা করতে শুরু করেছিল।
আর আমার
স্বভাবের নীরব গুণগুলি
লক্ষ্যই করল না
একবার,
অস্বীকার করেছিল।

৪২
জীবন যখন সত্যিই সত্যিই
কোন গায়ককে
আবাহন করতে পারে না,
তখনই
সে একজন দার্শনিককে
খুঁজে আনে, যে
তার মনের কথাগুলি
ব্যাখ্যা করার
প্রয়াস পায়।

৪৩
যখন দুজন নারী একত্রে
কথা বলে,
তখন বস্তুত তারা কেউই
কোন কথা ঠিক ব'লে
উঠতে পারে না—

যখন একজন নারী কথা
বলে
তখন সে তার সারাটা
জীবনের ছবি স্পষ্ট
তুলে ধরে।

৪৪

আমার মধ্যে যে জীবন রয়েছে
সেই জীবনের কথাগুলি
তোমার ভিতরে যে জীবন রয়েছে
সেই জীবনের কাছে
কখনই পৌঁছাবে না।

কিন্তু
তবু এসো আমরা পরস্পর
কথোপকথনের মধ্যে চলে যাই
যেন
একক নিঃসঙ্গ না
অনুভব করতে হয়
আমাদের কারো কোনদিই

৪৫

আশ্চর্য ঘটনা

আমাদেরই মধ্যে কেউ কেউ
পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে
মধুস্বাদ গ্রহণ
করার জন্য থেমে গিয়েছিল

অনেকেই

৪৬

যখন
আমার পেয়ালা শূন্য হয়ে
যায়,
তখন
আমি শূন্যতাকে মেনে নিই,
কিন্তু
যতক্ষণ আমার পেয়ালা

অর্ধেক শূন্য হয়ে থাকে,
ততক্ষণ
সেই অসম্পূর্ণতার জন্য
সারাক্ষণ
অনুযোগ ক'রে চলি—

৪৭

তুমি মদ্যপান কর
মাতাল হওয়ার জন্য,
আর আমি
মদ্যপান করি
অন্য মদ্যপান হতে
মাতাল হওয়ার থেকে
নিজেকে
রক্ষা করতে

৪৮

কোন রকমের কোন উপদেশ
কিংবা বাণী নিয়ে যখন
কেউ মাতাল হয়ে যায়,
তখন
তার সমস্ত ব্যবহার কথাবার্তা
সম্পূর্ণ অস্তিত্বেই
ঐ মদের উপস্থিতি রয়েছে,
টের পাওয়া যায়

৪৯

এমন কোন আশীর্বাদ যা
কথায় বোঝানো যায় না,
তুমি প্রার্থনা করেছ,
যখন কোন কারণ ছাড়াই

দুঃখে ভেঙে পড়ে তোমার বুক,
তখন বোঝা যায়

সত্যি সত্যি
অন্য সমস্ত কিছুর থেকে
ওঠার সঙ্গে তোমার যে
নিবিড় টান রয়েছে
অন্য এক মহান অস্তিত্বের
মধ্যে—তার জন্য
এমন কোন আশীর্বাদ যা
কথা দিয়ে বোঝানো যায় না
তাই তুমি প্রার্থনা করেছ,

কোন কারণ ছাড়াই
দুঃখে
ভেঙে পড়ছে তোমার বুক

৫০

তোমার নিকটে যা কিছু
উপস্থিত
সেটুকুই কেবলমাত্র সত্য
নয়—

যা আড়ালে রয়ে গেছে
যা অন্তরঙ্গ নীরবতায়
গোপনে বয়ে চলেছে—
যা কেউ মুখ ফুটে
বলতে পারে নি তোমাকে
সেইসব বাস্তবতা ধ্রুব—

যদি তুমি তাকে বুঝতে
চাও।—বুঝতে পারো তাঁকে,
তাহলে

দেখবে সে যা তোমাকে
বলেছিল মুখ ফুটে,
তা ছাড়াও
অনেক কিছু
হয়ত বলেনি,

তুমি কথিত সবকিছু ছাড়াও
অকথিত গোপনও
শুনতে চেষ্টা করেছ আন্তরিক
অন্তরঙ্গতায়।

তাই তাকে বুঝতে পারো,
তাই সেই বাস্তবতা ধ্রুব—

৫১

হায় আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি
তার অর্ধেকই অর্থহীন,
আর বাকী অর্ধেকটা অর্ধসত্য মাত্র,

কিন্তু বলি
যাতে তুমি আমাকে অনুধাবন
করতে পারো।

৫২

এটা ঠিকই
ব্যাঙরা চীৎকার করতে পারে
ষাঁড়েদের চাইতে ঢেরগুণ বেশী,
কিন্তু—
তারা কি আর জোয়াল কাঁধে
নিতে পারে।
নাকি সরষে মাড়াইএর ঘানি
টানতে পারবে।

তাছাড়া অন্তত ব্যাঙদের
চামড়া দিয়ে
কি আর জুতো তৈরী
করা যায়।

৫৩
পৃথিবীতে একমাত্র বোবারাই
ঈর্ষা করে
তাদের
যারা অনর্গল বেশী
কথা বলে—

৫৪
যদি শীত বলে যে,
"বসন্ত" আমার বুকের মধ্যেই
রয়েছে লুকোন—
কে আর বিশ্বাস করবে
বল শীতকে—

৫৫
জীবনের প্রত্যেকটি
বীজই
কেবল অপেক্ষা—

৫৬
দুজন না হলে
সত্যকে আবিষ্কার করা
যায় না।
তার কারণ একজন বলবে
যখন
তখন আর একজন অন্তত
থাকা চাই
যে অনুধাবন করবে—

৫৭

যদি তোমার চোখের পর্দাছুটি
সত্যি সত্যি খুলে ফেলতে পারতে.
তাহলে দেখতে
তোমারই প্রতিমা ছড়িয়ে রয়েছে
অন্য সকল প্রতিমার মধ্যে।
আর তোমার শ্রবণ যদি
শ্রুতির জন্য বন্ধ রাখতে পারো
শুনতে পাবে
তোমারই কথাগুলি অন্য
সকলে বলে চলেছে অবিশ্রাম

৫৮

সেই
শব্দের ঢেউগুলো অবিশ্রাম
আমাদের
উপরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আছড়ে
পড়ছে ক্রমাগত,
তবুও আমাদের
গভীরতা
আমাদের অবাক নিস্তব্ধতা

৫৯

একজন নারী
তার মোহময়ী হাসি
দিয়ে কত সহজে
তার মুখে মুখোশ
পরাতে পারে অনায়াসে

৬০

বিষাদের বিশৃঙ্খলা
কিছুটা সহনীয় হয়ে ওঠে,

যখন সে হৃদয়
আনন্দিত হৃদয়ের সঙ্গে
গলা মিলিয়ে
আনন্দের হাসি গান
গেয়ে ওঠে—

৬১
জীবনের অনেক মূল্যবান
উপদেশই
জানালার কাঁচের মতন,
আমরা
দেখতে পাই ঠিকই
কিন্তু
সেই কাঁচের আড়াল
আমাদের
সত্য থেকে
বিচ্যুত ক'রে দেয় অহরহ

৬২
ওরা ওদের
কলম আমাদের হৃদয়ে
ডুবিয়ে কালি ভরে নিয়ে
লিখে থাকে,
আর আশ্চর্য
মনে করে যেন
কত না।
প্রেরণা পেয়েছিল—

৬৩
এসো
আমরা পরস্পর লুকোচুরির
খেলা খেলি।

কিন্তু যদি তুমি আমার
হৃদয়ের
গভীরে লুকিয়ে পড়
তাহলে
কঠিন হবে না তোমাকে
দেখা,
অনুভবের গোপনে,
কিন্তু হায়
যদি তুমি
তোমারই সত্তার আড়ালে
লুকিয়ে পড়—

তাহলে
তোমাকে খুঁজে বের
করার প্রয়াস
পণ্ডশ্রম হবে মাত্র
আমার

৬৪

প্রত্যেকটি
ড্রাগনই একজন ক'রে
সেইন্ট্ জর্জের জন্ম
দিয়ে থাকে,
যে সেই ড্রাগনকে
নিহত
করেছিল
আবহমানকাল

৬৫

যে কেউ নারীকে
বুঝতে পারে ঠিকঠাক,
কিংবা

প্রতিভাকে
বিশ্লেষণ করতে পারে
নানান
যুক্তি তর্ক ইতিহাস দিয়ে,
সেই হচ্ছে
আসল লোকটি
যে
কোন গভীর স্বপ্নের
ভিতর থেকে
উঠে এসে
খাবার টেবিলে বসে
খাদ্যবস্তুর
সঠিক স্বাদ আস্বাদন
করতে পারে।

৬৬

যে তোমাকে
সেবা করেছিল,
তার কাছে তোমার ঋণ
স্বর্ণ ঋণের চাইতে অনেক
বেশী—
তুমি তাকে তোমার
হৃদয় দিয়ে দাও,
তার সেবা
করার অধিকার আকাঙ্ক্ষায়

৬৭

যারাই হেঁটে যাচ্ছে,
সকলের
সঙ্গেই আমি হেঁটে
যাব—

আমি কোনদিন
কখনই থেমে
অপেক্ষা করব না,
দাঁড়িয়ে
মিছিল যে দিকে চলে যাচ্ছে সেদিকে
তাকিয়ে তাকিয়ে

৬৮
না
আমাদের
জন্ম হয়েছিল বৃথা
এটা
ঠিক কথা নয়,
অন্তত
আমাদের
পরিত্যক্ত হাড়
দিয়ে
কি ওরা
বিশাল
অট্টালিকা নির্মাণ
করেনি, করবে না
পৃথিবীতে।

৬৯
কখনই যেন
আমরা বিশেষ এবং
আংশিক
অনুভবের মধ্যে না
থাকি,
কারণ কবির মন
আর কাঁকড়াবিছার

রঙীন লেজ,
একই পৃথিবীর মাটি
থেকেই ত উদ্ভূত
হয়েছিল।

৭০

গাছগুলো হচ্ছে কবিতা,
পৃথিবী
আকাশের পাতায় সেই
কবিতাচারণ ক'রে থাকে।
আর
আমরা সেইসব ডালপালা
গাছগাছালি কেটে
নামিয়ে কাগজ তৈরী করি।
কেবল
আমাদের অজ্ঞানতা
লিপিবদ্ধ করাব
জন্ত
অকিঞ্চিৎকর—

৭১

তুমি জানো না কেন লিখবে, দেবদূতেরাই জানেন।

যদি ভাবো, কবিতা লেখার কথা,
তোমার প্রয়োজন হবে জ্ঞান, চিত্রকল্প এবং জাতুবিদ্যার,
সেই জ্ঞান সমাহিত হবে শব্দের সংগীতে,

শিল্পহীনতার জন্ত শিল্প, এবং প্রিয় পাঠকদের
ভালবাসতে পারার জাতুকরী বিদ্যা তোমার
বড় প্রয়োজন হবে।

৭২

মানুষের পরিবর্তে যদি কোন বৃক্ষ রচনা
ক'রে যেত তার আত্মজীবনী,

তাহলে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস
চলিত ইতিহাসের চাইতে ভিন্নরকম হত নিঃসন্দেহে

৭৩

যদি বেছে নিতে বলা হয় আমাকে
একটি রচিত কবিতা আর একটি অলিখিত
কবিতার অনুভব, এই দুইয়ের মধ্যে
কোন একটি বেছে নিতে বলা হয় আমাকে,
আমি সেই অনুভবটি বেছে নিতে চাই,
কারণ রচিত কবিতার চাইতে অনুভবই
নিঃসন্দেহে বেশী ভাল কবিতা নিশ্চয়ই।

৭৪

কবিতা ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের স্থান নয়।

রক্তাক্ত আঘাত
অথবা হাস্যোজ্জ্বল মুখ
থেকে যে তান ভেসে আসে, কবিতা তাই

৭৫

শব্দের সময় কত না সীমাহীন
তাই
কোন শব্দ উচ্চারণ করার আগে,
লেখার আগে,
সেই সময় সীমাহীনতার জ্ঞান
অর্জন করা
তোমার আমার বিশেষ জরুরী।

৭৬

কবি যেন বা সিংহাসনচ্যুত
সম্রাট—
পুড়ে যাওয়া প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের
মধ্যে বসে বসে,

সেইসব ছাই দিয়ে অবয়ব
নির্মাণ করতে চেষ্টা করছে
সেই কবি—

৭৭

আনন্দ
যন্ত্রণা
এবং বিস্ময়ের
সম্পৃক্ত,
তাই কবিতা—

কেবল
অভিধানের অর্থ
একটু বা
ভিন্নরকমের—

৭৮

হৃদয়ের লুক্কায়িত প্রকোষ্ঠে
অধিষ্ঠিত,
তার
সংগীতের ধাত্রীকে বারবার
বৃথা
খুঁজে ফিরি। বৃথা চেষ্টা করি—

৭৯

একদিন আমাদের কবিকে
ডেকে বলেছিলাম।
"—আসলে কি। মৃত্যুর
আগে পর্যন্ত
তোমার সাফল্য কি ছিল
আমরা জানতে পারব না—"

কবি উত্তর দিয়েছিল—

"আসলে কি। পৃথিবীর
যা কিছু উদঘাটন
সে ত মৃত্যুই ক'রে থাকে—
কিন্তু
যদি সত্যিই কোনদিন আমাকে
চিনতে পারো
তাহলে বুঝবে, যে আরো বেশী
মূল্যবান হৃদয়ে ধরে আছি,
যা বলেছি, তার চাইতে অনেক বেশী
ছিল আমার আকাঙ্ক্ষা
যা করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশী
ছিল ধী—আমার সংকল্প—"

৮০

সুন্দরতার গান যদি, গাইতে পারো
আনন্দের জয়গান,
সে যে স্থানই হোক না কেন,
মরুভূমির নির্জনতায়, নিঃসঙ্গ
যন্ত্রণার একাকিত্বে
দেখবে,
কোথাও কেউ না কেউ তোমার গান
কান পেতে শুনছে—

৮১

তার রূপটি ঠিক বোঝা যায় না
প্রেরণার রূপটি,
যদিও
আশিরপদনখে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
প্রেরণা
অবিশ্রাম সংগীত হয়ে ঝরে পড়ছে—

৮২

কবিতা সেই ধ্রুব জ্ঞান, যে জ্ঞান
হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে,
সেই জ্ঞান বা কবিতা মনের সংগীত
হয়ে গীত হয়
আমরা যদি কোন মানুষের হৃদয়কে
উদ্ভাসিত করতে পারি,
তবে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তর্নিহিত
গানটিও গাইতে পারব—
এবং
সত্যের ভিতরে স্থিত ঈশ্বরের
ছায়ায়
আশ্রিত হয়ে থাকবে আমাদের
সকল অস্তিত্ব—

৮৩

আমরা ঘুমপাড়ানী গান গাই,
কোলজোড়া উত্তরপুরুষদের জন্য,
আসলে সেই গানের ঝুমে
আমরাই ঘুমিয়ে পড়ি না—

৮৪

আমাদের মনের নিমন্ত্রণ এবং ভোজসভায়
যেসব উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে,
শুধু সেইটুকুই কেবল আমাদের কথা বলা
আমাদের বাক্য বিন্যাস—

৮৫

কবিতার নির্ভার গতিতে
চিন্তা করাই পাথর, যাতে
মন বেধে আমরা

হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই
বারবার—

৮৬
আমাদের কথা বলা নয়,
অব্যক্ত অনুভব
যে গাইতে পারে,
সেই কি সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক
নয় পৃথিবীতে—

৮৭
তোমার মুখভর্তি সুস্বাদু খাবার
যদি থাকে।
তাহলে কেমন ক'রে গান গাইবে তুমি,
কেমন ক'রে আশীর্বাদের জন্ম
হাত তুলবে,
যদি তোমার হাত ভর্তি থাকে
স্বর্ণালংকারে—

৮৮
ভালবাসার গান গেয়ে
নাইটিংগেল—ওরা বলেছিল,
বুকের ভিতরে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়,
আমরাও ত সেরকম ক'রে থাকি,
ভালবাসায়,—
তাছাড়া বলো ত
গান আর কি ভাবে গাওয়া যায়
বলো ত—

৮৯
কোকিলের গানের মতনই
প্রতিভা,
যে গান বসন্তের সমাগমে

অস্তিত্বের যন্ত্রণা
উন্মোচিত করতে থাকে—

১০

আত্মার উর্দ্ধগতি থাকে,
সেই গতিময়তার পাশপাশালী
সবচেয়ে বেশী রয়েছে যে আত্মার,
সেও কি কখনও
শরীরের
প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে পারে—

১১

মাতৃহৃদয়ে যে সংগীত নীরবে
ঝংকৃত অবিশ্রাম,
সেই সংগীতই কি স্বরমূর্ছনা
হয়ে ঝরে পড়ে
সন্তানের ছুঠোঁটে মুখে
হঠাৎ হাসিতে-কান্নায়—

১২

একজন পাগল এমন আর কি
কম সুগায়ক তোমার আমার চাইতে,
কেবল যে যন্ত্র বাজিয়ে সে গায়,
তার স্বরটি কেটে গিয়েছে মাত্র—

১৩

পৃথিবীতে হায়
কোন আশাই অপূর্ণ থাকে না
কোনদিনই,
কি একঘেয়েমি সেখানেও—

১৪

আমি আমার দ্বিতীয় সত্তাটির
সঙ্গে একমত হতে পারি নি কোনদিনই,

বাস্তব সত্য।
আমাদের দুজনের মধ্যে সারাক্ষণ
একটি দেয়াল তুলে রেখেছিল—

১৫

তোমার জন্য কেবল একজনই দুঃখবোধ করে,
তোমার দ্বিতীয় সত্তাটি।
এবং তোমার একান্ত সত্তাটি আজীবন
দুঃখের মধ্যেই বেড়ে উঠেছিল—
তাই তার
সব কিছুই নির্মল হয়ে যাচ্ছে—

১৬

আত্মা এবং শরীরের মধ্যে দ্বন্দ্ব,
কোন সংগ্রাম বস্তুত নেই সেই তাদের কাছে,
সেটা রয়েছে কেবল যারা ঘুমিয়ে রয়েছে দিবানিশি,
কিংবা যাঁদের
শারীরিক বিকল হয়ে গিয়েছিল—

১৭

তুমি যখন তোমার জীবনের
অন্তস্তলে পৌছবে—পৌছবেই ত কোনদিন,
তখন পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দর,
তোমার চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে,
এমনকি সেসব পর্যন্ত,
সেই অন্ধ মণিহীন চোখগুলি পর্যন্ত
যারা সৌন্দর্যে চিরকাল অন্ধ ভাবলেশহীন—

১৮

আমরা বেঁচে থাকি কেবলমাত্র
সৌন্দর্য আবিষ্কারের কারণে।
আর তাছাড়া সবকিছুই ব্যর্থ
প্রতীক্ষারই রকমফের মাত্র—

৯৯

এসো, আমরা বীজ বপন করি,
তাহলে মাটি আমাদের একটি ফুল
উপহার দেবে।
আর ওই আকাশের নির্মলতার মতন
স্বপ্ন দেখি এসো,
স্বপ্নে আকাশ আমাদের হারিয়ে যাওয়া
প্রিয়তমাকে এনে দেবে।

১০০

যেদিন তুমি এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছ,
সেই দিনই তৎক্ষণাৎ শয়তানের
মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল—
নরকের সম্পূর্ণ ভূগোল অতিক্রম ক'রে,
কোন দেবদূতের সন্ধানে
যাত্রা করতে হবে না এখন তোমাকে—

১০১

পৃথিবীর অনেক নারীই
পুরুষের হৃদয় ঋণ করতে পারে—
কিন্তু দুএকজনই কেবল
সেই হৃদয়ে অধিকার স্থাপন
করতে পেরেছিল—পারে—

১০২

যদি তুমি অধিকার স্থাপন
ক'রে থাকতে পেরে থাকো
তাহলে দাবি কোর না,
যখন কোন পুরুষ কোন নারীর হাতে
হাত রাখে,
তখন, বস্তুত তারা শাশ্বত সময়ের
হৃদয় স্পর্শ ক'রে থাকে—

১০৩

প্রেমিক এবং প্রেমিকার মধ্যে
কিছুরই আড়াল নেই
কেবল
ভালবাসার আড়াল ছাড়া—

১০৪

পৃথিবীর প্রত্যেকটি পুরুষ সত্য
দুজন নারীকে ভালবাসে,
একজন যে তার কল্পনাকে
সৃষ্টি করেছিল,
আর অন্যজন যে শাশ্বত নির্মাণ,
এখনও
জন্মগ্রহণ করে নি—

১০৫

যে পুরুষ নারীর ছোটখাটো ত্রুটি
ক্ষমা করতে শেখে নি—
সে পুরুষ তার আপন হৃদয়ের
মহৎ পবিত্রতা উপভোগ
করতে পারবে না কোনদিনই—

১০৬

যে প্রেম প্রতিদিন নূতন ক'রে
সৃষ্টি না করা হয়,
সেই প্রেম সেই ভালবাসা
দিনে দিনে অভ্যাসে পরিণত হয়ে
একদিন
দাসত্বের রূপ নিয়ে নেয়—

১০৭

মাত্র দুজনের মধ্যে যা বর্তমান,
প্রেম তাই আলিঙ্গন ক'রে থাকে,

দুটি পুরুষ এবং নারী
তাদের পরস্পরের দেহালিঙ্গন
মাত্র নয়—

১০৮
ভালবাসা আর সন্দেহ, হায়
কোনদিনই
একত্রে বাস করতে পারে না,

১০৯
ভালবাসা শব্দীভূত আলো মাত্র,
আলোর হাতে লেখা
আলোর পাতায় লেখা।
আর বন্ধুত্ব মধুর দায়িত্ব ভাব মাত্র
কখনই সুযোগ নয়—

১১০
তোমার বন্ধুকে যদি
সমস্ত রকমের পরিবেশে, অবস্থায়
না বুঝতে পেরে থাকো
তাকে কি কোনদিনই আদৌ
বুঝে উঠতে পারবে আর—

১১১
তোমার সবচাইতে সুন্দর পোশাকটি
অন্য একজন তৈরী করেছিল—
তোমার প্রিয় রসনাতৃপ্তকারী খাদ্যবস্তু
অন্যত্র কোথাও নিমন্ত্রণেই
কেবল পেতে পারো,
তোমার সবচেয়ে আরামদায়ক শয্যা
অন্য কোন গৃহেই তা সম্ভব,
এখন আমাকে বলো ত, কিভাবে

সেই অন্তুজনের সঙ্গে নিজেকে
পৃথক করতে পারো অনায়াসে—

১১২
তোমার মন আর আমার হৃদয়
কখনই একমত হতে পারছে না—
পারবেও না কোনদিন,
যতক্ষণ না,
তোমার মন সংখ্যা গণনা থেকে
নিরস্ত না হয়,
আর আমার হৃদয় থেকে
কুয়াশা সরে না যায়—

১১৩
আমার হৃদয়, হায়, কিভাবেই বা
বন্ধনমুক্ত হবে
যতক্ষণ না সেটি ভেঙে
টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে না পড়ছে—

১১৪
আমরা কখনই একে অপরকে
বুঝতে পারব না পরস্পরকে, যতদিন না
আমাদের সকল কথাবার্তা
সাতটি শব্দের বিতানে নিবদ্ধ থাকে,
সীমায়িত থাকে—

১১৫
তোমার মহৎ দুঃখ কিংবা মহৎ আনন্দ
সত্যকে উন্মোচিত করতে সক্ষম,
কিন্তু
তোমার বক্তব্যের সত্য উদ্‌ঘাটিত
হবে তখনই যখন তুমি

নগ্ন হয়ে উজ্জ্বল রৌদ্রে নৃত্যের
লীলাময়তার আচ্ছন্ন,
অথবা তখন
যখন তুমি তোমার ক্রস্ বহন
ক'রে দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে
চলেছ—

১১৬

যদি প্রকৃতি আমাদের কথিত
সুখের গল্পে কান দিত,
তাহলে কোন নদীই কি আর
সমুদ্রে যেতে চাইত—
তাহলে কোন
শীতই বা বসন্তের দিকে
ধাবিত হত—
এবং যদি প্রকৃতি আমাদের
যাবতীয় সঙ্কয়ের গল্পে মনোযোগ
দিত এতটুকুও—
তাহলে আমাদের মধ্যে কজনই বা
এই নির্মল বাতাস
আস্বাদন করতে সক্ষম হত বলো—

১১৭

তোমার ছায়া অস্তিত্ব তখনই
স্পষ্ট হবে তোমার দৃশ্যময়তার,
যখন
সূর্যের দিকে পিছন ফিরেছ অনায়াসে—

১১৮

অতিথি অভ্যাগতরা না থাকলে
সব গৃহস্থালিই
কারখানার মেশিনঘরের মতন
মনে হয়—

১১৯
এই পৃথিবীতে চালাকি কখনও কখনও
সফল হয় সত্যিই,
কিন্তু সবসময়েই আত্মহত্যা করতে
বাধ্য হয় অবশেষে—

১২০
তুমি মুক্ত, সকালের সূর্যের কাছে
রাত্রির নক্ষত্ররাজির কাছে,

এবং তুমি মুক্ত যখন কোন
সূর্য নেই, চাঁদ নেই নক্ষত্র নেই,

তাছাড়া তখনও তুমি মুক্ত
যখন এই সবকিছুর দিকেই
তুমি তোমার চোখদুটি বন্ধ রেখেছিলে,

কিন্তু
তুমি চিরকাল ক্রীতদাস তার কাছে
যেহেতু তুমি তাকে ভালবেসে ফেলেছ,
আর যে তোমাকে ভালবাসে
তার ত ক্রীতদাস বটেই কারণ
সে ত তোমাকেই ভালবাসে ছিল—

১২১
তোমার ক্ষুধার চাইতে বেশী এককণা খাদ্যও
তুমি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না,

রুটির অন্য অংশটি ভিন্নতর কারো জন্য
নির্দিষ্ট থাকে শাশ্বতকাল,

আসলে
রুটির একটি টুকরো সে যত ছোটই হোক না কেন
সম্ভাবিত অতিথির জন্য তুলে রাখা উচিত
তাই না—

১২২

ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য কেবল

যা

একটিদিনের ক্ষুধা আর একটি দণ্ডের তৃষ্ণা

শুধুমাত্র তাই

অন্য কিছু নয়—

১২৩

মন্দিরে দরজার সামনে আমরা বসে সবাই ভিক্ষুক

রাজা যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন

তখন তার দানের অংশবিশেষ আমরা প্রত্যেকেই

কিছু না কিছু পেয়ে থাকি—

যখন তিনি চলে যান তখনও,

কিন্তু আমরা আবার পরস্পর পরস্পরের প্রতি

প্রবল ঈর্ষান্বিত হয়ে সেই মহৎ রাজাকে

হেয় করতে এক মুহূর্ত দেরি করি না—

১২৪

একজন উদার নেকড়ে একটি সবল সাহসী

ভেড়াকে ডেকে বলেছিল—

"আমার বাড়িতে সম্মানিত অতিথি হবে না কী—"

দূরে সরে যেতে যেতে ভেড়াটি উত্তর দিয়েছিল—

"নিশ্চয়ই আমরা সবাই সম্মানিত বোধ

করতাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করতে পারলে,

যদি না তোমার গৃহটি

তোমার উদরে অবস্থিত না হোত—"

১২৫

আমি আমার অতিথিকে বাড়িতে

ঢোকার মুখে বাধা দিয়ে বলেছিলাম,

"না, বাড়িতে ঢোকার সময়েই কেবল

পা ধুতে হবে শুধু তাই নয়,
যখন বেরিয়ে যাবে তখনও একবার ধুয়ে নিও—"

১২৬
উদারতা তাই নয়, যে তোমার প্রয়োজনের
চাইতে আমার প্রয়োজন বেশী সেটা দেওয়ায়,
উদারতা তাই এনে দেওয়া
যার প্রয়োজন গ্রহীতার চাইতে দাতারই বেশী ছিল—

১২৭
তখনই তুমি সত্যিকারের দাতা,
কাউকে কিছু দান করছ যখন,
তখন মুখ ঘুরিয়ে রেখেছ অন্যদিকে
পাছে
গ্রহীতার লজ্জা তোমার চোখে পড়ে যায়

১২৮
আমি ত প্রায়শই আগামী কালের
কাছ থেকে ঋণ ক'রে
গতকালের ঋণ পরিশোধ
ক'রে থাকি—করার অভ্যাস করেছিলাম—

১২৯
আমার কাছে, সব মানুষের কাছেও হয়ত বা,
দেবদূত এবং শয়তান ঘন ঘন
আসা যাওয়া ক'রে থাকে—
কিন্তু আমি তাদের দুজনের হাত থেকেই রেহাই
পাওয়ার রাস্তা উদ্ভাবন ক'রে রেখেছি—

যখন দেবদূত আসেন, আমার একটা অনেক
পুরনো প্রার্থনা আছে, আমি
সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে থাকি, একঘেয়ে
বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যান দেবদূতমহাশয়—

যখন শয়তান আসে, আমি একটি
পুরনো নিষিদ্ধে পাপ ক'রে ফেলি,
আর সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে
পরিত্যাগ ক'রে যায়—

১৩০

তোমরা যাই বল না কেন, এই এটা
তেমন কিছু খারাপ কারাগার নয়,
কেবল, আমার আর
অন্য বন্দীদের মাঝখানের
দেয়ালগুলো আমার তেমন পছন্দ নয়,
তবু বলছি, তোমাকে আশ্বস্ত ক'রে বলছি,
আমি কোনদিন আমার প্রহরী,
কিংবা কারাগার নির্মাতার বিরুদ্ধে
অভিযোগ করব না, কারণ আমার অভিযোগ করার
মতন তেমন কিছুই নেই—

১৩১

যারা একখণ্ড মাছের বদলে তোমাকে
বিষমুখ সাপ উপহার দেয়,
তাদের সাপ ছাড়া আর কিছুই নেই দেয়ার,
আর সেই দেওয়াটাও
তাদের পক্ষে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় তাই না—

১৩২

তুমি সত্যিকারের ক্ষমাশীল তখনই
যখন সেইসব হত্যাকারীদের ক্ষমা করতে পারবে
যারা কোনদিনই রক্তপাত ঘটায় নি,
সেইসব চোরদের যারা জীবনে কখনই চুরি
করেনি কোনদিন,
সেইসব মিথ্যাবাদীদের যারা
একটি মিথ্যেও উচ্চারণ করেনি স্বপ্নেও—

১৩৩
যেজন ভাল অথবা মন্দের মধ্যে ব্যবধান
অনুধাবন করতে পারে,
ছুঁতে পারে দুটোই নিজ আঙুলে, সেধায়,
সে জন
ঈশ্বরের বস্ত্রের প্রান্তদেশ অনায়াসেই
স্পর্শ ক'রে আছে, তাই না—

১৩৪
যদি তোমার হৃদয় আগ্নেয়গিরি হয়ে
গিয়ে থাকে,
তাহলে কি করেই বা আশা করবে যে,
ফুলগুলি তোমার হাতের ওপরে
রঙীন হয়ে ফুটে উঠবে—

১৩৫
আমাদের প্রিয়,
পবিত্র অশ্রুধারা
কোনদিন তোমার চোখ দুটিকে
যাচনা করবে না, যাচনা করবে না—

১৩৬
রাজা অথবা ক্রীতদাস যারা বেঁচেছিল
একদিন,
তাদের কারো না কারো বংশধরই ত
এই আমি তুমি, প্রত্যেকটি মানুষ—

১৩৭
যীশুর প্রপিতামহ যদি জানতেন
তার মধ্যে কিসব লুকিয়ে রয়েছে,
হায় তিনি কি
আপন আনন্দে উত্তাল হয়ে যেতেন না।

১৩৮
জুডাসের মায়ের যে ভালবাসা
জুডাসের প্রতি,
সেই ভালবাসা কি যীশুর প্রতি
মেরীর ভালবাসার চাইতে কম ছিল—

১৩৯
আমি নিশ্চয়ই অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করি,
তার কারণ সেখানে
আমার অলিখিত কবিতাগুলির সঙ্গে
দেখা হবে,
দেখা হবে অনঙ্কিত ছবিগুলির সঙ্গে—

১৪০
যে হাতগুলো কাঁটার মুকুট তৈরী করে,
অলস হাতগুলোর চাইতে
ভালো নিশ্চয়—

১৪১
যে সমস্ত চিন্তারাশি আমি
কথার কারাগারে আবদ্ধ করেছিলাম,
এখন কাজ দিয়ে সেইসব
মুক্ত করতেই হবে আমাকে
আমৃত্যু।

১৪২
হয়ত শুনেছিলে কখনও কোথাও
সেই আশীর্বাদপূত পর্বতদেশ রয়েছে,
যে পর্বতদেশ পৃথিবীর উচ্চতম স্থানে স্থিত,
কখনও যদি সেই পর্বতের শিখরে উঠে যাও,
তোমার তখন
একটিই আগ্রহ অবশিষ্ট থাকবে, কখন

তুমি শিখরদেশ থেকে নেমে নীচে
ওই গভীর উপত্যকাপ্রদেশে ঘুরে বেড়াতে পারছ,
সেই জন্তেই ত ওই পর্বতটিকে
আশীর্বাদপূত পুণ্যপর্বত বলা হয়ে থাকে।

১৪৩

হে ক্রুশবিদ্ধজন, তুমি ত আমারও হৃদয়ে
ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল,
যে পেরেকগুলো তোমার হাত বিদ্ধ করেছিল,
সেগুলো আমার হৃদয় বিদ্ধ করেছে,
আগামীকাল বিদেশী কোনজন
গলগাথার পাশ দিয়ে যখন হেঁটে যাবে
সে কোনদিনই জানতে পারবে না যে,
সেখানে বস্তুত দুজনের রক্তপাত হয়েছিল,
সে মনে করবে যে,
কেবল সেই তারই কেবল রক্ত ঝরেছিল—

১৪৪

মহৎ শিল্পের কাজ হচ্ছে
শিশির দিয়ে একটি প্রতিমার
অবয়ব নির্মাণ করা—

১৪৫

সেই ধ্রুব অসীমের জন্ত, অসীমের দিকে,
শিল্প একান্ত একটি
ধাপমাত্র,
প্রকৃতির নিজ হাতে তৈরী

১৪৬

মানুষের ত্রাতা এবং উদ্ধাতা যীশুর
তিনটি অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়নি,
প্রথম—তিনি তোমার আমার মতনই মানুষ ছিলেন,
দ্বিতীয়—তিনি রসিক ছিলেন, তৃতীয়—তিনি জানতেন

যে, সাম্রাজ্য জয় করেছেন যদিও নিজেও ত
বিজিত হয়েছিলেন—

১৪৭
এটা খুবই দুঃখের সন্দেহ নেই, যদি মানুষের দিকে,
ঈশ্বরের দিকে, সমস্ত বিশ্বজনের দিকে
শূন্য হাত বাড়িয়ে কিছুই না পাই,
কিন্তু ততোধিক মর্মান্তিক যদি পূর্ণ হাত বাড়িয়ে দেখি
নেয়ার জন্য অপেক্ষা ক'রে কেউ নেই, কি ভয়ংকর
হাহাকার তখন।

১৪৮
প্রতীক্ষা
সময়ের
অশ্বক্ষুরধ্বনি মাত্র।

১৪৯
প্রত্যেকটি বন্ধ দরজার পিছনে
একটি রহস্য রয়েছে,
এবং সেই রহস্য সাতটি
গালামোহর দিয়ে বন্ধ করা,
যার উন্মোচন আরও রহস্যময়—

১৫০
সম্মিলিত উদ্যানে, নিশ্চয়ই সেই উদ্যান
পাহাড়ী অঞ্চলে স্থিত,

প্রতি একশো বছর পরপর নাজারেথের
যীশুর সঙ্গে মিলিত হন,
ক্রীষ্টানদের যীশাস্ ক্রাইস্ট্,
এবং পরস্পর আলোচনা ক'রে থাকেন,

তারপর

প্রত্যেকবার ফিরে যাওয়ার সময়ে

নাজারেথের যীশু বলে যান,
"বন্ধু, আমার ভয় হয়,
হয়তো কোনদিনই আমরা আর
কোন বিষয়েই একমত হতে পারব না—

১৫১
বরং হে ঈশ্বর, প্রার্থনা করি,
আপনি,
যারা ধনশালী, প্রাচুর্যময়
তাদের আরো আরো বেশী
সুস্বাদু আহার্য দান করুন—

১৫২
মহৎ যারা তাদের বস্তুত
দুটি হৃদয় বর্তমান,
একটিতে সারাক্ষণ রক্ত ঝরে,
আর অন্যটি নিবৃত্ত নিরাসক্ত—

১৫৩
কাহারো মিথ্যোচারণ যদি,
তোমাকে, কিংবা অন্য কাউকে
আঘাত না করে—তাহলে কেনই বা
তোমার হৃদয়কে ডেকে বলবে না,
"তোমার ঘটনার গৃহটি অপরিসর,
কল্পনা অনুপাতে,
আরও বিস্তৃততর স্থানের জন্য কেনই বা
সে, সেই অপরিসর গৃহটি
পরিত্যাগ করছে না—

১৫৪
কি হবে যদি তোমার সজ্জিত
গৃহটির পূবদেয়ালের নতুন জানালাটি
ঘিরেই তোমার যাবতীয় অসুবিধা তৈরী হ'তে শুরু করে—

১৫৫
যার সঙ্গে তুমি আনন্দে হাস্য পরিহাসে
যেতে ছিলে,
তাকে হয়ত ভুলে গেলেও যেতে পারো,
কিন্তু যার সঙ্গে বসে অশ্রুমোচন করেছ
তাকে তুমি ভুলতে পারবে না কোনদিন—

১৫৬
কিছু নিশ্চয়ই মুগ্ধ পবিত্রতা ছিল
লবণের মধ্যে,
কারণ আমাদের সমস্ত কান্নার
মধ্যে রয়েছে সমুদ্রের অস্তিত্ব—

১৫৭
ঈশ্বর তার উদার উন্মুখর তৃষ্ণায়,
আমাদের সব কিছুই পান ক'রে নেবেন,
শিশির বিন্দু এবং অশ্রুমুক্তোগুলি—

১৫৮
তুমি তোমার বিশাল সত্তার একটি
ক্ষুদ্র অংশ মাত্র,
তোমার যে মুখ তৃষ্ণা এবং ক্ষুধায় ক্লান্ত
সেই মুখেই
আগ্রহভরে তুলে ধরে তোমারই জলপূর্ণ পাত্র—

১৫৯
তুমি তোমার ভূমি থেকে,
ব্যক্তির, জাতির এবং দেশের ভূমি থেকে,
যখন ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে,
তখন তুমি ঈশ্বরপ্রতিম হয়ে যাচ্ছো।

১৬০
আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে

সমুদ্রে নিম্ন জোয়ারের জন্য কখনই
অনুযোগ করতাম না,
আমার ত মজবুত জাহাজ, কাণ্ডারী
স্থিরচিত্ত, সক্ষম এবং অভিজ্ঞ, কেবল
তোমার উদয় কথঞ্চিৎ গোলমাল
করেছে মাত্র—

১৬১
আমরা যা চাই অথচ অর্জন করতে অক্ষম,
যেন সেগুলিই বেশী জরুরী
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় –
আমরা যা অর্জন করতে পারি
সেগুলির চাইতে আরোতর বেশী—

১৬২
একটি মেঘের আসনে যদি উপবেশন
করতে পারতে,
তুমি দেখতে পেতে একটি দেশের সঙ্গে
অন্য দেশের মধ্যে কোন সীমা নেই,
একটি সীমাফলকও তোমার নজরে পড়ত না,
এক জমির সঙ্গে অন্য জমির,
এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির,
সত্যিই করুণা করার মতন নয় কি,
যে ইহজীবনে তুমি কোন মেঘের আসনেই
উপবেশন করতে পারছ না—

১৬৩
বংশের বীজ
তোমার মায়ের অপেক্ষার ভিতরেই
সুপ্ত ছিল

১৬৪
শরতে আমি আমার সব দুঃখগুলি
জড়ো করে উদ্যানে বপন করেছিলাম—

তারপর যখন বসন্ত পৃথিবীতে বিবাহ
করতে এল আগামী এপ্রিলে,
তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙের ফুল ফুটে উঠেছিল,
উদ্যানময়,
সব প্রতিবেশীরা ভিড় ক'রে এসেছিল, তারা বলেছিল,
"যখন শরৎ আসবে ফিরে, যখন আবার
বীজ বোনার সময়,
তুমি এই ফুলগুলির বীজ কি আমাদের দেবে না,
যেসব বীজ
আমাদের বাগানেও ফুল হয়ে ফুটে উঠবে—"

১৬৫

সাত শতাব্দী আগে সাতটি সাদা কবুতর
গভীর উপত্যকা থেকে উড়ে গিয়েছিল, ওপরে
বরফাস্তীর্ণ পাহাড়ের শিখরে,
এবং নীচে সাতজন মানুষের মধ্যে একজন ওই
কবুতরগুলি দেখে বলেছিল
"আমি সপ্তম কবুতরটির পাখায় একটি কালো
বিন্দু দেখতে পাচ্ছি—"
আর আজ ওই উপত্যকার লোকজন, সেই যে সাতটি
কবুতর উড়ে গিয়েছিল শুভ্র বরফের পাহাড়ে
সাত সাতটি শতাব্দী আগে,
তাদেরই গল্পগাথা ক'রে থাকে—

১৬৬

আমাদের সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ
কেবলই যৌক্তিকতা,
কেউ কেউ আবার আক্ষেপের কারণও বটে—

ব্যর্থ হয়, তখনই সে, কি আশ্চর্য,
আমার কাছে আস্ফালন করতে থাকে।

১৬৮
ঈর্ষাকাতর লোকজন কোন কিছু না জেনেই
লোকের প্রশংসা ক'রে থাকে—

১৬৯
মায়ের ঘুমের ভিতরে একটি
দীর্ঘ স্বপ্ন হয়েছিলে তুমি, তারপর
সে জেগে উঠে তোমাকে জন্ম দিয়েছিল—

১৭০
আমার বাবা এবং মা একটি সন্তান
আকাঙ্ক্ষা ক'রে আমাকে পেয়েছিল।
আর আমি চেয়েছিলাম আমার বাবাকে, মাকে,
তার বদলে পেয়েছিলাম,
অনন্ত সমুদ্র এবং রাত্রির অন্ধকার—

১৭১
দিন কিংবা রাত্রির সঙ্গে
খেলা করার খেলাটি বোকামি,
ওরা দুজনেই তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে
হেসে উঠবে।

১৭২
কুয়াশায় আচ্ছন্ন পাহাড় একটা
টিলা নয়তো,
বৃষ্টির মধ্যে যেমন ওক গাছটি
ক্রন্দনরতা উইলো লতাটি নয়

তখন একান্ত শয়নে অন্ধকার হয়ে যেতে যেতে
একটি ইচ্ছাকে কেবল বুকে টেনে নিও,—
যখন সকাল হবে, তখনও যদি তুমি
অন্ধকারে ডুবে থাকো,
তাহলে দৃপ্ত দাঁড়িয়ে উঠে সেই ইচ্ছাকে
দুহাতে নিয়ে, বলো—"আমি এখনও
অন্ধকারেই রয়েছি"—

১৭৪

থামো,
এইখানেই ত পরস্পর বিরোধিতা—
গভীরতা এবং ঊর্ধ্ব অবস্থানই ত
পরস্পরের কাছাকাছি স্থিত হয়ে থাকে,
মধ্যপন্থার চাইতে অনেক বেশী—

১৭৫

যখন আমি তোমার সামনে
পরিস্কৃত মুকুরের মতন দাঁড়িয়েছিলাম,
তুমি আমার দিকে তাকিয়ে
নিজেরই অবয়ব প্রতিমা দেখতে পাচ্ছিলে
তখন তুমি বলেছিলে—"আমি তোমাকে ভালবাসি"—
কিন্তু সত্যিই সত্যিই ত তুমি আসলে
আমার মধ্যে যে তুমি তাকেই ভালবেসেছিলে—

১৭৬

যিনি যত বেশী আকাঙ্ক্ষা করেন
তিনি ততদিন বেশী বেঁচে থাকেন পৃথিবীতে—

১৭৭

সত্যকে যে শুনতে পায়, তারও যোগ্যতা
কিছু কম নয় তার চাইতে
যে সত্য উচ্চারণ করে,

১৭৮

যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসার ব্যাপারটা
উপভোগ করতে থাকবে
তখন কিন্তু সেই কাজে আর পুণ্যতার অবশিষ্ট থাকবে না—

১৭৯

যে প্রেম সারাক্ষণ নবভাবিত হয়ে ওঠে না
সে প্রেম হায় ক্রমশই মরে যেতে থাকে—

১৮০

যৌবন এবং যৌবনের জ্ঞান, কেউ কি
একই সঙ্গে পেতে পারে
জানার আগ্রহে যৌবন ত ভয়ঙ্কর ব্যস্ত
থাকে সবসময়,
আর জ্ঞান নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই সারাক্ষণ—

১৮১

দৃষ্টির জানালায় বসে বসে তুমি পথচারীদের দেখতে থাকো,
একদিক দিয়ে বামদিকে চলে যাচ্ছে সন্ন্যাসিনী
অন্যদিকে ডান দিকে হেঁটে চলেছেন দেহোপজীবিনী,
সরল ভাবে তুমি বলতে পারো—
"আহা, একজন কত মহৎ,
আর অন্যজন জ্ঞানহীন"—
তারপর তুমি চোখ বন্ধ করলে শুনতে পাবে যেন কে
ফিসফিস ক'রে বলছে,
"একজন প্রার্থনা সংগীতের মধ্যে আমাকে খুঁজতে চায়,
অন্যজন কাতর যন্ত্রণায়,
আসলে এই দুজনেরই শক্তি প্রাচুর্যের মধ্যে
আমার শক্তিরই নিকুঞ্জবন—"

১৮২

আকাঙ্ক্ষাই অর্ধেক জীবন,
আর ঔদাসীন্য অর্ধেক মৃত্যু—

১৮৩

আজকের দুঃখের সবচেয়ে বেদনার অংশটুকু হচ্ছে
গতকালের আনন্দের স্মৃতিটুকু—

১৮৪

কিন্তু কচ্ছপই খরগোশের চাইতে বেশী বলতে
পারে পথ সম্পর্কে,
তাই না—

১৮৫

যারা নৃপতিদের সেবা ক'রে প্রাচুর্য পেয়েছিল
এবং গর্ব বোধ করেছিল একদিন,
তারাই আজ নিঃস্বদের সেবা করতে এসে
সম্মানের ছাড়পত্র চাইছে—

১৮৬

দেবদূতেরা ভালোই জানেন যে,
অনেক বেশী বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন যারা
তাঁরাই স্বপ্ন দেখা মানুষজনের ঘাম দিয়ে তৈরী
আহার্য গ্রহণ ক'রে থাকেন—

১৮৭

রসিকতা, হাস্য পরিহাস মুখোশ মাত্র,
সেই মুখোশ খুলে দিলে দেখবে হয়ত,
কোন প্রতিভা বিরক্ত হয়ে আছে, কিংবা
চাতুর্য চালাকি করছিল—

১৮৮

আমার কাছে বোঝাবুঝির অর্থ সমঝাওতা,
আর বোকামির অর্থ বোকামি,
আর আমার ত মনে হয় না আমি ভুল করেছিলাম—

১৮৯

যাদের হাজারো রকমের গোপনীয়তা, তারাই

আমাদের সহোদরদের গোপনীয়তাগুলি
স্বর্গীয় ক'রে তুলতে পারে—

১১০

যে তোমার আনন্দ সময়েরই সঙ্গী কেবলমাত্র,
ব্যথার বা যন্ত্রণার সময়ের নয়,
সেই বন্ধুটি কিন্তু স্বর্গের সাতটি দরজার একটিরও
চাবি অর্জন করতে পারবে না কোনদিন—

১১১

বিষাদ
দুই উদ্যানের মধ্যে
হাল্কা একটি দেয়াল মাত্র—

১১২

তোমার দুঃখ এবং আনন্দ যখন
বড় হয়ে ওঠে, তখন
বিশ্ব কতনা ছোট হয়ে যায়—

১১৩

হ্যাঁ, নির্বাণ রয়েছে নিশ্চয়ই, সবুজ
মাঠের মধ্যে নিরন্তর ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে,
শিশুটিকে ঘুম পাড়ানোর মধ্যে
অথবা তোমার কবিতার শেষ স্তবকটি
লিখে ফেলার মধ্যে—

১১৪

আনন্দ কিংবা যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা হওয়ার
অনেক আগেই আমাদের চেতনার মধ্যে
অনুভব হয় সেইসব—

১১৫

ওরা আমাকে ডেকে বলেছিল,—"তোমাকে বেছে নিতে হবে
এই জগতের সুখ আর অন্য জগতের সুখ,
এই দুটোর মধ্যে একটা"—

আমি উত্তর করেছিলাম—"ইহজগৎ এবং
অন্ত জগতের আনন্দ এবং শান্তিই কাঙ্ক্ষিত আধার
কারণ আমি আন্তরিক বিশ্বাস করি যে,
সেই মহান কবি একটিই কবিতা লিখেছেন,
যার ছন্দ আর সুর নিখুঁতভাবে মিলে যায়,
সর্বত্র, অবহমান সময়ে—

১১৬

বিশ্বাস হৃদয়ের মরুভূমিতে মরূদ্যান,
যেখানে,
কোনদিন চিন্তার কোন ক্যারাভান
পৌছবে না কোনদিন—

১১৭

তোমার ত কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত এই ভেবে যে,
পিতার ঋণ কিংবা খ্যাতির বিড়ম্বনা নিয়ে
বাঁচতে হচ্ছে না তোমাকে,
তোমার পিতৃসহোদরের সম্পত্তির বিড়ম্বনা নিয়েও,
কিন্তু সে সব ছাড়াও, কৃতজ্ঞ হও এই কারণে যে,
তোমার ঋণ খ্যাতি, ঐশ্বর্যের বিড়ম্বনা নিয়ে,
অন্য কাউকে বাঁচতে হবে না অন্তত—

১১৮

যেজন সবচেয়ে বেশী কথা বলে, সে
কোন সন্দেহ নেই সবচেয়ে কম বুদ্ধিমান,
একজন বক্তৃতাবাজ আর একজন নিলামওয়ালার
মধ্যে পার্থক্য খুব একটা নেই—

১১৯

বসন্তের ফুলগুলি শীতের স্বপ্নমাত্র,
দেবদূতদের প্রভাতী আহার সাজানো
টেবিলটির সঙ্গে সম্পৃক্ত—

২০০

আশ্চর্য,
যে মাটির শরীরে মেরুদণ্ড নেই,
সেই মাটিই কঠিনতম পাপ
সৃষ্টি ক'রে থাকে—

২০১

মানুষের বস্তুত দুটো সত্তা,
একটি সত্তা অন্ধকারে জেগে থাকে
আর অন্যজন আলোর মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে—

২০২

সেই ত সত্যিকারের রাজপুত্র,
যিনি তার সিংহাসন কোন এক
দরবেশের হৃদয়ে স্থাপিত দেখতে পান—

২০৩

ওই উচ্চতার শিখরে উঠেছ, এখন
তুমি প্রত্যাশা করবে, কেবল প্রত্যাশার জন্যই প্রত্যাশা,
ক্ষুধার জন্যই ক্ষুধা এবং
মহৎ তৃষ্ণার জন্যই তৃষ্ণার প্রত্যাশা করবে—

২০৪

তোমার গোপনতম কথাগুলি নিভৃতে
বাতাসের কানে উন্মোচিত যদি কর, অতঃপর
বাতাসকে দোষ দিও না,
যদি বাতাস বৃক্ষের নিকটে গিয়ে
সেইসব উন্মোচিত করে—

২০৫

একটি জন্তু এসে গোলাপের শিসকে বলেছিল,
—দেখ, কত দ্রুত আমি দৌড়ে যেতে পারি,
আর তুমি ত হাঁটতেও পারো না, এমনকি
হামাগুড়ি দিতেও শেখোনি অভাবধি—

গোলাপটি জন্তুটিকে ডেকে উত্তর দিয়েছিল,
—"ওহে মহৎ দৌড়বীর, যত জ্রুত পারো
দৌড়ে যেখানে যেতে চাও সেখানে চলে যাও"—

২০৬

একজন সন্ন্যাসী পৃথিবীর
খুঁটিনাটিকে অস্বীকার করবেন,
কেবলমাত্র অবিভক্তভাবে বাধাহীনভাবে
বিশ্বকে উপভোগ করতে পারেন বলে—

২০৭

সৌন্দর্য জ্বলে ওঠে তার হৃদয়ে,
সৌন্দর্য বাঞ্ছাকারী যে, তার চাইতে বেশী
যার চোখ সৌন্দর্য দেখেছিল—

২০৮

পণ্ডিত এবং কবির মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ
হরিৎ ক্ষেত্র পড়ে থাকে,
পণ্ডিত সেই ক্ষেত্র অতিক্রম করলেই তিনি
জ্ঞানী হয়ে ওঠেন,
আর কবি সেটি অতিক্রম ক'রে
ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে যান—

২০৯

এক সন্ধ্যায় আমি দুজন দার্শনিককে
বাজারের পথে দেখেছিলাম,
দুজনেই থলিতে নিজেদের মাথা ভর্তি ক'রে
চীৎকার ক'রে চলেছেন—"জ্ঞান, কে নি'বি আয়"—
হায় দার্শনিকতা,
ওদের মাথা বিক্রি করতে হয় হৃদয়কে
লালন করার জন্য—

২১০

দার্শনিক রাস্তার ঝাড়ুদারকে ডেকে বলেছিল,

—"তোমাকে করুণা করি আমি, তোমার সবই কঠিন
আর নোংরা কাজ"—
ঝাড়ুদারটি উত্তর করেছিল,—"ধন্যবাদ, মহাশয়,
কিন্তু বলুন তো, আপনার কাজ কি ধরনের"—
দার্শনিক উত্তর করলেন, "আমি মানুষের মন
নিয়ে পড়াশুনা করি, তার কাজ এবং ইচ্ছেগুলি নিয়ে"—
তাই না শুনে পথ ঝাঁট দিতে দিতে
ঝাড়ুদারটি বলেছিল—"আমিও তাহলে তোমাকে
করুণাই করছি"—

২১১

যে ধর্মান্ধ, তিনি
তুলো কানে গোঁজা বক্তৃতাবাজ মাত্র—

২১২

প্রগল্ভ সাফল্যের চাইতে
নীরব এবং
লজ্জিত ব্যর্থতা অনেক মহৎ
অনেক অন্তরঙ্গ—

২১৩

তোমার উদারতা সামর্থ্যের চাইতে বেশী
দান করার মধ্যে,
আর অহংকার,
প্রয়োজনের চাইতে কম আহরণে—

২১৪

অন্য সমস্ত কিছুর জন্য সকলের কাছে
ঋণী হলেও,
সত্যের জন্য তুমি কোথাও কারও কাছেই
কিছুমাত্র ঋণী নও—

২১৫

অতীতে যাদের অস্তিত্ব ছিল, তারা আজ

সকলেই আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন এখন,
তাই,
নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউই
কৃপণ গৃহস্বামী হয়ে উঠছি না—

২১৬

কারো পক্ষেই প্রয়োজন এবং বিলাসিতার
মধ্যে সীমারেখা টানা সম্ভব নয়,
কেবল দেবদূতেরাই সেটা ক'রে থাকে, পারেও বুঝিবা,
দেবদূতরা জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল নিশ্চয়ই,
হয়ত দেবদূতেরা মহাশূন্যে অধিষ্ঠিত আমাদের
মহত্তর চিন্তার প্রকাশমাত্র—

২১৭

দুটো জিনিস আজ এখানে বর্তমান,
এক সত্য অন্যটি সৌন্দর্য—
সত্য প্রেমিকের হৃদয়ের স্থিত, আর সৌন্দর্য
হাত ধরে রয়েছে
সেইসব কৃষকদের যারা ক্ষেতে লাঙল টানছে—

২১৮

আমাকে অধিকার ক'রে রয়েছে একটা
বিশালকায় সৌন্দর্য,
অথচ অন্য সৌন্দর্য আরও বেশী
মুক্ত করতে পারতো আমাদের,
সেই সৌন্দর্যের বাঁধন থেকেও—

২১৯

ওরা আমাকে বলেছিল— গাছে বসা
দশটা পাখির চাইতে হাতে বসা একটা পাখি
বেশী মূল্যবান—
কিন্তু আমি বলেছিলাম—একটা পাখি কিংবা

একটি পালক হাতের দশটি পাখির চাইতে
বেশী সুন্দর—
তোমাদের ওই পালক উৎপাটিত করার ইচ্ছাই
হচ্ছে পাখা সংবলিত জীবন,
নাকি জীবন নিজেই—

২২০

আমি সম্মান করি যে আমার কাছে তার
হৃদয়ের গোপন কথাটি বলেছিল—
আমি তাঁকেও সম্মান করি যে তার স্বপ্ন
আমার কাছে উদ্ঘাটিত করেছিল,
কিন্তু আমি কেন লজ্জা পাচ্ছি, ঈষৎ
অপ্রস্তুতও,
তার কাছে আমাকে যে অবিশ্রাম
সেবা ক'রে চলেছে—

২২১

তুমি পরিহাসও করবে আবার
নির্দয় ব্যবহারও করবে,
এই দুটো একই সময়ে করবে
তা হয় না—

২২২

পৃথিবীর সব ঘটনাই সত্যি
কেবল
যৌনতা ছাড়া—

২২৩

আমরা সবাই সেই পবিত্র পর্বতের
শিখরে পৌঁছতে উদ্যোগী
আমাদের যাত্রাপথ কি সংক্ষিপ্ত হ'ত না,
যদি আমরা আমাদের

অতীতকে একটি রেখাচিত্র হিসেবে
নিতে পারতাম
পথপ্রদর্শক হিসেবে না নিয়ে—

২২৪
জ্ঞান তখনই সত্যিকারের জ্ঞান হতে পারে না
যখন
সে খুব বেশী গর্বিত হয়ে ওঠে,
কাঁদতে পারে না,
সে খুব গম্ভীর হয়ে ওঠে,
হাসতে পারে না,
সে খুব আত্মনিমগ্ন হয়ে ওঠে,
অন্যদের দেখতে পারে না—

২২৫
যদি আমি তোমার জানা সবকিছু দিয়ে,
পূর্ণ হয়ে উঠে
তাহলে তোমাকে অজানা রাখার স্থান
কোথায় পাবো আর,

২২৬
ঈর্ষান্বিত যে তার নীরবতা
ভয়ংকর
কোলাহল উদ্দীপক সন্দেহ নেই—

২২৭
বাড়িয়ে বলা হলেও,
সত্যাংশে মেজাজটুকু বাদ দিয়েই যা
কিছু সত্য—

২২৮
আমি বক্তাবাজের কাছে শিখেছিলাম
নৈঃশব্দের কি মূল্য,
সহনশক্তি শিখেছি তার কাছে যে

সহ্য করতে অপারগ,
দয়া তার কাছে যে দয়ালু নয়
একেবারেই,
এবং এইসব শিক্ষকদের নিকটে
আমি সত্যই আন্তরিক কৃতজ্ঞ,

২২৯
যদি তুমি কেবলই দেখতে পাও আলো কি
প্রকাশ ক'রে চলেছে,
শুনতে পাও, শব্দ যা উচ্চারিত করছে,
তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে যে,
আসলে তুমি কিছু দেখতেই পাও না
কিছু শুনতেই পাও নি

২৩০
আমার হৃদয়ের সবচেয়ে নিকটে রয়েছেন
একজন নৃপতি, যার
রাজত্ব নেই,
আর রয়েছেন একজন দরিদ্র লোক,
যে জিজ্ঞাসা করতে শেখে নি—

২৩১
পৃথিবীর যে কোন স্থানেই খনন ক'রে
তুমি ঐশ্বর্যের সন্ধান পেতে পারো—
শুধু তোমাকে
কৃষকের মতন বিশ্বাস নিয়ে খনন
করতে হবে অবিশ্রান্ত ধৈর্য নিয়ে—

২৩২
কুড়িটি শিকারী আর কুড়িজন কুকুর দ্বারা
তাড়িত শিয়ালটি বলেছিল,
"ওরা আমাকে মেরে ফেলবে সন্দেহ নেই, কিন্তু
কি নির্বোধ দেখ,

নিশ্চয়ই কুড়িটা গাধার পিঠে চেপে কুড়িটা
শিয়ালের সঙ্গে
কুড়িটা নেকড়ের দরকার হবে না একজন
মানুষকে মেরে ফেলতে"—

২৩৩

মানুষের তৈরী আইনের কাছে নতি স্বীকার করে
আমাদের মধ্যে যে মনটি রয়েছে সেটি,
কিন্তু আমাদের আত্মা কোনদিন মাথা নীচু করে না।

২৩৪

আমি কি সেই পথিক, সেই নাবিক যে
প্রতিদিন
আমার আত্মার অভ্যন্তরে নতুন নতুন
অনাবিষ্কৃত দেশ
আবিষ্কার ক'রে চলেছি আজীবন—

২৩৫

একজন নারী প্রতিবাদ করেছিলেন,
বলেছিলেন,
"এই যুদ্ধ নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত, কারণ
আমার সন্তান নিহত হয়েছে
এই যুদ্ধে—

২৩৬

আমি জীবনকে বলেছিলাম,
"আমি এখন মৃত্যুর কথাই শুধু শুনতে পারি"—
জীবন স্বর নীচু ক'রে কত ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেছিল
"এক্ষুণি তা শুনতে চাও কি"—

২৩৭

নিকৃষ্ট সেই ফুল,
যে ফুল
ব্যক্তিকে অবজ্ঞা ক'রে থাকে,

২৩৮

জীবনের সকল রহস্য যে সমাধান ক'রে ফেলেছে
সে নিশ্চয়ই মৃত্যুকেও আকাঙ্ক্ষা করবে তৎক্ষণাৎ,
কারণ সেটাও জীবনের একটি রহস্যমাত্র,
জন্ম এবং মৃত্যু, দুটোই পৃথিবীর মহত্তম
সাহসের প্রকাশ—

২৩৯

বন্ধু, তুমি আর আমি চিরকাল
অপরিচিতই থেকে গেলাম,
পরস্পর পরস্পরের মধ্যে, এমনকি নিজের
সঙ্গে নিজের—
যতক্ষণ না তুমি কথা বলবে আর আমি
কান পেতে শুনব—
আমার গলার স্বরকে ম্লান ক'রে দেবে
তোমার স্বর,
আর আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
ভাবব একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি

২৪০

ওরা বলেছিল,
যদি তুমি নিজেকে জানতে পারো, তাহলে
অন্য সবাইকে জানতে পারবে,
আমি উত্তরে বলেছিলাম,
"আসলে যখন আমি সমস্ত মানুষকে খুঁজতে যাব,
তখন, হ্যাঁ তখনই কেবল,
আমার আমিকে জানতে পারব"—

২৪১

এই জগতের পুণ্যতম কাজটি
কে জানে
অন্য জগতের সংকীর্ণতম ব্যাপার
হবেও বা—

২৪২

আমার সকলশক্তি প্রেমভয়ে কাতর,
তার সঙ্গে আবার
তীব্র অহংকারের অসুখ—

২৪৩

গভীর এবং উচ্চতা সোজাপথে
চলে যায় গভীরতা এবং উচ্চতায়,
যার পরিসর বেশী সেই কেবল
বৃত্তের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে—

২৪৪

নিজেদের ওজন আর ক্ষমতা সম্পর্কে
যথাযথ ধারণা না থাকলে,
আমাদের জোনাকির সামনেও ভীত
হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে
যেমন আমরা সূর্যের সামনে
প্রশ্নাতীত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি চিরকাল—

২৪৫

কল্পনাহীন বৈজ্ঞানিক একজন মাংস ব্যবসায়ীর
মতন ধারহীন,
ছুরি আর মরচে পড়া তুলাদণ্ড নিয়ে যে
কসাই দাঁড়িয়ে থাকে,
কিন্তু আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে,
আমরা
যারা সবাই নিরামিষাশী নই—

২৪৬

তোমাদের গীত সংগীত,
যারা ক্ষুধার্ত তারাও শুনে থাকে,
শুধু শ্রবণযন্ত্রের বদলে
তাদের পরিপাক যন্ত্র দিয়ে—

২৪৭

মৃত্যু কখনই বৃদ্ধবয়স কিংবা
নবীন বয়সের খুব কাছের ব্যাপার নয়,
জীবনও নয়—

২৪৮

কে জানে হয়ত ইহজীবনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
মানুষের এবং দেবদূতদের মধ্যে
অন্যতম বিবাহবাসর

২৪৯

যদি তোমাকে একান্তই পক্ষপাতহীন এবং
সরল হতেই হয়,
সুন্দরভাবে তাই হয়ে যেও, না হলে
বরং চুপটি করেই থেকো,
কেননা দেখো, আমাদের পাশেই একজন
মারা গেছেন—

২৫০

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ত
কেবল নিজেদের সঙ্গে কথা বলে থাকি,
আর কখনও সখনও একটু জোরে
কথা বললেই শুধু অন্যরা শুনতে পায়,

২৫১

স্পষ্ট তাই যা কখনই দেখা যায় না
যতক্ষণ না কেউ সেইসব
সহজ ক'রে বুঝিয়ে দেয়—

২৫২

ভুলে যাওয়া বাস্তবতা মরে যেতে পারে,
আর সেই বাস্তবতার শেষ ইচ্ছায়
সাত হাজার সত্যি কথা, ঘটনা রেখে যেতে পারি,
যে সবকিছুই সেই মৃত্যুর অন্ত্যেষ্টিতে
অথবা সমাধিস্তম্ভে ব্যবহার করা যেতে পারে—

২৫৩

ছুটো মনের কাছে আসার সহজতম

পথটি

হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে মতানৈক্য—

২৫৪

আমিই অগ্নি, আবার আমিই

সেই শুকনো ডালপালাগুল্ম,

এমন আমারই এক সত্তা

অন্য সত্তাটিকে গ্রাস ক'রে চলে—

২৫৫

কৃমিকীট বেঁকেচুরে চলে একথা সত্যি,

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি

যে

হাতিরাও বশ্যতা স্বীকার ক'রে থাকে—

২৫৬

আমি বিশ্বাস করি না যে মানুষ

কেবল মধ্যবিত্ত স্বভাবের।

তার একটিই কারণ আমি লক্ষ্য করে'ছ যে,

মানুষ অপরাধীদের এবং

প্রেরিতপুরুষদের হত্যাও করতে দ্বিধা করে'ন —

২৫৭

সত্যিকারের মহৎ মানুষ সেই,

যে কারো ওপরেই প্রভুত্ব করে না,

এবং কাউকেই

তার ওপরে প্রভুত্ব করতে দেয় না—

২৫৮

সৌন্দর্যের বাহিরে কোথাও

বিজ্ঞান

কিংবা ধর্মের অস্তিত্বই নেই—

২৫৯

খ্যাতি প্রেমেরই
ছায়ামাত্র,
উজ্জ্বল আলোকে
দাঁড়িয়ে রয়েছে --

২৬০

যদি দর ছায়াপথ আমারই অন্তরে
না থাকত, তাহলে
কি করেই বা আমি সেটি দেখতে পেতাম

২৬১

যদি আমি চিকিৎসকদের সভায় চিকিৎসক না হই,
ওর
কেউ বিশ্বাসই করবে না যে
আমি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী—

২৬২

হয়তো
সমুদ্রের ধারণায় শঙ্খ কিংবা
শামুকের কথাই মনে আসবে, মনে আসবে
মুক্তোর কথা,
আর সংসারের ধারণায় কয়লার কথা মনে হবে,
মনে হবে না হীরকের অস্তিত্ব—

২৬৩

যতজন বড় মানুষকে আমি দেখেছি এ যাবৎ
সকলেরই ছোট ছোট মুখোশ আছে দেখেছিলাম—
এবং ওই ছোট্ট মুখোশগুলোর জন্যই
ওরা অলস হতে পারে নি,
পাগল হয়ে যায় নি,
কিংবা আত্মহত্যা করতে হয়নি তাদের—

২৬৪

নিহত যে তার জন্য সম্মান
সেটুকুই যে সে অন্তত খুনী নয়—

২৬৫

ঘৃণা একটি মৃতশরীর,
তোমাদের কে কে সেই মৃতশরীরের
কবর হতে চাও—

২৬৬

তোমার জ্ঞানের পরিধির বাইরে গিয়ে কোন মানুষকে
বিচার করতে পারবে না,
তাছাড়া তোমার জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ—

২৬৭

বিজিতদের প্রতি দেয়া বিজেতার
উপদেশগুলি,
কে বিশ্বাস করবে, আমি অন্তত
শুনব না কোনদিনই—

২৬৮

সেই ত সত্যিকারের মুক্ত পুরুষ
যে ধৈর্যধ'রে তার
দাসত্বের শৃঙ্খল বহন ক'রে চলেছে
কিন্তু মেনে নেয়নি—

২৬৯

একদিন একজন অতিথি আমার বাড়িতে এসেছিলেন.
তিনি সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য এবং মদিরা আকণ্ঠ পান ক'রে চলে যাওয়ার
সময়ে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন,
তারপর আবারও একদিন তিনি যখন আমার বাড়িতে
একইরকমভাবে সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য এবং মদিরা পান করার জন্য

এলেন, আমি কুৎসিতভাবে রাগ প্রকাশ করেছিলাম,
আর আশ্চর্য, তাই না দেখে
স্বর্গের দেবদূতেরা বিদ্রূপের হাসি হেসেছিল—

২৭০
মানবসভ্যতার বিকাশ কেবল
মানুষের নীরব হৃদয়ে,
কোনদিন তার বেশী পরিশ্রমের মধ্যে নয়—

২৭১
ওরা আমাকে পাগল বলেছিল কারণ
আমি আমার আয়ুকাল সোনার পরিবর্তে
বিক্রয় করিনি,
আর আমি ওদের পাগল ভেবেছিলাম কারণ
ওরা
আমার আয়ুর একটি মূল্য আছে ধরে নিয়েছিল—

২৭২
আমারই গৃহাঙ্গনে ওরা, সোনা, রূপো এবং
হাতির দাঁতের অলংকার ছড়িয়ে দিয়েছিল,
অথচ আমরা আমাদের হৃদয় এবং আত্মাকে
উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলাম,
এখন ওরা এমন ব্যবহার করছে যেন আমরাই
অতিথিমাত্র এবং ওরা গৃহস্বামী—

২৭৩
হায় তারাই সবচেয়ে করুণার পাত্র
যারা
নির্মল স্বপ্নের চাদরে সোনা এবং রূপো
বিছিয়ে ঘুমোতে চেয়েছিল—

২৭৪
আমি বিশিষ্টতম হতে চাই না তাদের মধ্যে,
যাদের স্বপ্ন নেই, প্রত্যাশা নেই,

বরং যেখানে স্বপ্ন রয়েছে, রয়েছে প্রত্যাশা,
সেখানে নিকৃষ্টতম স্থান নিতেও আমার
অধীর আগ্রহ—

২৭৫

আমরা সবাই ক্রমাগত হৃদয়ের মিনারে উঠে চলেছি,
অন্য কেউ যদি এখন,
তোমার সঞ্চয়ের থলিটি, তোমার অর্থ ধনদৌলত তোমার
ছোট বড় সবকিছু এবং ঝাত্তিদানটিও হাতিয়ে নিয়ে নেয়,
তাহলে তাকে নিঃসন্দেহে করুণা করতে পারো—
—কারণ দেখবে মাংস এবং তার বহন করার জন্য
শিখরে ওঠা কষ্টকর হবে তার পক্ষে,
আর তুমি হাল্কা শরীর—তোমার একটি পদক্ষেপই
কত না দ্রুততর হয়ে গেছে,
তোমার চলন, তোমার শিখরারোহণ—

২৭৬

এক হাজার বছর আগে আমারই প্রতিবেশী—
আমাকে ডেকে বলেছিল—
"আমি জীবনকে ঘৃণা করি, কারণ জীবন
যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়—"
আর গতকাল কবরখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে
দেখলাম,
জীবন তার কবরের উপরে আনন্দে নৃত্য করছে—

২৭৭

প্রকৃতির মধ্যে কোন বৈষম্য
যদি থেকেও থাকে,
তা শুধু
সাম্য রচনার প্রয়াস মাত্র

২৭৮

আঃ, নির্জনতা এক নীরব ঝড় যা
আমাদের ঝরে যাওয়া ডালপালাগুলি ভেঙে দেয়,

তবু ওই নির্জনতার শিকড় আমাদের
জীবন্ত পৃথিবীর জীবন্ত হৃদয়গুলির গভীরে নিয়ে যায়—

২৭৯

একদিন আমি এক ঝর্ণার কাছে গিয়ে
সমুদ্রের গল্প করেছিলাম—
ঝর্ণা ভেবেছিল আমি একজন কল্পনাবিলাসী—
অতিরঞ্জিত ভাবতে ভালবাসি,
আর একদিন আমি একটা ঝর্ণার গল্প
করেছিলাম সমুদ্রের কাছে গিয়ে,
সমুদ্র ভেবেছিল, আমি অনুরঞ্জিত
খ্যাতি হনন করার গল্প ফেঁদেছি—

২৮০

কতনা সংকীর্ণ সেই দেখা,
যে দেখা পিঁপড়ের ব্যস্ততা দেখে উদ্বেলিত হয়,
ঘাসফড়িংএর মৃত্ত অস্থয়ক সংগীতের
চাইতে বেশী—

২৮১

তার কথা আমি কি আর বলব,
যদি পশ্চাৎধাবনকারী নিজেই
নেতার মতন ব্যবহার করে
তাহলে—

২৮২

অত্যান্ত করুণা করার মতন কথা
যে অর্থ-বিনিয়োগকারীরা কোনদিনই
সুন্দর উদ্যান নির্মাণ করতে পারে না—

২৮৩

যখনই কেউ তোমাকে তাড়না করে
তখনই কেবল

তুমি দ্রুত দৌড়াতে চাও,
তাই না—

২৮৪
মাঝে মাঝে অন্তর্দর্শন আত্মনিগ্রহের এক একটা
সময় আসে,
যখন আমার প্রতি অন্যায় করা হয়, প্রতারণা করা হয় আমাকে,
আর সেইসব সময় আমি যখন হেসে উঠি,
ওরা ভাবে,
আমি একজন মূর্খ, সেইসব অন্যায় এবং প্রতারণা বুঝতেও পারি না
ঠিকমতন—

২৮৫
যারা তাদের নোংরা হাত তোমার পোশাকে মুছতে চায়,
তাদের তোমার ওই পোশাকটি দিয়ে দিও,
কারণ তাদের আবার প্রয়োজন হয়ে পড়বে পোশাকটি,
যে পোশাকে তোমার আর কোন প্রয়োজনই নেই—

২৮৬
অনুগ্রহ ক'রে তোমার জন্মগত ত্রুটিগুলি
অর্জিত পুণ্যরাশি দিয়ে মুছে ফেলো না,
আমি ওই ত্রুটিগুলি নিয়ে নিতে চাই,
আমার নিজেরই ত্রুটির সঙ্গে সঙ্গে—

২৮৭
জীবনে কতবার যে সেইসব অপরাধীদের মতন
আচরণ করেছি,
যে সব অপরাধ কোনদিনই সংঘটিত হয়নি
আমার দ্বারা,
কারণ আমারই সামনে বসে থাকা ওইসব
অন্যায়কারীরা যাতে অস্বস্তিবোধ না করে—

২৮৮
এমন কি জীবনের মুখোশও
গভীরতর রহস্যের মুখোশ মাত্র—

২৮৯
সেই ত সত্যিকারের বিচারক যিনি,
তোমার অন্যায়গুলির সম্পর্কে নিজেকেই
অর্ধেক দোষী বলে মনে করছেন—

২৯০
তুমি ত তোমারই জ্ঞান এবং বুদ্ধি অনুযায়ী
বিচার করতে পারবে—
কিন্তু বলো ত—এখন আমাদের দুজনের মধ্যে,
কে দোষী, নির্দোষীই বা কে—

২৯১
যে কোন একজন মূর্খ কিংবা প্রতিভাধর
মানুষের তৈরী আইনকানুন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে,
আর তারাই ত
ঈশ্বরের হৃদয়ের অনেক নিকটে চলে গেছে—

২৯২
আমার একান্ত কোন শত্রু নেই,
কিন্তু হে ঈশ্বর,
যদি একজন শত্রু থাকতেই হয় আমার,
তার শক্তি তাহলে যেন আমারই সমান হয়,
এবং সেই যুদ্ধে সত্যই যেন বিজিত হয়—
তারপর,
নিহত হওয়ার পরই কেবল আমরা
পরস্পর বন্ধু হতে পারব—

২৯৩
কে জানে হয়ত নিজেকে বাঁচানোর জন্যই
মানুষ আত্মহত্যা ক'রে থাকে—

২৯৪
অপরাধ মানবিক প্রয়োজনেরই অন্য নাম,
না হয়ত কোন ব্যাধির প্রকোপ নিশ্চয়ই—

২১৫

অঙ্গদের ভুলগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল
না হওয়ার চাইতে বেশী
কোন ভুল কি আর কারও হয়ে থাকে—

২১৬

দীর্ঘকাল আগে এই পৃথিবীরই একপ্রান্তে
একজন মানুষ ছিলেন যাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল,
তার কারণ তিনি খুবই তরুণ ছিলেন,
খুবই প্রাণকাড়া প্রেম ছিল তার,
আশ্চর্য যে,
আমি গতকাল তাকে তিনবার দেখতে পেয়েছি—
প্রথমবার দেখেছিলাম,
সে প্রহরীকে অনুরোধ করছে সে যেন
একজন বেশ্যাকে কারাগারে নিয়ে না যায়,
দ্বিতীয়বার দেখি তিনি
সমাজবিরোধীদের সঙ্গে বসে মদ্যপান করছেন,
এবং তৃতীয়বার, চার্চের মধ্যে
বাহুযুদ্ধে লিপ্ত একজন ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন—

২১৭

ভাল অথবা মন্দ সম্পর্কে ওরা
যা সব বলে থাকে তা যদি সত্যি হয়
তাহলেও আমার এই জীবনটা
পুরোপুরি অপরাধীরই ইতিহাস মাত্র

২১৮

কাউকে করুণা করা ত
অর্ধেক বিচার করা মাত্র—

২১৯

আমার প্রতি পৃথিবীর একজনই শুধু
অবিচার করেছিল,

সেইজন যার কনিষ্ঠ সহোদরের প্রতি
আমি অবিচার করেছিলাম।

৩০০

যখন তুমি কোন বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যেতে দেখবে
তোমার মনে হবে—আহা সংকীর্ণ কারাগার থেকে বুঝিবা
পালাতে পারছে—
আর কোন মানুষকে মত্ত অবস্থায় যদি দেখো,
তখন মনে মনে ভাবতে অসুবিধা নেই,
—হয় ত আর কোনও কুৎসিত জিনিস থেকে
সে পালাতে চাইছে

৩০১

কতবার আমি আত্মরক্ষার জন্য
ঘৃণা করেছি,
কিন্তু যদি আমি বেশী শক্তিশালী হতাম
তাহলে
ওই অস্ত্র ব্যবহার করার দরকারই হত না
আমার—

৩০২

আচ্ছা সেজন কত না বোকা যে,
চোখের মণিতে ঘৃণা লুকিয়ে রেখে,
ঠোঁটের হাসি দিয়ে ঢাকতে চাইছিল—

৩০৩

আমাদের চাইতে নীচুতলার কর্মী যারা
তাদের আমরা অনায়াসেই
ঈর্ষা করতে পারি ঘৃণাও—
কিন্তু আমি ত কোনদিনই ঘৃণাও করিনি
ঈর্ষাও করিনি, ফলে কারো চাইতেই আমি
বড় নই,

আমার চাইতে যারা বড়

তারা আমাকে প্রশংসা করতে পারে, আবার
ছোটও করতে পারে—
আমি কিন্তু কোনদিন প্রশংসা করিনি
ছোটও করিনি কোনদিন, অথচ আমি কারো
চাইতে কিছুমাত্র ছোট নই—

৩০৪

কি রকমের অসাবধান তুমি বলো ত,
যখন মনে মনে চাও তোমারই পাখা নিয়ে
লোকজনেরা উড়ে উড়ে যাক,
অথচ তাদের একটি পালকও এগিয়ে দাও না
তাদের কাছে কোনদিন—

৩০৫

সেই ত সত্যিই সত্যিই ভাল,
যে
খারাপ যে তার সঙ্গে একাত্ম
হয়ে আছে—

৩০৬

যখন অন্ত কেউ তোমার দিকে বিদ্রূপে হেসে উঠবে,
তুমি তাকে করুণা করতে পারো,
কিন্তু বিপরীতে তুমি যদি হেসে ওঠো, তাহলে
নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না,
যদি অন্ত কেউ তোমাকে আঘাত দেয়
তুমি সেই আঘাত ভুলে যেতে পারো—
কিন্তু তুমি যদি আঘাত করে ফেল, সেই ঘটনা
সারাজীবনেও ভুলতে পারবে না তুমি,
সত্যিই বলতে কি, সেই অন্তজন হচ্ছে তোমারই
অন্ত সত্তা। তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন কেবল
অন্ত শরীরে—আশ্রিত মাত্র—

৩০৭

একজন মানুষ, মানুষের তৈরী আইনকানুনের উর্ধ্বে
তখনই উঠতে পারে যখন সে মানুষের তৈরী
সংস্কারের বিরুদ্ধে অবরোধ তৈরি করতে সক্ষম,
আর তাছাড়া সেটা করতে পারলেও বস্তুত
সে কারো চাইতে বড়ও নয় ছোটও নয়—

৩০৮

পরস্পরের কাছে স্বকৃত পাপ উদ্‌ঘাটন যদি
করি আমরা কয়েকজন,
তাহলে কিন্তু সবাই হেসে উঠব দেখে যে,
আমাদের মধ্যে কারোই তেমন উদ্ভাবনীশক্তি বলে
কিছু ছিল না—

৩০৯

যদি পাপ বলে কিছু সত্যিই থেকে থাকে,
তাহলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদেরই পূর্বপুরুষদের
পদক্ষেপ অনুসরণ করছে মাত্র,
এবং আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেটা সংঘটিত করছে
দ্বিতীয়বার, নিজ সন্তানকে উপেক্ষা ক'রে ক'রে—

৩১০

জীবন একটি মিছিলমাত্র,
যে মানুষটি স্বভাবতই ধীরগতি,
সে মিছিলের গতি বেশী বলে বেরিয়ে আসে,
আর যে দ্রুতগতি সে আবার
মিছিলের গতি কম বলে বেরিয়ে আসে
মিছিলের থেকে—

৩১১

আমরা ত সকলেই বন্দীজীবন যাপন করছি,
তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নির্জন সেলে বন্দী আছি
যেখানে জানলা রয়েছে,
কেউ কেউ আবার জানলাহীন সেলের ভিতরে বন্দী—

৩১২

খুবই আশ্চর্যের যে আমরা আমাদের
অন্যায় কাজগুলি সমর্থন করি,
অত্যন্ত জোর দিয়ে,
আমাদের ভালো সৎ কাজগুলির চাইতে অনেক
বেশী ক'রে,—

৩১৩

কি দুঃসহ অন্ধ সে,
যে তার পকেট থেকে কিছু কিছু দান করতে চায় তোমাকে,
যখন
সে তোমার হৃদয় থেকে
আহরণ করতে পারত—

৩১৪

খঞ্জের পক্ষে খুব একটা বুদ্ধির কাজ নয়
শত্রুর মাথায় তার
কাঠের ক্রাচ্‌টি ভেঙে ফেলা

৩১৫

আশ্চর্যের কথা যে তুমি
ধীরচলনাকে করুণা ক'রে থাকো
ধীর মস্তিষ্ককে নয়, অন্ধ চোখকে
কিন্তু অন্ধ হৃদয়কে নয়—

৩১৬

যখন তুমি তোমার জীবনের অন্তস্তলে পৌঁছে যাও,
তখন নিজেকে উর্দ্ধগতিতে অবস্থিত দেখতে পাবে,
ঈশ্বর প্রেরিতের সঙ্গে তখন তোমার স্থান সংস্থাপন—

৩১৭

যখন জীবন অফুরন্ত সোনা দিয়েছিল আমাকে
তখন তোমাকে রুপো এনে দিয়েছিলাম,
কি সংকীর্ণ ছিল মন আমার, অথচ
নিজেকে কত উদারই না ভেবেছি সারাক্ষণ—

৩১৮

তুমি যখন বলো—"তোমাকে বুঝতে পারি না,"
সে কথাগুলি আমার প্রতি অনেক প্রশংসারই মতন,
আর তোমার পক্ষে নিদারুণ অপমান,
এবং এই সবকিছুর দায়ভাগ তোমারই—

মাটির ঈশ্বর

যখন দ্বাদশ অনন্তকালের রাত্রি নিবিড় হয়েছিল
এবং নিস্তব্ধতা, রাত্রির উন্মুখর জোয়ারের নিস্তব্ধতা
গ্রাস করেছিল পাহাড় পর্বত,
তখন পৃথিবীজাত তিনজন ঈশ্বর, জীবনের নিয়ন্তা
তিনজন
পাহাড়ের শিখরে এসে দাঁড়ালেন—

তাদের পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী,
কুয়াশার আবরণ ঢেকে দিচ্ছিল তাদের শরীর,
আর সমস্ত বিশ্বের উর্ধ্বে উন্নত শির
তারা দাঁড়িয়েছিলেন তিনজন, রাজকীয় ভঙ্গিমায়—

তারপর
তারা কথা বললেন,
দূর মেঘ গর্জনের মতন
তাদের কণ্ঠস্বর প্রবাহিত হয়ে গেল
সমতল ভূমিক্ষেত্রগুলিতে—

প্রথম ঈশ্বর—
বাতাস পুবমুখে বইছে,
আমি দক্ষিণের দিকে মুখ ফেরালাম,
কারণ এই বাতাসে মৃত মানুষের গন্ধ ভেসে আসছে—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—
এই গন্ধ ঝলসানো মাংসের গন্ধ, লোভনীয় এবং অপর্যাপ্ত,
আমার এই বাতাস ভাল লাগছে—

প্রথম ঈশ্বর—

ক্লিন্ন শীতল কাচে বলসানো হচ্ছে যে নশ্বরতা,
সেই নশ্বরতার এই গন্ধ
বাতাস ভারি করছে,
গর্তের অবরুদ্ধ নোংরা বাতাসের মতন এই পোড়া বাতাস
আমার অনুভবকে পীড়িত করছে—
আমি তাই বরং উত্তরের গন্ধহীন দিকে মুখ ফিরিয়ে
দাঁড়ালাম—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

উদ্বিগ্ন এবং ক্লেশকর যে নশ্বরতায় জীবন পুড়ছে, সেই গন্ধের
স্বাদ আমি এখন এবং চিরকাল পেতে চাই,
ঈশ্বরেরা ত্যাগের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন,
তাদের তৃষ্ণা মানুষের রক্তের মধ্যেই প্রশমিত,
তারুণ্যের আত্মার অধিকারে তাদের হৃদয় শান্ত হয়,
ছেদহীন দীর্ঘনিঃশ্বাসেই ওই ঈশ্বরদের স্নায়ু সবলতর হয়ে থাকে
মৃত্যুকে নিয়েই যাদের দৈনন্দিন ওঠা বসা,
বংশানুক্রমিক চিতার ছাই দিয়ে তাদের
সিংহাসন নির্মিত,

প্রথম ঈশ্বর—

আমার সমস্ত শক্তি এবং সমস্বর
আজ বড় ক্লান্ত, আমি আর
নতুন কোন পৃথিবীর সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস কোন কিছুই
করার জন্য একবিন্দু শক্তিও আর সংহত করতে চাই না
যদি মৃত হতে পারি তাহলে বেঁচে থাকতে চাই না একটি মুহূর্তও,
তার কারণ,
অনন্তকালের ভার আমার উপরে কঠিনভাবে চেপে রয়েছে,
সমুদ্রের ক্লান্তিহীন গোঙানি আমার
স্বাভাবিক ঘুম কেড়ে নিয়েছিল,
নষ্ট সূর্যের মতন ক্রমশ অন্তর্হিত হয়ে চলতে পারি কি আমি,

সেই আদিম সন্তান থেকে বিচ্যুত হয়ে
আমার স্বর্গীয় রূপ ত্যাগ করতে পারি কি আর
—কোনও অভিপ্রায়ের জন্য,
এবং আমার অমর অনন্ত অস্তিত্বকে স্থানের সংযোগে
সীমিত করতে পারি কি আর কোনদিন—
যখন আর বিস্তার থাকবে না—
কোনদিন কি সময়ের স্মৃতি থেকে
অবিদ্যমানতার শূন্যতায় ব্যাপ্তি হতে পারি আর,
জানি না,
কেবল জানি,
সমুদ্রের ক্লান্তিহীন গোঙানি আমার স্বাভাবিক
ঘুম কেড়ে নিয়েছে দীর্ঘদিন—

তৃতীয় ঈশ্বর—

শুনুন বন্ধুরা, আমার প্রিয়পরম বন্ধুরা
শুনুন,
একজন যুবক নিচের ওই উপত্যকায়,
অন্ধকার রাত্রির কাছে তার হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে গান গাইছে,
মেহগনি কাঠের বীণা স্বর্ণের মতন জ্বলছে।
আর তার সুর সোনার এবং রূপার সৌন্দর্যে অলংকৃত—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

না, অবিদ্যমান হয়ে যাব এমন নিষ্ফল আমি নই,
তবু
অনন্তোপায় আমি কঠিনতম পথই
বেছে নিয়েছিলাম,
বারবার ঋতুদের অনুসরণ করেছি, সময়ের রাজকীয় অস্তিত্বকে
সমর্থন করেছিলাম,
আমিও বীজ বপন করেছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে
অধীর আগ্রহে অঙ্কুরোদ্গমের শব্দ শুনতে চেয়েছিলাম,
মাটিতে কান পেতে অপেক্ষা করেছি সে কতকাল,
লুকোনো স্থান থেকে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছি ফুলকে,
বারংবার সেইসব ফুটোন্মুখ ফুলগুলির মধ্যে
শক্তি সংহত করেছি,

সে যাতে আগামী সময়ের জন্ত প্রস্তুত হতে পারে,
যখন অরণ্যে বড় হাহা ক'রে হেসে উঠেছিল পাগলের মতন,
সেই ফুলগুলি তখন ছিঁড়ে নিয়েছিলাম
পবিত্র অন্ধকার থেকে মানুষকে উত্থিত করতে,
কিন্তু তবুও ত সেই ফুলের শিকড় আমূল উৎপাটিত করতে পারি নি,
মাটিতে প্রোথিত থাকে সেই ফুলশোভার অস্তিত্ব,
সব সময় সে জীবনের জন্ত তৃষ্ণা জাগায়। মৃত্যুকে তৈরি ক'রে নেয়
আপন সহচর—
অসহ্য যন্ত্রণায় মোমের প্রলেপ দেয়া ভালবাসা উপহার দিতে,
আকাঙ্ক্ষার জন্ত যদি সে উদ্বেলিত হয়,
যেন তার চাওয়া ক্রমশ বেড়ে চলে,
পাওয়ার প্রথম আলিঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে যেন হাওয়ায়
উড়ে গিয়ে শূন্যতা সৃষ্টি করে—

একটা সময় ছিল যখন উন্নততর দিনগুলির জন্ত স্বপ্নের
সঙ্গে তার কষ্টের রাত্রিকে বেঁধে দিয়েছিলাম,
এবং দিনগুলিকে বেঁধে দিয়েছিলাম
পরম শান্তিময় রাত্রির দিবাস্বপ্নে,
কিন্তু আহা তার দিনগুলি রাতগুলি সাদৃশ্যময়—
ক্রমশ অপরিবর্তনীয় মনে হয়েছিল—
পর্বতের শিখরে অপেক্ষমান ঈগলপাখিটির মতন যেন সে বিলাসময় থাকে
সমুদ্রে ভয়ংকর ঝড়ের মতন হয় তার চিন্তারাশি,
চিন্তার সময়গুলিতে হাতের ওপরে রাখে হাত, ধীরে,
এবং হিসেবমতনই পায়ের ওপরে চাপে পা, যেন মনে খুশীর
ভাব বহে যায়, যেন সে আমাদের সামনে
অজোরে গান গাইতে পারে
আমি তাকে কষ্ট এবং দুঃখের প্রবাহে বেখে দিয়েছিলাম
যেন সে আমাদের স্মরণ করতে থাকে,
আর তারপর তাকে সম্পূর্ণ অসহায় আড়ালে রেখে দিতে
যখন পৃথিবী তার ক্ষুধার সময়ে দুমুঠো খাবারের জন্ত
চিৎকার ক'রে উঠবে,

তার আত্মাকে আকাশের উচ্চতায় উত্তীর্ণ ক'রে দিতে,
যাতে সে আমাদের ভবিষ্যতের সত্তার আস্বাদন করতে পারে,
এর তার শরীর বলময় কলঙ্কের কাদায় নিক্ষেপ করতে
যাতে সে তার অতীতকে ভুলে না যায়,

এইরকম ক'রেই অনন্ত সময়ের জন্য
আমরা মানুষকে শাসন ক'রে যাব—
নিয়ন্ত্রণ ক'রে যাব গর্ভযন্ত্রণায় জননীর আর্তনাদের
সঙ্গে সঙ্গে যে নিঃশ্বাস
সন্তানদের শোকের মধ্যে পর্যবসিত হয়ে চলেছে সেইসব
চলমান নিঃশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ ক'রে যাব—

প্রথম ঈশ্বর—

আমার হৃদয় আজ তৃষ্ণার স্তবক হয়ে নত,
কি ভয়ংকর তৃষ্ণা—
কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি একটি দুর্বল মানুষের
রক্তধারা পান করতে পারি না তার
ক্ষীণ ধমনীতে মুখ ডুবিয়ে—
যে পেয়ালায় কলঙ্ক রয়েছে সেই পেয়ালায় পরিবেশিত
আঙুরের রস আমার মুখে চিরকালই কটু এবং বিস্বাদ,

তোমার মতন আমিও মাটি ছেনে মূর্তি তৈরি করেছিলাম
সেইসব মূর্তিগুলি নিঃশ্বাসের চেতনায় চিন্ময়,
আজ ছেঁড়া ফুর্তির মতন আমার হাতের মুঠি থেকে তারা সব
ছড়িয়ে গেছে পাহাড়ে জঙ্গলে উপত্যকায়—
তোমার মতনই আমি জীবনের স্পন্দন ঠিক শুরু যেখানটিতে সেখানে
আলোর প্রদীপ জ্বেলেছিলাম—

দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি।

জীবন গুহার অন্ধকার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে পর্বতের
শিখরে উঠে আসছে,
তুমি যেমন করেছ, তেমনই আমি
বসন্তকে আহ্বান করেছিলাম এবং

শতরূপে সৌন্দর্য আরোপ করেছি সেই বসন্তের রূপসজ্জায়,
আমিও
কামনা ছড়িয়েছিলাম, যে কামনা তরুণকে আচ্ছন্ন করে
বাধ্য করে যেতে যেতে যেতে বংশবৃদ্ধি করতে ক্রমাগত,
তোমারই মতন আমি মানুষকে
এক পবিত্র স্থান থেকে অন্য পবিত্র স্থানে নিয়ে গিয়েছিলাম—
আমি সন্তর্পণে অদৃষ্টের প্রতি তার মূক অসহায়
ভয়কে আমাদের প্রতি উদ্বেলিত বিশ্বাসে
পরিবর্তিত করেছি—
অপরিচিত এবং অনাগমনের জন্য যেন তার সান্ত্বনা থাকে।

তুমি যেমন করেছিলে আমিও তেমনি বারবার
মত্ত ঝড়কে তার অস্তিত্বের উপরে বইয়ে দিয়েছি,
এই ভেবে যেন সে আমাদের প্রতি নতজানু থাকে,
আমি সেই মানুষের পায়ের নিচে মাটিতে
কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলাম
যাতে সে দুহাত তুলে আমাদের প্রতি আকুল
আশ্রয় প্রার্থনা করতে শেখে—
তোমার মতন আমিও আদিম সমুদ্রের উচ্ছ্বাসকে টেনে
ঝাঁপাতে দিয়েছিলাম তার শান্ত দ্বীপের কুটিরে—
সেই ঝড় তোলপাড় ক'রে দেয় তার ছোট আঙুলের হিসেব নিকেশ
ততক্ষণ যতক্ষণ না সে আমাদের প্রতি করুণা ভিক্ষা করতে
করতে মৃত্যুমুখ পর্যন্ত পৌঁছে যায়

এইসব কিছুই আমি করেছি এবং আরো অনেক কিছু
কিন্তু হায়,
আমি যা কিছু করেছি এইসব সবকিছু শূন্যগত এবং
বৃথা হয়ে গিয়েছিল
বৃথা হয়ে গিয়েছে জেগে ওঠা,
শূন্য হয়ে গিয়েছে সব ঘুম,
এবং আরও হাজারো ক্ষণ বৃথা হয়ে গেছে
জীবনের সমস্ত স্বপ্নের সম্ভার—

তৃতীয় ঈশ্বর—

—বন্ধুরা। হে আমার প্রিয় বন্ধু, তোমরা
নিচের দিকে একটু তাকিয়ে দেখ,
ওই চিরহরিৎ কুঞ্জদ্বারে একজন নারী
চাঁদের নিকটে মগ্ন নৃত্য ক'রে চলেছে,
তার চুলে সহস্র কুয়াশার নক্ষত্র ঝিকমিক করছে,
আর দেখ দেখ, তার পায়ে,
সহস্র ডানার উড়ে যাওয়া—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

—আমরা মানুষ সৃজন করেছিলাম, সে এক বিলাসিতা
দ্রাক্ষাকুঞ্জ যেন—
বিশ্বদুনিয়ার প্রথম প্রত্যুষের রক্তাক্ত শিশিরে পৃথিবীর
মাটি তৈরি করেছিলাম—
আমরা সতৃষ্ণ লক্ষ্য করেছি যে দুর্বল রোগা
ডালপালাগুলো কেমন সতেজ হয়ে উঠছে,
আমি ঋতুহীন সময়ের ইতিহাসে তরুণ পাতাগুলিকে
পরিচর্যা করেছি কত না যত্নে,
ক্রুদ্ধ এবং অরিষ্ট উপাদানের আক্রমণ থেকে আড়াল
করে'ছিলাম কুঁড়িগুলিকে,
সমস্ত অন্ধকারের দূষিত নিঃশ্বাস থেকে রক্ষা
করেছিলাম ফুলকে,
এবং যখন সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জে আঙুর ফলতে
শুরু করল,
তুমি আঙুর নিংড়ানোর প্রক্রিয়া দিয়ে তোমার
পেয়ালা পূর্ণ করতে চাইছ না—
বল, তোমার অধিকারের চাইতে অন্য কোন সবল
অধিকার ছিল তোমার ফল আহরণ করার—
যে স্বাভাবিক এবং প্রতীক্ষিত ছিল তৃষ্ণা, তাছাড়া অন্য কোন,
তৃষ্ণা আর অপেক্ষা করেছিল,
বল, মানুষ ত ঈশ্বরদেরই ভোজ্যবস্তমাত্র,

মানুষের উল্লাস তখনই শুরু হয়,
যখন ঈশ্বর তার অনন্ত ওষ্ঠদ্বয়ে মানুষের উদ্দেশ্যহীন
নিঃশ্বাস শুষে নেয়—
মানুষের মানবিকতাই ব্যর্থ হয় যদি সে মানবিকতার
ঊর্ধ্বে না উঠতে পারে—
শৈশবের সারল্য,
কিশোরের মধুর উন্মাদনা,
কামনা অস্থির যুবক,
বৃদ্ধের জ্ঞান,
রাজার প্রাচুর্য
এবং সৈনিকের যুদ্ধজয়ের উল্লাস,
কবির যশঃপ্রাপ্তি,
কৃপালু এবং সম্মানী ব্যক্তিদের সম্মানপ্রাপ্তি,
এইসব কিছুই
এবং এইসবের অন্তর্নিহিত সবকিছুইত
ঈশ্বরের ভোগ্যবস্তু,
আর এইসব কিছুই মূল্যহীন, অনলংকৃত হয়ে থাকে
যদি ঈশ্বরের অনাস্বাদিত থেকে যায়,
মোটা দানার শস্য নাইটেঙ্গল গ্রহণ করলেও তা
যেমন মধুর সংগীতে পরিবর্তিত হয় না,
তেমনি ঈশ্বরের ভোজ্যবস্তু মানুষ যখন
আস্বাদন করে তখনই
সে দেবত্বের স্পর্শ পেয়ে থাকে—

প্রথম ঈশ্বর—
হায় মানুষ ঈশ্বরের ভোগবস্তু মাত্র—আহা
এবং মানুষের যাবতীয় জৈবিক জীবনে যা কিছু সবকিছুতেই
সেই ঈশ্বরের অবস্থান, শাশ্বত অবস্থান—
দশমাস গর্ভরক্ষায় যে ব্যথা, সন্তান জন্ম দেবার যে যন্ত্রণা,
নগ্ন রাত্রিকে খানখান করে চিরে দেয় শিশুর অন্ধ যে ক্রন্দন
তার মায়ের একটু ঘুমের জন্য তৃষ্ণার কষ্ট, সেই ঘুম

যে ঘুমের ওমে,
মাতৃস্তনের কষে নতুন জীবন দান করবে এবং
তারুণ্যের আগুন ঝরানো নিশ্বাসের জ্বালা, অমোচ্য
কামনার জন্ম অশ্রু ত্যাগের ভার।
বন্ধ্যা জমিতে লাঙল চালাতে চালাতে মানুষের গায়ে
যে ঘাম ঝরে,
বৃদ্ধ বয়সের রঙহীন অনুতাপে যখন সে ক্রমশ
কবরস্থানের দিকে নিকটতর—
জেনে রাখো,
এই হচ্ছে মানুষ,
ক্ষুধার ভিতর থেকেই সে উদ্ভূত, সেই ক্ষুধা ঈশ্বরের
ভোজ্যপণ্য মাত্র,
মৃত্যুহীন মৃত্যুর পায়ের তলায় যে মাটি, সেই ধুলোমুঠোর মধ্যে
সতেজ হয়ে ওঠে দ্রাক্ষালতাগুলি, মনে হচ্ছে
যেন ফুল হয়ে ফুটে উঠছে শয়তান ইবলিসের ছায়াময়
কালো আলখাল্লার অন্ধকারে,
এবং এইসব শোকাবহ দিনের আঁতুড়ে, স্পন্দিত ভয় এবং লজ্জার জন্ম হচ্ছে
দিনগুলিতে রাতগুলিতে,
ক্লান্ত সেই মানুষ কেঁপে কেঁপে উঠছে অসহায়
তবু তুমি চাও, আমি আহার্য গ্রহণ করি,
আস্বাদন করি সুস্বাদু পানীয়—
তুমি তাই চাও,—

তুমি চেয়েছ সব আচ্ছাদনের বস্ত্রখণ্ডে আবৃত
সারি সারি মুখগুলির মধ্যে
আমি নিজেকে স্থান দিই—
জিদ করছ ওই পাণ্ডুর
পাথরের মতন ওষ্ঠাধর চুম্বন করে জীবনীশক্তি টেনে নিই আকণ্ঠ,
ক্ষয় হয়ে যাওয়া দুটোহাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে
আমার শাশ্বত অবস্থান—
কেন চাও—কেন চাও—

তৃতীয় ঈশ্বর—

বন্ধুগণ, হে ভীত সন্ত্রস্ত বন্ধুগণ,
উপত্যকার ওই তরুণ কি গভীর নাভী থেকে উত্থিত গান গাইছে,
যে গান আত্রক্তক্ত পর্যন্ত আমূল প্রোথিত—
যে গানের সুর অন্তহীন ব্যাপ্তিতে বিস্তৃত।
শোন শোন,
ওই গানের সুরমূর্ছনা গম্ভীর অরণ্যকে কাঁপিয়ে তুলছে,
ছিন্ন করছে ঊর্ধ্ব আকাশের বিস্তার। ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে
তছনছ ক'রে দিয়েছে নিদ্রালিপ্স, পৃথিবীর নিশ্চিত
ঘুমের অবকাশ,
শোন শোন—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—(সর্বদা জনান্তিকে)

তোমার শ্রবণে মৌমাছির গুঞ্জন শব্দ কর্কশ মনে হচ্ছে,
তোমার জিহ্বায় মধুর আস্বাদন তিক্ত,
আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু কোন
সান্ত্বনা দিতে পারি বা তোমাকে,
স্বর্গীয় পবিত্রতার সঙ্গে যে ব্যবধান, তার কোন মাপ নেই
পরিমাপ নেই,
তাই যখন একজন ঈশ্বর অন্যজনকে আহ্বান করেন তখন সেই
আহ্বান অতলস্পর্শী গহ্বরের মধ্যে হারিয়ে যায়,

এবং হায় সেই মহাশূন্যে কোন বাতাস নেই, তবুও অথচ
আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেব,
তোমার মেঘাবৃত পরিবেশ আমি পবিত্র এবং মধুর ক'রে তুলব,
আমি জানি, তুমিও জানো যে তোমার এবং আমার বোধ এবং
ক্ষমতা সমানই,
তা সত্ত্বেও তোমাকে দু-একটি উপদেশ দিতে চাই—শোন,
যখন প্রচণ্ড বিস্রস্ত অবস্থার ভিতরে জন্ম হয়েছিল এই পৃথিবীর,
এবং আমরাও,
তখন সেই আদিকালের আহ্বায়ক আমরা পরস্পর কামনাহীন
বন্ধনে পরস্পরকে সংযুক্ত ক'রে রেখেছিলাম,

তখন, মনে কি পড়ে, শব্দের কম্পন পৃথিবীর বাতাস
এবং সমুদ্রের চেতনায় জড়তা এনে দিয়েছিল—
তখন, আমি আমরা পরস্পর হাতে হাত রেখে সেই শিশু ধূসর
পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতাম,
এবং আমাদের সৃষ্টির সেই প্রথম টালমাটাল পদচারণার
প্রতিধ্বনি থেকে জন্ম নিয়েছিলেন সময়—চতুর্থ ঈশ্বর
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের পদচিহ্নে পা মিলিয়ে
হেঁটে গিয়েছিলেন,
আমাদের চিন্তা, কামনার উপরে সেই চতুর্থ ঈশ্বর, সময়ের
চলমান ছায়া ফেলেছিলেন,
আমাদেরই দুচোখের দৃষ্টিতে সবকিছু দেখতে দেখতে,
সেই তখনই হঠাৎ শুরু হয়ে গিয়েছিল জীবনের স্পন্দন,
তখনই জীবনে হয়েছিল আত্মার আবির্ভাব,
শুরু হয়েছিল উত্তাল সংগীতের সুর—
সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই শুরুর ক্ষণ থেকেই আমরা
শাসন করতে শুরু করেছিলাম জীবনকে আত্মাকে,
এইসব ইতিহাস আমরা ছাড়া কেউ জানে না,

সময়ের পরিমাপ, সময়ের গুরুভার, সময়ের নীহারিকাপুঞ্জ
সংক্রান্ত স্বপ্নের ছোট ছোট মেঘগুলি,
সাত যুগ ধরে দ্বিপ্রহরের জোয়ারের মতনই, সমুদ্রের সঙ্গে সূর্যের
পরিণয় সংঘটিত করেছিলাম—

সেই পরিণয় উল্লাসের শয়নকক্ষে জন্ম নিয়েছিল
মানুষ—বস্তুত একটি রক্তপিণ্ড মাত্র, সেই
মানুষ যে বিনীত এবং নরম, যার শরীরে পিতামাতার
বংশানুক্রমিক চিহ্নগুলি বর্তমান,

মানুষের মধ্য দিয়ে যে মানুষ মাটিতে হেঁটে হেঁটে যায়
তার চোখ থাকে দূর নক্ষত্রের দিকে
আমরাও কিন্তু সেইসব মানুষের দৃষ্টি অনুসরণ করেই পথ খুঁজে পাই,
পৃথিবীর দুর্গমতম অঞ্চলগুলিতে
নম্র এবং সহনশীল যে লতাটি বেড়ে উঠছে কালো জলরাশির তীরভূমিতে

তারই সাহায্যে আমরা বীণা তৈরি করি মানুষের হাত দিয়ে,
সেই বীণাযন্ত্রের ডানা হৃদয়ের সংগীতধ্বনির মধ্য দিয়ে
আমরাই নিঃস্ব, আদর্শচ্যুত বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি,
সূর্যহীন, রৌদ্রতাপহীন উত্তর থেকে সূর্যকরোজ্জ্বল দক্ষিণের
বালুকাবেলায় ছড়িয়ে দিয়েছি,

ছড়িয়ে দিয়েছি পদ্মখচিত অঞ্চলগুলিতে যেখানে
দিনের জন্ম হয়েছিল, এবং সেখানেও
সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট দ্বীপগুলিতে যেখানে দিনকে হত্যা করা
হয়ে থাকে,
আমাদের কথা স্মরণ ক'রেই দুর্বলহৃদয় মানুষেরা অতিসাহসী—
একহাতে তরবারি অন্যহাতে বীণা নিয়ে দুঃসাহসী অভিযানে
ঝাঁপিয়ে পড়ে সে,
সেই মানুষ যে পতাকা বহন করে সেই পতাকা
আমাদের ইচ্ছার দ্রব্যে নির্মিত,
আমাদের রাজকীয় মর্যাদার বিলাসব্যসনই তার দাবী এবং ঘোষণা
মানুষের ভালবাসা তাড়িত ক্রন্দনের পথই হচ্ছে নদী,
যে নদী আমাদের ইচ্ছাসমুদ্রের দিকে ক্রমাগত ধাবিত—

আজ এই শিখরে, উচ্চচূড়ায় বসে মানুষের বাস্তব এবং স্বপ্নতাড়নায়
মধ্যে আমরা আমাদের স্বপ্ন এবং ইচ্ছার
প্রবাহ লক্ষ্য করেছি
গোধূলির উপত্যকা থেকে তার দিনগুলি, ক্রমশ
পর্বতশিখরের পূর্ণতায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পাই,
যে ঝড়, যে প্লাবন পৃথিবীকে তছনছ ক'রে দেয়, সেই ঝড় সেই
প্লাবন আমরাই করি নিয়ন্ত্রিত—
একদিন আমরা মানুষকে তার বন্ধ্যা শান্তির জগৎ থেকে
উর্বর কর্মযজ্ঞের চেষ্টার মধ্যে নিয়ে যাব
উজ্জ্বল সাফল্যের দিকে,
আমাদের চোখের গভীরে রয়েছে যে দিব্যদৃষ্টি, যে দিব্যদৃষ্টির কল্পনা
মানুষের আত্মাকে প্রজ্বলিত করে,
আমরাই ত তাকে নিয়ে যাই একাকিত্বের নির্জনতায়
এবং বিস্ময়ের ভবিষ্যৎবাণীতে—এবং

ক্রুশবিদ্ধতার—

পৃথিবীর মানুষ জন্মগ্রহণই করে দাসত্বের জন্য, দাসত্বের
শৃঙ্খলে রয়েছে তার পুরস্কার এবং সম্মানবোধ,
আমরা যা কিছু বলি মানুষের ভিতর দিয়েই বলে থাকি,
মানুষের জীবনেই আমাদের অমিত্ব পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে,
তাহলে,
কোন সে হৃদয়, কী করে আমাদের কথাগুলি প্রতিধ্বনিত করতে পারবে
যদি মানুষের হৃদয় ধুলোর ঝড়ে শ্রবণশক্তিহীন হয়ে পড়ে,
রাত্রির অন্ধকার যদি মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, তবে
কে আর আমাদের ওই উজ্জলতা রক্ষা করতে পারবে।

হায় তবু মানুষকে নিয়ে কিইবা করতে পারো তুমি,
সে আমাদের প্রথম সৃষ্ট হৃদয়ের শিশুসন্তান
আমাদের অমিয় প্রতিমার—

তৃতীয় ঈশ্বর—

বন্ধুগণ, হে প্রবল প্রতাপ, পরাক্রমশালী বন্ধুগণ,
দেখ,
ওই নৃত্যছন্দে নর্তকীর উরুদ্বয় মাতাল হয়ে উঠছে
সংগীতের অপূর্ব মূর্ছনায়,
নূপুরের ঝমঝম শব্দে বাতাস কি নির্মল নরম কেঁপে উঠছে,
রাজহাঁসের মতন তার দুটি হাত
ঊর্ধ্বনির্দেশে ঈষৎ কাঁপছে—

প্রথম ঈশ্বর—

একটি ভরতপাখি অন্য ভরত পাখিটিকে ক্রমাগত ডেকে চলেছে,
পিছনে পড়ে আছে যারা
তারা সংগীতের সুরটি শুনতে পাচ্ছে না।
তাই বলছি,
বরং আমাকে শিখিয়ে দাও ভাই,
মানুষের উপাসনায় তৃপ্ত আত্মপ্রেমের মরকোচ,
মানুষের সেবা পরিশ্রমে সন্তুষ্ট থাকার কৌশল,

আর এও বলি,
আমার আত্মঃপ্রেমের ধারণা শেষহীন পরিমাপহীন,
আমি পৃথিবীনির্ভর মৃত্যুর উর্ধ্বে উঠে যেতে চাই,
স্বর্গের সিংহাসনে স্থাপিত করতে চাই নিজেকে,
আমি দুইহাত দিয়ে সময় এবং মহাশূন্যতাকে
আঁকড়ে ধরে থাকব,
আলিঙ্গন করব অসীম অবস্থানকে,
ওই তারাখচিত পথকে ধনুকের ছিলার মতন
গ্রহণ করব দু হাতে,
সেই ধনুকে তীর যোজন হবে ওই গ্রহরা
অসীমকে দিয়েই আমি অসীমকে জয় করতে চাই,

কিন্তু তুমি,
তোমার যতই ক্ষমতা থাক তুমি কিছুতেই তা
করবে না
মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষ যেমন ব্যবহার করে,
তেমনিই ঈশ্বরের সঙ্গে কী ব্যবহার করবে অন্য ঈশ্বর,
মানুষের মতনই হবে তার ব্যবহার,
না,
বরং তুমি আমার ক্লান্ত কম্প্র হৃদয়ে
কুয়াশার মধ্যে অতিবাহিত বৃক্ষের স্মৃতি ফিরিয়ে আনছ,
তখন—যখন আমার আত্মা পর্বতের গুহাকন্দরে আশ্রয় চাইছে,
স্বচ্ছ জলরাশির মধ্যে আমার চোখ তাদের প্রতিচ্ছবি
দেখতে চেয়েছিল—

আমার অতীত ওই শিশু সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই
মৃত,
সেই অতীতের পক্ষে আজ নিষ্ফল নিস্তব্ধতা শুধু
আর তার মৃতদেহ জুড়ে বাতাস তাড়িত
বালুর পাহাড় জমে যাচ্ছে—
হায় অতীত, আমার মৃত অতীত,
হে আমার পুষ্পিত দেবত্বের জননী,

কারাগারের অন্ধ কুঠুরিতে কেইবা তোমাকে
বংশবৃদ্ধি করতে বাধ্য করেছিল,
সে কোন মহান ঈশ্বর,
যে তোমার পলায়নস্পৃহা
দলিত করেছিল,
কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর উষ্ণ করেছিল তোমার স্তনদ্বয়,
যে বয়ে বাচে আমার জন্মের ইতিহাস—

না আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব না,
কোন অভিশাপও দেব না তোমাকে কোনদিন,
কারণ তুমি যতটা বোঝা আমার ওপরে চাপিয়েছিলে,
সেই সব বোঝাটুকুই আমি মানুষের মাথার ওপরে
চাপিয়ে দিয়েছিলাম—
দুরপনেয় সেই বোঝা,
কিন্তু যা কিছু করেছি কিছু কম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে করেছি—
আমি আমার মানুষকে তৈরি করেছি একটা
চলন্ত ছায়ার মতন
সেটা কম নিষ্ঠুরতা—
আর তুমি,
তুমি, কিন্তু তুমি আমাকে মৃত্যুহীন অসহায়
ক'রে সৃষ্টি করেছ,
হে অতীত, মৃত অতীত হে,
দূর ভবিষ্যতের সঙ্গে তুমি কি ফিরে আসবে,
যখন,
বিচারের জন্ম তোমাকে উপস্থাপিত করতে পারব
তুমি কি জেগে উঠবে, জীবনের দ্বিতীয় প্রত্যুষে
পুনর্বার—
যখন আমি পৃথিবীর বুক থেকে তোমার পৃথিবীময়
স্মৃতি মুছে ফেলতে পারব আমি।
মৃত প্রাচীনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে তুমি
হয়ত আর একবার উঠে দাঁড়াতে পারো,

যতক্ষণ না মাটির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।
কটু অবসাদ চয় বিষাদযুক্ত কলতার,
তৃষ্ণার সংবাদে স্থির হয় সাত সমুদ্দুর তের নদী,
ব্যথার উপরে ব্যথা ক্লান্ত করে পৃথিবীর দিকে
উর্বরতার গালভরা গন্ধে—

তৃতীয় ঈশ্বর—

হে পবিত্র বন্ধুগণ, শুনতে পাচ্ছো,
মেয়েটি সেই সংগীতের সুর শুনতে পেয়েছে,
ইতস্তত চঞ্চলা তার দৃষ্টি, গায়কের সন্ধান করছে—
বিস্ময়ের খুশিতে ঝর্ণার মতন সেই মেয়েটি,
পাথরের পর পাথর টপকিয়ে, ঝর্ণার জলধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে
চারদিক ঘুরে চোখের ওপরে হাত রেখে খুঁজে চলেছে—
(আঃ,
কি আনন্দ মরণশীল ক্ষণভঙ্গুর পার্থিবতায়)—
প্রয়োজনের দৃষ্টি অর্ধোন্মীলিত।
প্রতিশ্রুতি আনন্দের ভাবি স্বাদের সম্ভাবনায়
ঠোঁটের কোণে চাপা ঈষৎ হাসি কাঁপছে
এ কোন ফুল স্বর্গ থেকে খসে পড়েছে বা,
কোন আগুন নরকের থেকে জ্বলে উঠল—
নিস্তব্ধতার হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে, সেইসব,
শ্বাসরোধকারী আনন্দ এবং ভয়কে
চমকিয়ে দিচ্ছে,
আর আমরা এ কোন উচ্চচূড়ায় বসে
কোন স্বপ্ন দেখে চলেছি,
কোন উর্বর চিন্তাই বা বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছি
যা উর্ধ্বগামী।
ওই তমসাচ্ছন্ন উপত্যকার ঘুম কেড়ে নিচ্ছে, আর
রাত্রিকে ক'রে তুলেছে সজাগ সাবধান—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

সেই পবিত্র তাঁত এবং সুতো তোমাকে দেয়া হয়েছিল,
দেয়া হয়েছিল শিল্পবিষয়ক চেতনা,
এইসব নিয়ে বস্ত্র নির্মাণ করা যায় ওই পবিত্র তাঁতে
এবং শিল্পচেতনাটুকু তোমারই একান্ত থেকে গেল,
সঙ্গে রইল অন্ধকারের সুতো আলোর সুতোগুলি,
আর তোমার সোনালী কিংবা লাল রঙের বাহার,
কিন্তু কি বিস্ময়
তুমি এখনও বস্ত্রখণ্ডের স্বল্পতায় আপত্তি জানিয়েছ,

তুমি তোমার ওই দুহাত দিয়েই মানুষের আত্মাকে
নিপুণভাবে বুনন করেছিলে,
বাতাস থেকে, জীবন্ত অগ্নি থেকে,
এখন তুমি ছিন্ন করতে চাইছ সেই সূত্র বন্ধন,
তোমার ছন্দময় আঙুলগুলি ঋণদান করেছ
অলস শাশ্বত অবস্থানে—

প্রথম ঈশ্বর—

না,
সেই অপরিবর্তনীয় শাশ্বতকালের জন্য আমার
হাত দুটি প্রতিশ্রুত ছিল,
যে ভূমি, মানুষের পদলাঞ্ছিত হয়নি আজও,
সেই ভূমির জন্য আমার পাদুটি প্রতিশ্রুত,
ও কার কণ্ঠস্বর সতৃষ্ণ শ্রবণ অধিকার ক'রে আছে,
সেই কণ্ঠস্বর নিঃশব্দ পূর্বাহ্নে বাতাসে বিলীন হওয়ার আগেই
আমার শ্রবণে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গেল,
আমার হৃদয় তারই জন্য কেবল প্রতীক্ষা করে বারবার,
যে আমার হৃদয় বোঝে না, ভালবাসা বোঝেনি কোনদিন,
সেই অসীম অব্যক্তের মধ্যে যেখানে স্মৃতি কাজ করে না,
আমি আমার আত্মাকে সেখানে যেতেই পরামর্শ দেব,
আঃ
আমাকে প্রলুব্ধ কোর না, ওই অধিকৃত বিষয়ের মহত্বে।

খুঁজো না আমাকে সান্ত্বনা দিতে তোমার অথবা আমার
স্বপ্ন নিয়ে,
আমার যা কিছু আছে, পৃথিবীতে যা কিছু বলেছি যা, আর
যাবতীয় সবকিছু যা থাকবে,
সেসব কিছুই আমাকে নিমন্ত্রণ করে না,

আঃ

হে আমার আত্মা, নীরবতা কি তোমারই মুখচ্ছবি,
আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার চোখদুটিতে
রাত্রির ছায়া ঘুমিয়ে রয়েছে.
কিন্তু হায় কি ভয়ংকর তোমার নীরবতা,
এবং তুমি যে কত না ভয়ংকর—

তৃতীয় ঈশ্বর—

হে আমার বন্ধুরা, আমার পবিত্র ভাই, তোমরা
দেখ,
মেয়েটি সেই সবুজ উপত্যকায় গানরত গায়ককে
খুঁজে পেয়েছে,
নিকটে এগিয়ে যায় কি নৃত্যছন্দে,
সেই গায়কের ক্ষতচিহ্নাঙ্কিত মুখবিভাস নিরীক্ষণ করছে—
অজগরের মতন ছোট ছোট পায়ে সে
অলংকৃত আঙুরবাগান এবং ফার্ন গাছের মধ্য দিয়ে চলে আসছে,

সেই গায়কটিকে দেখ, যন্ত্রণাক্লিষ্ট ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে
বিস্ফারিত চোখে দেখছে মেয়েটিকে,

হে আমার অনাবিষ্ট বন্ধুগণ,
সে কি অন্য কোন ঈশ্বর, যার কামনায়
সাদা এবং লালরঙ বিচ্ছুরিত—
সে কোন গোপনীয়তা প্রত্যুষের কাছ থেকে রক্ষা করে
রাত্রিকে,
কার হাত আজ পৃথিবীকে শাসন করছে।

প্রথম ঈশ্বর—

হায় যন্ত্রণা বিক্ষত আমার আত্মা, হে আমার আত্মা,

তোমার জলন্ত অগ্নিগোলক
আমাকে শৃঙ্খলিত করে আছে,
আমি তাই কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করব তোমার নিয়তিকে,
কিভাবে পরিবেশিত করতে পারি তোমার আগ্রহ
ওই মহাশূন্যে—

হে বন্ধুহীন প্রিয়পরমহীন আমার আত্মা,
ক্ষুধার তাড়নায় তুমি তোমার নিজের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ছ,
তীব্র তৃষ্ণায় অঞ্জলিভরে যে জলপান করছ সে তোমার চোখের জল,
কারণ রাত্রি আর শিশির দিয়ে তোমার পেয়ালা
পূর্ণ ক'রে রাখে না,
দিন আর কোন ফল উপহার দেয় না তোমাকে—

হে আমার আত্মা, আমার বিদেহী আত্মা,
তোমার বন্দরাশ্রিত নৌকা পূর্ণ হয়েছে বিদগ্ধ কামনায়,
কখন সুবাতাস এসে পালে লাগবে,
নৌকার নোঙর এবং তোমার ডানাদুটি তার আরও কি
বিস্তৃততর হবে—
কিন্তু ঊর্ধ্বাকাশ আজ নীরব যে
শান্ত সমুদ্র তোমার গতিহীনতাকে পরিহাস করছে,

অতঃপর কি আর প্রত্যাশা রইল তোমার জন্য,
আমার জন্য
কোন বিশ্ব পরিবর্তনের অথবা স্বর্গের কোন নতুন ইচ্ছার—
তোমাকেই দাবি করতে পারে এমন কিছু—
অসীম কুমারীগর্ভ কি আর কোনদিন গ্রহণ করবে
আমাদের উদ্ধারকর্তার বীজ,
মৃত্যুর চাইতে বেশী পরাক্রমশালী যার হাত তোমাকে
তোমার দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

আঃ,
থামাও তোমার সর্বদা জরুরী অস্থিরতা, ক্রন্দন,
তোমার জলে জলে ওঠা হৃদয়ের তীব্র নিঃশ্বাস,

তুমি কি জানো না যে
অসীমের শ্রবণ বধির
ওই ঊর্ধ্বাকাশ কৌতূহলহীন নির্বিকার,
আমরাই ব্যতীত এবং আমরাই ঊর্ধ্বতম চূড়া,
আমাদের আর অসীম শাশ্বতকালের মধ্যে
অনস্তিত্ব ছাড়া পৃথক কিছু নেই,
আকারহীন অবয়বহীন কামনার উদ্দেশ্য ছাড়া—

কেন তুমি আহ্বান করছ অজানাকে,
চলমান কুয়াশার পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত অচেনা, অজানা
আজ তোমার আত্মাকে অধিকার করে রয়েছে—
তবে শোন,
তোমার আত্মার বৃন্তেই সেই শান্ত সমন্বিত কারণ শরীর
বর্তমান ছিল,
শত ঘুমের মধ্যেও যিনি অবলোকন করতে পারেন,
জাগর চোখ আমাদের যা দেখতে পায় না,
সেখানেই ত তার গোপন মন্ত্রগুপ্তি, আমাদের অস্তিত্ব,

হরিৎ শস্যক্ষেত্রে যে ফসল পেকে উঠেছে, বাতাস
আন্দোলিত হয়ে আহ্বান করছে অন্তরঙ্গতায়,
তুমি কি সেই ফসল গৃহাঙ্গনে নিয়ে যাবে না,
সীতারেখায় নতুন বীজ বপনের উত্তেজনার অবকাশে,
অঙ্কুরোদ্গমের ধ্বনির কল্পনায়,
উদ্দেশ্যহীন মাঠে এবং একাকী যে ছাড়িয়ে দেবে তোমার
মেষপুঞ্জরাশি,
গোধূলি বেলায় সেই গাভীগুলি যখন তোমাকে খুঁজে ফিরবে
গভীর আয়ত চোখে—
কোন ইচ্ছাকে সংহত করছ তুমি তোমার ছায়ায়,
আত্মস্থ হও,
মাটির পৃথিবীর দিকে তোমার মনকে নামিয়ে আনো
তোমার অস্থির দৃষ্টিকে,
তাকিয়ে দেখ, তাকিয়ে দেখ

তোমার ভালবাসার শিশুদের, যারা এখনও
তোমার বুকের দুধ পান করছে,
তুমি কেন যে ভুলে যাও,
পৃথিবীই তোমার বাসস্থান, তোমারই একান্ত সিংহাসন,
মানুষের দূরতম ক্ষীণ আশার আড়ালে
তোমারই হাতে স্পষ্ট তাদের নিয়তি,
তুমি নিশ্চয়ই তাকে পরিত্যাগ করবে না, তাদের
যারা তোমার কাছেই পৌঁছতে চায়, আনন্দের মধ্য দিয়ে
নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়েও,
তুমি নিশ্চয়ই তাদের দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা থেকে
তোমার মুখ ফিরিয়ে নেবে না—

প্রথম ঈশ্বর—

প্রত্যুষ কি তার হৃদয়ে রাত্রিকে গোপনে রক্ষা করে,
মৃত ব্যক্তিদের শবদেহের দিকে কি কোনও সমুদ্র
কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাতও করে থাকে,
প্রত্যুষের মতন আমার আত্মা আমার মধ্যে
ক্রমগতিমান,
সেখানে আমার আত্মা নয়, কোন পিছুটান নেই সেখানেও,
অশান্ত সমুদ্রের মতনই আমার হৃদয়
নির্মাণ করে চলেছে, ছাঁচবদ্ধ
মানুষ
এবং এই বুড়ি পৃথিবীর অবয়ব ক্ষণভঙ্গুর—
আমি সেই তাৎক্ষণিককে ধরে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চাই না,
যে তাৎক্ষণিক আমার ওপরেই নির্ভরশীল,
আমাকে উত্তীর্ণ করবে যে তারই নিকটে আমার নির্মাণ,

তৃতীয় ঈশ্বর—

বন্ধু, এইবারে দেখ,
ওরা পরস্পর মিলিত হয়েছে, নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে
যে দুটি আত্মা যাত্রা করেছিল তারা পরস্পর
মিলিত হয়েছে,
নীরবে একে অন্যকে গভীরতরভাবে নিরীক্ষণ করছে,

—না, মেয়েটি আর গান গাইছে না,
তবুও তার রৌদ্রতপ্ত কণ্ঠে সেই উদাত্ত গানের রেশ
দপদপ করছে,
মেয়েটির শরীর ঠমকে, সুখী নাচের ছন্দে স্থির
অথচ স্থির নয়—

হে বিস্ময় বিহ্বল বন্ধুরা,
রাত্রি গভীরতর হচ্ছে,
ম্লান জ্যোৎস্নায় স্বচ্ছ হয়ে উঠছে নক্ষত্রপুঞ্জ
বনপথ, সমুদ্র এবং উপত্যকার মধ্য থেকে
আত্মজাত গভীর নাভীমূল থেকে ডাকছে
কেউ ডাকছে আমাদেরও—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—
হায় ঊর্ধ্বগতি, হায় উত্থান, জলন্ত সূর্যের
সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাওয়া,
বেঁচে থাকা এবং জীবিতদের রাত্রিকে লক্ষ্য করা,
যেমন কালপুরুষ আমাদের ক্রমাগত লক্ষ্য করে চলেছেন,
সেই চতুর্মুখী বাতাসের সম্মুখীন হওয়া যে বাতাসের
মাথায় স্বর্ণমুকুট,
আমাদের জোয়ারহীন নিশ্বাস দিয়ে জরপীড়িত
মানুষকে নিরাময় করে তোলা—
সেই তাঁবুপ্রস্তুতকারী, অন্ধকারের আড়ালে একান্তে
বসে বুনে চলেছেন তার তাঁতযন্ত্রটি
এক কুম্ভকার অক্লান্তভাবে তার চাকাটি ঘুরিয়েই চলেছেন
অথচ আমরা দেখ নিদ্রাহীন এবং ক্লান্ত,
আমরা অনুমান করা এবং সুযোগ অন্বেষণের
অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই
পেয়েছি ঠিকই
থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি না হয়ত, চিন্তার জন্যও অপেক্ষা নেই
আমাদের,
সমস্ত অস্থির প্রশ্নের অতীতে চলে গিয়েছিলাম,

তাই বলি,
তুমি সন্তুষ্ট হও, স্বপ্ন পরিত্যাগ কর,
নদীর মতন এসো আমরা সমুদ্রের দিকে বাহিত হই,
পাথরের খাঁজগুলির বন্ধন অতিক্রম করে,
একসময় যখন সমুদ্রের কোলে নিমগ্ন হয়ে যাব, তখন
আগামীকালের কোন যুক্তিতর্কের মধ্যেই আর বাঁধা থাকছি না—

প্রথম ঈশ্বর—

হায়, এই অন্তহীন স্বর্গীয়তার কি কষ্ট—
এই সারাক্ষণের পরিচালনার ক্লান্তি দিনকে গোধূলির
দিকে টেনে নিয়ে চলেছে,
রাত্রিকে প্রত্যূষের দিকে,
এই জোয়ার, কি আশ্চর্য, চির স্মৃতি কিংবা চির বিস্মৃতির
মধ্যে অবসিত,
শাশ্বত নিয়তির বীজ বপন ক'রে চলেছি ত চলেছিই,
আশার ফসল ঘরে তুলে নিচ্ছি ক্রমাগত,
ধুলো থেকে শিশিরের নম্রতায় উড়িয়ে নিচ্ছি পরিবর্তনশীল
আত্মাকে,
পথ কেবল ধুলোর মধ্যেই চলে যায়, পথের মধ্যে
মিশে থাকে ধুলো,
অথচ ধুলোর কি তীব্র আগ্রহ শিশিরের মধ্যে
চলে যেতে—
সময়হীন সময়ের পরিমাপে,
বলো,
আমার আত্মা কি একান্তই বাধ্য সমুদ্রে মিশে যেতে,
যে আত্মা উজানভাঁটার খেলায় মগ্ন থাকতে চেয়েছিল—
কিংবা সেই আকাশ হতে চায় যে আকাশ বজ্রাক্ত
বাতাসের উন্মাদনায় বিচিত্র—

আমি যদি মানুষ হতাম, মানুষের ক্রমিক অংশমাত্রও,
হয়ত অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিতে পারতাম
হয়ত বা এইসবও—

অথবা আমি যদি একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বর হতাম,
যিনি মানুষের এবং দেবতার শূন্যতাকে পূরণ ক'রে থাকেন,
তাহলেও হয়ত বা পূর্ণ হয়ে উঠতাম,
কিন্তু তুমি আমি কেউই মানুষ নই ত,
একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বরও নই কেউ,
আমরা কেবল চিরকালের গোধূলিবেলায়
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ক্রমাগত উজ্জ্বলতর হয়ে চলেছি,
ক্রমাগত অস্পষ্ট হয়ে চলেছি,
আমরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের একটি বিশ্বকে ধারণ ক'রে
রয়েছি ওঃ কি গুরুভার,
যে বিশ্ব আমাদের মধ্যে রয়েছে, ওঃ তাও কি গুরুভার—
আমাদের নিয়তি শঙ্খধ্বনি ক'রে যখন, তখন
নিঃশ্বাস এবং সংগীতের ধ্বনি কোন দূর
অজানা লোক থেকে ভেসে আসে,
আমি বিদ্রোহ ক'রে উঠি,
আমি বরং শূন্যতার মধ্যে আমার সমস্ত সংহত শক্তি
নিঃশেষে উজাড় ক'রে দেব,
তোমার দৃষ্টির পরিধি থেকে দূরে আমি আমার
নিজেকে বিলীন ক'রে দেব,
এবং এই নীরব তারুণ্যের স্মৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব
যে তরুণ আমারই কনিষ্ঠ সহোদর—
যে তরুণেরা আমাদের পাশে বসে অথচ দূর উপত্যকার
দিকে সতৃষ্ণ তাকিয়ে রয়েছে,
তার ঠোঁট নড়ছে কিন্তু কোন শব্দই উচ্চারিত করছে না সে,

তৃতীয় ঈশ্বর—

আমি কথা বলছি, তোমরা আমার কথা শুনছ না,
কি ভয়ংকর সত্য আমি দেখছি ওই উপত্যকায়,
তোমরা কারও কথাই শুনছ না কেবল নিজেদের কথা ছাড়া,
শোন আমি মিনতি করছি শোন,
তোমাদের এবং আমারও মহান সত্যের প্রকাশ লক্ষ্য কর,

তোমরা কেন মুখ ফিরিয়ে রয়েছ কেন
চোখ বন্ধ ক'রে রয়েছ,
আমাদের সিংহাসন নড়িয়ে দিয়েছে ওরা দুইজন,
রাজকীয় মর্যাদায় এই পৃথিবী এবং অন্য বিশ্বমণ্ডল
শাসন করবে সে,
দেবতারা আপন সত্তার কাছে অবনত মস্তক,
যে সত্তার অতীত তোমার ভবিষ্যতের প্রতি সংহত কিন্তু
ঈর্ষাকাতর,
আপন উদ্বেগেই তুমি, তোমাদের ক্রোধ বক্তৃতার মধ্যে
ফেটে পড়ছে,
সমস্ত সত্তার বৃন্তে বজ্রপতনের শব্দ অধীর ক'রে তুলছে,
তোমাদের কথকতার অর্থই
প্রাচীন বীণাঝংকারের তরঙ্গায়িত শব্দরাশি,
যে বীণার তারে তারে তিনি আঙুল বোলাতে ভুলে গেছেন,
কালপুরুষ তার বীণাযন্ত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল তার করতাল,
তুমি অস্ফুটস্বরে কথা বলে চলেছ, তোমার অন্যমনস্কতার সময়ে,
সেই বীণাযন্ত্র সেই করতাল কিন্তু বেজে চলেছে অহরহ,
সেই তার সংগীতময় আদি সুরঝংকার মিনতি করছি একবার কান
পেতে শোন,

ওই দেখ, পুরুষ এবং প্রকৃতির লীলা চাঞ্চল্য,
আগুনের লেলিহান শিখা থেকে আগুনের লেলিহান শিখার
অধিকার—
ওই ফুলের মধ্যে লুকোন দাহিকাশক্তি আকাশের শুভ্রতারে
ঈষৎ অবনত স্তনে মুখ ডুবিয়ে রয়েছে,
আমরাই সেই শত সহস্রশক্তির আকাশ, অবকাশ,
এবং আমরাই সেই বাদামী স্তনবৃন্ত।

আমাদের হে আত্মারা, জীবনের আত্মারা,

এই রাত্রিতে অগ্নিময় কণ্ঠে অবস্থান করছে অনন্ত
আত্মাদের শরীর,

সেই নারীর শরীরে পরিচ্ছদ তৈরী করছে তরঙ্গায়িত
জলরাশির ফেনাপুঞ্জ
তোমার এবং আমার রাজদণ্ড শাসন করতে পারে না
এই নিয়তি,
বুঝতে কি পারো না, তোমার উদ্বেগের কারণ তোমার
উচ্চাশা—
অথচ এইসব এবং অন্য কিছুও সাপটে মুছে যায়
মানুষ এবং মানুষীর কামনার গতি প্রকৃতিতে—

দ্বিতীয় ঈশ্বর—
ও আচ্ছা, কি বলছ হে, তুমি তৃতীয় ঈশ্বর,
মানুষের ভালবাসার কথা,
মানুষীর ভালবাসার ঘোলো গল্পগাছা,

তাই দেখছি,
পূব বাতাস মেয়েটির পায়ের ছন্দে কেমন নেচে
উঠছে,
পশ্চিম বাতাস ছেলেটির গানের সুরে সুর মিলিয়ে
বিহ্বল, ঈষৎ অন্যমনস্কও,
সত্যিই ত, কি আশ্চর্য আমাদের পবিত্র উদ্দেশ্য,
আজ তাঁর সিংহাসনে স্থাপিত হয়েছে,
আত্মার সমর্পণ যা নৃত্যরত মানুষের
শরীরের দিকে তাকিয়ে গান গাইছে—

প্রথম ঈশ্বর—
না, আর আমি আমার চোখ ফেরাব না নীচে
পৃথিবীর এবং মাটির সংস্কার সীমার ভিতরে,
পৃথিবীর সন্তানদের দিকেও না, যে সন্তানগণ অবিশ্রাম
যন্ত্রণায় ধুঁকতে থাকে যাকে তুমি
বলছ ভালবাসা—
কিন্তু ভালবাসা কাকে বলে,
মধুর অনিশ্চয়তায় দীর্ঘ মিছিল যে চাপা ঢাকের বাদ্যি

পরিচালনা করে নিয়ে যায় অন্ত কোন বীর যন্ত্রণায়,
তাকেই বুঝি ভালবাসা বলে—
না,
আর নয়—
আর ওই নিম্ন উপত্যকাভূমির দিকে তাকাব না আমি,
তাছাড়া,
দেখার মতন আর কি বা রয়েছে ফিরে,
একটি পুরুষ ছাড়া, একটি নারী ছাড়া, ওই অরণ্য
এবং হরিৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল
তাদের ফাঁদে ফেলবার জন্তই,
এবং তারা অস্বীকার করতে পারে তাদের
নিজস্ব সত্তাকে,
অস্বীকার করতে পারে আমাদের
অজ্ঞাত পিতৃপিতামহদের—
তৃতীয় ঈশ্বর—
হায়, কোন কিছু সম্পর্কিত জ্ঞান কত না
বেদনাদায়ক,
আমরা পৃথিবীর মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছিলাম জিজ্ঞাসা,
অনুসন্ধানের নক্ষত্রহীন আবরণ,
মানুষের সহ্য করার ক্ষমতাকে করেছিলাম সন্দেহ,
পাথরের নীচে একটি মোমের মূর্তি স্থাপন ক'রে আমরা
পৃথিবীর মানুষদের ডেকে বলেছিলাম,
দেখ এই মৃন্ময়ী মূর্তির চিন্ময়ী অভিব্যক্তি,

অথচ মাটিতেই এইসবের শাশ্বত সমাধি হোক,
আমরা আমাদের করবদ্ধ অঞ্জলিতে সাদা অগ্নিশিখা নিয়ে
বলেছিলাম আপন আপন হৃদয়ের কথোপকথন,
ওই ত আমাদের সত্তার অংশগুলি ফিরে ফিরে আসছে,
একটি অবোধ নিঃশ্বাসে যা বিয়োজিত হয়েছিল এক সময়,

—ফলে আরও হাত, আরও ঠোঁট উন্মাদের মতন এখন
অনুসন্ধানে অস্থির সত্তার বাকী অংশের সঙ্গে
মিলনেচ্ছায় কাঁপছে—

হে পৃথিবীজাত ঈশ্বর, আমার বন্ধুরা,
পর্বতশিখরে অনেক উঁচুতে যদিও,
তবুও আমরা পৃথিবীমুখিই,
মানুষের মধ্য দিয়ে, তাদের সোনালী নিবৃত্তির
কামনার মধ্য দিয়ে—
আমাদের জ্ঞান, নতুনতর কোন সৌন্দর্য উদ্ভাসিত
হয়ে উঠবে কি, তার চোখে,
সেই সাবধানতা মানুষের কামনাকে জড় করে
দেবে না কি—
এমনকি আমাদের নিজেদের কামনাও,—

ভালবাসা যেখানে গৃহস্বামীর মতন বয়নে প্রস্তুত,
সেখানে তোমাদের যুক্তির সৈন্যদল কি আর করতে
পারবে,
তাই যদি হয়, ভালবাসা তবে কাকেই বা জয় করবে—
সে কার শরীরের ওপর দিয়ে
আসমুদ্র হিমাচল
ভালবাসার রথ চালিত হবে, পাহাড় থেকে সমুদ্রে,
সমুদ্র থেকে পাহাড়ে আবার,
এখন ওরা লজ্জিত অর্ধ আলিঙ্গনে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
ফুলের পাপড়ি, পাপড়ির নিঃশ্বাসে সুগন্ধ,
আত্মার মধ্যে আরও আত্মা তার ছায়ার জীবনের আত্মাগুলি,
এবং সেইসব আত্মাদের চোখের পাপড়িতে
একটি প্রার্থনা স্থির,
সেই প্রার্থনা সম্বোধিত তোমার প্রতি আমার প্রতি,
আচ্ছা,
ভালবাসা আসলে কি একটি রাত্রি মাত্র, ক্রুশবিদ্ধ
যীশুর সম্মুখে নতজানু,
আকাশ যেখানে কালোত্তীর্ণ ক্ষেত্রভূমি,
সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল জোনাকির মতনই রূপান্তরিত,
প্রকৃতপ্রস্তাবে সত্য যে আমরা সবাই অসীম এবং অনন্ত,

আমাদেরই সর্বোচ্চ অবস্থা—
তবুও স্বীকার করা ভালো,
ওই ভালবাসা আমাদেরও সামর্থ্যের অতীত,
আমাদের সংগীতের চাইতেও বিস্তৃততর ক্ষেত্র
ওই ভালবাসার—

দ্বিতীয় ঈশ্বর

আমরা সকলেই দূর অতিদূর পরিমণ্ডলের সন্ধানে ব্যস্ত,
ছুটে চলেছি অবিশ্রাম,
কিন্তু আমাদের প্রিয় পরিচিত আত্মজ পৃথিবী গ্রহটির দিকে
একটুকু লক্ষ্য করার সময় হবে না কি আমাদের,
ওই দূর মহাশূন্যে কোন কিছু নেই,
আত্মা সেখানে বিদেহী আত্মার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ—
সৌন্দর্য সেই বিবাহের সাক্ষী এবং পুরোহিত,
এবং সৌন্দর্য লুটিয়ে রয়েছে আমাদের পায়ের তলায়,
সেই সুন্দরতা আমাদের অঞ্জলি পূর্ণ করে
ঠোঁটদুটিকে লজ্জা দিচ্ছে,
সবচেয়ে যা দূরে তাই কি সবচেয়ে নিকটে তোমার,
যেখানে সুন্দর সেখানে সমস্ত কিছুরই অস্তিত্ব—

হে স্বপ্নবিলাসী বন্ধু আমাদের,
সময়ের অস্পষ্ট সীমানাচিহ্ন থেকে ফিরে এসো,
সময়ের স্পষ্ট সীমানাচিহ্ন থেকে ফিরে এসো
আমাদের কাছে,
তোমার পা দুটিকে মুক্ত কর—"কখন", "কোথায়" ইত্যাদি
নেতিবাচক প্রশ্নের বোঝা থেকে,
আমাদের সঙ্গে চলে এসো নিরাপত্তার নির্ভরতায়
তোমার হাত আমাদের হাতে হাতে বুনে চলেছিল,
তৈরী করেছিল পাথরের পরে পাথর—

তোমরা ছুঁড়ে ফেলে দাও তোমাদের উদ্বেগের আচ্ছাদন
সঙ্গী হও আমাদের—এসো,

তৃণের প্রভু আমার উরু হরিৎ ক্ষেত্রের প্রভু
আমাদের—

প্রথম ঈশ্বর—

হে পরমপিতা, চিরন্তন ঈশ্বর,
আজ রাতে সত্যিই কি একজন পার্থিব ঈশ্বরকে
বলিদান করতে উন্মত্ত হয়েছ তুমি,
তাহলে অপেক্ষা কর, আমি আসছি আমার আমিকে
সঙ্গে নিয়ে, আমার ব্যথা এবং কামনাকে নিয়ে আসছি—

কিন্তু হায়,
ওই ত সেই নৃত্যরতা নারী—পৃথিবীর প্রাচীনতম ঔৎসুক্যের
মাটি ছেনে নির্মাণ করা—
এবং ওই গায়ক ধীর বাতাসের মন্থরতায় আমারই রচিত সংগীতের
ধ্বনি তুলেছে কণ্ঠে,
এই নাচ এই গানের মধ্যেই একজন ঈশ্বরকে হত্যা করা হচ্ছে
আমার মধ্যে—
আমার ঐশ্বরিক হৃদয়, মানবিক বুকের পাঁজরায় স্থিত
ঐশ্বরিক হৃদয় আর্তনাদ করছে অলৌকিক পরমপিতার
পায়ের তলায়,
মানবিক স্খলন উদ্বেগাকুল স্বর্গীয়তার জন্য কেঁদে উঠছে,
সেই সৌন্দর্য সৃষ্টির আদি থেকেই যা আমি
অন্বেষণ করেছিলাম,
বন্য স্বর্গীয়তার জন্য প্রার্থনা আমার।
যে আহ্বান আমি শুনতে পাচ্ছি সেই ডাকের
প্রহারে প্রহারে জর্জরিত আমার অস্তিত্ব—

আজ আমি সমর্পিত
সৌন্দর্য একটি পথ যে পথ আত্মাকে আত্মহত্যার
দিকে টানে অমোঘ
তুমি তোমার শৃঙ্খল উন্মোচিত কর,
এবং আমাকে অনুসরণ করতেই হবে সেই পথ

যে পথ কে জানে হয়ত অস্ত প্রত্যূষের দিকে
ছড়িয়ে চলেছে নিরন্তর—

তৃতীয় ঈশ্বর—

ভালবাসা চিরকাল জয়ী হয়—জয় করে,
ওই হ্রদের পাশে পাশে সাদা এবং সবুজের সমারোহ,
অলিন্দে, পথমাঝে,
খিলানে, উচ্চস্তম্ভে ভালবাসার গর্বিত
সমারোহ রাজকীয়,
উদ্যান এবং দুর্গম মরুভূমিতেও ভালবাসা রয়েছে,
ভালবাসাই আমাদের প্রভু এবং ঈশ্বর,
কারণ ভালবাসা শরীরের নষ্টাভ্রষ্টা উত্তম মাত্র নয়,
কামনার জড়িবুটি নয়,
যখন আত্মা এবং কামনা পরস্পর যুদ্ধ ক'রে চলেছে
তখন, ভালবাসা শরীর নয়।
যা শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ
ক'রে আছে,
ভালবাসা বিদ্রোহ করে না।
সে অতীত নিয়তির ক্লান্ত পরিক্রমা থেকে চলে যায় পবিত্র গুহায়—
নৃত্যরতা চিরন্তনীর গোপন মুগ্ধতায়,
শৃঙ্খলমুক্ত তাজা তারুণ্যই ভালবাসা,
ক্লেদমুক্ত যে কোন পুরুষই ভালবাসা, ভালবাসা সেই নারী,
যে নারী অগ্নিময় দহনে উষ্ণ,
আমাদের স্বর্গের চাইতে অন্য কোন স্বর্গে উজ্জ্বলতর
আলোকমালা জ্বলছে,
আমাদের মধ্যে বহমান কোন দূর উষ্ণ চাসি সেই ভালবাসা,
উন্মত্ত আক্রমণে হঠাৎই যে জাগিয়ে দেয়,
পৃথিবীর নবীনতম প্রত্যূষই ভালবাসা, সে প্রত্যূষ আজও
তোমার আমার চোখে প্রতিভাত হয় নি,
অথচ ইতিমধ্যেই তার বিশ্বাস হৃদয়ে স্থাপিত হয়ে গেছে,

হে আমার বন্ধুরা,

প্রত্যূষের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকেই নববধূর আবির্ভাব,
পশ্চিমের সূর্যাস্ত থেকে আসছে তার প্রেমিক পুরুষটি,
ওই উপত্যকায় আজ যে বিবাহের আয়োজন,
তার দিনলিপি অসম্ভব,

দ্বিতীয় ঈশ্বর—

এইরকমই হয়ে চলেছে সৃষ্টির আদিমতম প্রত্যূষ থেকে,
পাহাড় পর্বতের উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে,
ছড়িয়ে রয়েছে সমতল ক্ষেত্রে,
সৃষ্টির শেষতম উল্টো জোয়ার অবধি থাকবে এরকমই,
আমাদের শিকড়গুলি নৃত্যরত শাখা প্রশাখা বয়ে
এনেছিল উপত্যকাক্ষেত্র জুড়ে,
এবং শিখরচূড়ায় যে সংগীতের গন্ধ ছড়িয়ে যায়,
আমরাই তার ফুলের প্রস্ফুটন,
মৃত্যুবাহী এবং মৃত্যুহীন—এই দ্বৈত নদী একই সমুদ্রের
দিকে বহমান,
কিন্তু শ্রবণেই কেবল সে,
সময় আমাদের শোনার জগৎ আরও নিশ্চিত ক'রে দেয়,
আরোতর কামনায় সৃষ্টি ক'রে যায়,
মরণশীলতার উপরে সন্দেহই কেবল ওই শব্দকে
আড়াল ক'রে চলেছে,
লুকিয়ে রাখে,
আমরা কিন্তু সন্দেহকে অতিক্রম করেছিলাম,
আমাদের তরুণ হৃদয়ের সন্তানই ত মানুষ—
মানুষই ত ঈশ্বর ধীরে অন্তর্বাহে চলেছে ক্রমাগত,
আর তার নিজস্ব সুখ এবং দুঃখের অনুরণনে
কেঁপে কেঁপে উঠছে,
আর তারপর আমাদের প্রিয় স্বপ্নগুলি,
নিরালা নিঃঝুম ঘুম

প্রথম ঈশ্বর—

ওই পুরুষটি গীতগুঞ্জনে মুখর হয়ে থাকুক, নৃত্যরতা যে
পা ছুঁড়ে পা ছুঁড়ে ঘুরে ফিরে নাচতে থাকুক
প্রাণভরে,
ক্ষণকালের জন্য আমি অন্তত সন্তুষ্ট থাকি,
অন্তত আজ রাত্রির জন্য আমার আত্মার অস্থিরতা
শান্ত হোক,
হয়ত তন্দ্রা আসতেও পারে,
আধোস্বপ্নের মধ্যে হয়ত উজ্জ্বলতর পৃথিবীকে দেখতে পাব,
আমার কাছে হয়ত,
মানুষজন, সৃষ্টি, সৃষ্টিযন্ত্র সহনীয় মনে হতে পারে,
অন্তত আজ একটি রাত্রির জন্য—

তৃতীয় ঈশ্বর—

আমার যাবার সময় হোল এখন,
খুলে ফেলতে হবে এখন সময়ের সাজপোশাক,
খুলে ফেলতে হবে স্থান কাল পাত্রের সাজপোশাক,
অচলিত পথে পথে আমি এখন নেচে নেচে
চলে যাই,
ওই নৃত্যরতা নারীর উরুদ্বয় আমার পায়ের ছন্দে
নেচে উঠুক—
আমি এখন ওই ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
গান গাইব,
এবং সেই গান শুনে, স্বরছন্দে কোন একজন
মানুষের হৃদয় স্পন্দিত হতে থাকবে—
আমরা চালিত হব সেই গোধূলিবেলায়
হয়ত ঘটনাচক্রে দৈবাত জেগে উঠব
ভিন্নতর পৃথিবীর অপরিচিত প্রত্যূষবেলায়,
কিন্তু ভালবাসা থেকে যাবে,
ভালবাসার অঙ্গুলি স্পর্শচিহ্ন কোনদিন মোছা যাবে না
আর কোনদিন শতপ্রয়াসেও,

আশীর্বাদপূত ওই কামারশালা জলছে,
আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটছে, প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গই
এক একটা সূর্য—
হয়ত আমাদের পক্ষে শুভ এবং বুদ্ধিমানের
কাজ হবে,
কোন ছায়াস্তীর্ণ ঝর্ণার কাছে, দুর্গম হিমালয়ের
একটি কোন খুঁজে নেয়া,
স্বর্গীয় পৃথিবীতে অনন্ত ঘুমের মধ্যে, ডুবে যাই,
আর ভালবাসাকে মানবিক এবং দুর্বল
অথচ চলমান, আগামীদিনের
সময়কে শাসন করতে দাও—
আমাদের অনশনের পরাজয়ের লজ্জা,
এখন অন্তর্জলিতেই বুঝি আমাদের একান্ত অবসর,
কারণ মানুষ ঈশ্বর ভালবাসা-উত্তীর্ণ
দুর্গের নিরাপদেই অনন্ত—
আবহমানকাল তার ধ্বংস নেই,
ভালবাসায় বর্ণিল পতাকা
জলে—
স্থলে—
অন্তরীক্ষে
ছিন্ন অছিন্ন হয়ে অনন্ত সময়
ধরে উড়ে চলেছে—

এখন আমার যাবার সময় হোল,
যাই,
খুলে ফেলতে হবে সময়ের সাজপোশাক
খুলে ফেলতে হবে
স্থান কাল পাত্রের পোশাক—
আমি যাই—

সমাপ্ত